শৈলবালা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইনি যে সেই।

Soft as the memory of buried love,
Pure as the prayer which childhood wafts above.
—LORD BYRON.

ইংরাজী অষ্টবিংশতি শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভ কাল। ভারতবর্ষে যবনজাতির সৌভাগ্য বিলুপ্তপ্রায়, ভারত-গরিমা রাজপুত জাতির সিংহবিক্রম, যবনের মোহমন্ত্রে আজিও সুষুপ্ত; মহারাষ্ট্রের যবন-বিজিগীষা শিবজীর পরলোক গত-প্রেতাত্মায় বিলীন। ভারতবর্ষের রাজদণ্ড মোগল সম্রাটের করচ্যুত হইয়া শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রপ্লাবনে ক্ষুদ্র রাজগণের ধনাগার কোষ-শূন্য, অন্তঃপুর রত্ন-শূন্য। বঙ্গদেশে পলাশীর যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; বণিকবেশী ইংরাজ নূতন কৌশলের কল্পনা করিতেছে ও ধীরে ধীরে ভারতের মধ্যস্থলে অগ্রসর হইতেছে।

নিদাঘের প্রারম্ভ কাল। বিজয়পুর নগরের একটী উচ্চপ্রাসাদের ছাদের উপরে একটী বালিকা বসিয়া আছে। নীচে রজত-সলিলা গঙ্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে। নিদাঘ-সমাগমে গঙ্গা শীর্ণশরীরা। মৃদু মধুর অস্পষ্ট সঙ্গীত করিতে করিতে, সান্ধ্য সমীরণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে, হৃদয়-বিহারী দুই একটী বিহঙ্গের সঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া রঙ্গ করিতে করিতে, বিদায়-প্রার্থী অরুণের আরক্তিম মূর্ত্তি আলিঙ্গন

করিতে করিতে, গঙ্গা ধীরে ধীরে বহিতেছে। পশ্চিম গগন শতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। তাহার নীচে উচ্চ বিন্ধ্যাচল ধূমরাশির ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। প্রাসাদ-নিম্নস্থ কুসুম-উদ্যান হইতে সুবাসিত সমীরণ আসিয়া বালিকার কুঞ্চিত কুন্তল লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বালিকা একাকিনী সেই উন্নত প্রাসাদের উপর বসিয়া প্রকৃতির পরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্য দেখিতেছে। বালিকার বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হইবে না, কিন্তু সুন্দর গঠনগুণে হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় বালিকা নহে, যুবতী। মুখমণ্ডলে বালিকার সরলতা, বালিকার চিন্তাশূন্য পবিত্রতা। বালিকা সুন্দরী। বর্ণ পৌর্ণমাসী কৌমুদীর ন্যায় পরিষ্কার উজ্জ্বল ও প্রভাময়। বিশাল নয়নে পূর্ণবিকসিত জল-নলিনীর পবিত্রতা। কটাক্ষ স্থির, শান্ত ও সরলতাময়; দেখিলে বোধ হয় যেন বালিকা এই মাত্র পৃথিবীতে আসিল, সকল বস্তুই যেন নূতন দেখিতেছে। ভ্রমর-কৃষ্ণ বেণীবদ্ধ কেশরাশি রক্তকমলতুল্য সুকোমল চরণ চুম্বন করিতেছে। কুঞ্চিত চঞ্চল অলকদাম বালিকার অধরে, ললাটে ও গণ্ডদেশে আসিয়া সান্ধ্য সমীরণে দুলিতেছে; তাহাতে ক্ষুদ্র মুখ খানি কিশলয়-বেষ্টিত গোলাপ-কুসুমের শোভা ধারণ করিয়াছে।

এই বালিকা বিজয়পুরের সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জায়গীরদার-বংশ-সম্ভূত সুরপতি সিংহের একমাত্র কন্যা। সুরপতি সিংহ পূর্ব্বে অতি সম্পত্তিশালী ছিলেন; রাজপুত রাজগণের নিকট তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল এবং কথিত আছে তিনি যোধপুরের রাজবংশ-সম্ভূত। কিন্তু মানব-অদৃষ্টের বিচিত্র বিধি অনুসারে তাঁহার পূর্ব্বসম্পত্তি, পূর্ব্বগৌরব সকলি বিলুপ্ত হইয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে এই বৃহৎ অট্টালিকা ও উদরান্নের সংস্থান মাত্র অবশিষ্ট ছিল। আর কেহ ছিল না, কেবল এই একটী মাত্র কন্যা। এই বালিকার যথন সাতবৎসর মাত্র বয়স, ইহার জননী জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সুরপতি অতি যত্নে এই একমাত্র কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সুরপতি পূর্ব্বের

ধন-গৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন এবং শুনা যায় অনেক অসদভিসন্ধি ও অসদুপায় অবলম্বন করিলেন; কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপা কিছুতেই হইল না।

বালিকা অনেকক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি হইল। পশ্চিম গগনের নানাবর্ণের মেঘমালা বিন্ধ্যাচলের ধূমরাশির সঙ্গে মিশিয়া গেল। গঙ্গার শুভ্র বক্ষে ঈষৎ নীল, ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণের আবরণ পড়িল; নীল আকাশে একটী একটী করিয়া সহস্র তারা ফুটিয়া উঠিল। বালিকা স্থির নেত্রে সেই নক্ষত্র সকল গণিতে লাগিল। এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল "শৈল, এখনও এখানে একাকিনী বসে রয়েছ? অন্ধকারে, একাকিনী বসে কি ভাবছ?"

বালিকার নাম শৈলবালা।

শৈলবালা পরিচারিকার স্কন্ধে হস্ত দিয়া আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল "দেখ লচ্‌মণি! আজকের নক্ষত্রগুলি কেমন উজ্জ্বল! নীলাম্বরী কাপড়ে সোণার চুমকির মত কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।"

পরিচারিকা কোন উত্তর করিল না, একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল কিন্তু কোন সৌন্দর্য্যই অনুভব করিতে না পারিয়া কহিল "এস এই খানে বসি।"

নিকটে দুইটী কাষ্ঠের পালঙ্ক ছিল; উভয়ে তাহার একটীর উপর বসিল। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল। ক্ষণেক পরে শৈলবালা জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাঁ লচ্‌মণি আজ সুরেন্দ্রের বাটী আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?"

লচ। কই না! এখনও ত রাত্রি অধিক হয়নি!

শৈল। হয়েচে বই কি! যখন অই উজ্জ্বল নক্ষত্রটী আকাশের অইখানে আসে, তখন সুরেন্দ্র বাটী আসে; আজ উটী কতদূর এসে পড়েচে দেখ। আজ হয় ত রাজকুমার তাকে সেদিনকার মত অপমান করেচেন! সে দিন সুরেন্দ্র বল্‌লে রাজকুমার বিনাদোষে তাকে

কত কটু কথা বলেন। হ্যাঁ লচ্‌মণি সুরেন্দ্রকে ত সকলে ভাল বাসে, তবে রাজকুমার তার উপর অকারণ বিরক্ত হন কেন?

লচ। রাজা রাজড়ার কথা কেন জিজ্ঞাসা কর দিদি? মন জুগিয়ে না চল্‌তে পারলে তাঁরা যা মনে করেন তাই করতে পারেন।

শৈল। আচ্ছা, তবে যে বাবা বলেন উচ্চপদের লোক হলে তাদের প্রকৃতিও উচ্চ হয়? দেখ লচ্‌মণি, (বালিকা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, যেন কি একটী আশ্চর্য্য কথা স্মরণ হইল।) "দেখ লচ্‌মণি কাল রাত্রে আমি এক বড় কুস্বপ্ন দেখিছি। যেন আমি আর সুরেন্দ্র দুজনে সকাল বেলা—অই বুঝি সুরেন্দ্র আস্‌চে।"

নিম্নস্থ সোপানে কাহার পদশব্দ শুনাগেল।

শৈলবালা উৎসুক নেত্রে সোপানের দিকে চাহিয়া রহিল। একজন তরুণ-বয়স্ক সুন্দর যুবা আসিয়া পালঙ্কের একপার্শ্বে উপবেশন করিল। তাহার মুখমণ্ডল গম্ভীর অথচ হাস্যময়। শরীর ঈষৎ দীর্ঘ; সমস্ত অবয়ব বীরভাবে পরিপূর্ণ। বিশাল নয়ন, উজ্জ্বল কটাক্ষ, প্রশস্ত ললাট, কুঞ্চিত কেশ। বয়স বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক হইবে। যুবক জিজ্ঞাসা করিল "শৈল কি বল্‌ছিলে?"

শৈলবালা শান্ত, স্থির সরল দৃষ্টি যুবকের মুখমণ্ডলে স্থাপিত করিয়া কহিল "দেখ সুরেন্দ্র, গত রাত্রে আমি এক বড় কুস্বপ্ন দেখিচি। সকাল থেকে তোমাকে বল্‌বো বল্‌বো মনে করচি। তুমি কখন আস্‌বে কেবল তাই ভাবছিলেম। এইমাত্র লচ্‌মণিকে বলছিলেম, এমন সময়ে তুমি এলে।"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি স্বপ্ন শৈল?"

শৈলবালা উত্তর করিল "শোন বলি। যেন সকাল বেলা, তখনও সূর্য্য ওঠেনি, তুমি আর আমি দুজনে আমাদের সেই সবুজ নৌকা চড়ে বেড়াচ্চি। ধীরে ধীরে শীতল বাতাস এসে আমাদের গায়ে লাগ্‌চে। গঙ্গাতে যেন একটুও তরঙ্গ নেই। আমাদের মাথার উপরে যেন নানা বর্ণের পাখী নানাবিধ সুস্বরে ডাকচে। গঙ্গার

কূলে যেন বিবিধ রঙের ফুল ফুটে রয়েচে। আমি যেন নৌকা থেকে হাত বাড়িয়ে ফুল তুলে একছড়া সুন্দর মালা গাঁথলেম। মালা গেঁথে যেন তোমার গলায় পরাতে গেলেম। তুমি যেন—” বলিতে বলিতে বালিকা চমকিয়া নীরব হইল। সুরেন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন “ তার পর ?”

শৈল বলিতে লাগিল “তারপর তুমি যেন আমার উপর বিরক্ত হয়ে বল্‌লে ‘আমি তোমার মালা পরতে চাই না।’ এই কথা বলে তুমি যেন আমার কাছ থেকে সরে যেতে লাগ্‌লে। আমি তোমাকে মালা পরবার জন্যে কত মিনতি কর্‌তে লাগলেম ও তোমাকে ধরবো বলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেম্। মালা ছড়াটী তোমার গলায় দিই দিই, এমন সময়ে তুমি গঙ্গার জলে পড়ে গেলে। অমনি যেন গঙ্গার জলে ভয়ানক তুফান উঠলো, প্রবল ঝটিকা বইতে লাগলো। এমন সময়ে গঙ্গার জল থেকে ”—

বলিতে বলিতে বালিকা সিহরিয়া উঠিল, সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল। “গঙ্গার জলের ভিতর হতে একজন যুবা, মাথায় রাজ-উষ্ণীষ, অঙ্গে রাজার পোষাক, সেই গঙ্গার তরঙ্গের মধ্য থেকে উঠে জলের উপর দাঁড়াল, আর আমাকে বল্‌তে লাগলো দেখ শৈল ও মালা আমার গলায় দে। আমি যেন ভয়ে বিস্ময়ে কাঁদিয়া উঠিলাম। রাজবেশী যুবক, তাকে যেন কোথায় দেখেছি কিন্তু ঠিক চিনি না, অতি কর্কশকণ্ঠে বল্‌লে ‘শৈল কাঁদিস্ কেন আমি তোকে রাজরাণী করবো, আমার গলায় মালা ছড়াটী পরিয়ে দে’ আমি যেন বল্‌লেম ‘না’। রাজবেশী যুবা বল্‌লে ‘আমার কথা শুন্‌লি না ? তবে এই তোর নৌকা ডুবিয়ে দিই।’ এই বলে আমার নৌকা ধরে টান্‌তে লাগ্‌লো আমি সভয়ে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠ্‌লেম, এমন সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।”

সুরেন্দ্র ও পরিচারিকা উভয়ে হাস্য করিয়া উঠিল। পরিচারিকা বলিল “এর অর্থ বুঝতে পারচো না, তোমার সঙ্গে আসচে পূর্ণিমার

দিন কিনা স্থরেন্দ্রের বিবাহ হবে, দিন রাত কিনা সেই কথা মনে জাগ্‌চে তাই এরূপ স্বপ্ন দেখেচো।"

শৈলবালা পরিচারিকার দিকে সলজ্জ তীব্র কটাক্ষ করিল ও কিছু-পরে বালিকা-স্বভাব-সুলভ ভাবে কহিল "এই স্বপ্ন দেখে অবধি আমার মনে যেন কি একটা ভাবনার উদয় হচ্চে। হ্যাঁ স্থরেন্দ্র! স্বপ্ন কি সত্য হয়?"

স্থরেন্দ্র হাস্য করিল ও শৈলবালাকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিল যে স্বপ্ন কিছুই নয়, অমূলক কল্পনা সম্ভূত, বিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। শৈল স্থির সরল দৃষ্টিতে স্থরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া তাহার মধুর কথাগুলি শুনিতে লাগিল। স্থরেন্দ্রের কথা শেষ হইলে উত্তর করিল "তবে যে লচ্‌মণি বলে যে, শেষ রাত্রের স্বপ্নগুলি সত্য হয়?"

সুরেন্দ্র সহাস্যে কহিলেন "যদি তোমার এতই ভয় হয়ে থাকে, তুমি আর আমার সঙ্গে সকালবেলা নৌকা চড়ে গঙ্গার উপর বেড়াতে যেওনা!"

এই সময়ে সোপানোপরি কাহার পদশব্দ শুনা গেল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ছাদে আসিবার দ্বার সশব্দে উদ্ঘাটিত হইল ও দুইজন পুরুষ প্রবেশ করিল। শৈলবালা সিহরিয়া নয়ন মুদিত করিল ও সবিস্ময়ে বলিল "ওমা! ইনি যে সেই!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রতিজ্ঞা।

In the due reverence of a sacred vow,
I here engage my words!

—*Othello.*

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার পর দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে, দুই ব্যক্তি, গঙ্গাতীরে, সুরপতি সিংহের প্রাসাদের অনতিদূরে বায়ু সেবন করিতেছিল। ইহাঁদের একজন খর্ব্বাকৃতি, বর্ণ উজ্জ্বল, চক্ষু অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অসাধারণ প্রভাবিশিষ্ট, চাহনি দেখিলে বোধ হয় যেন সে চক্ষু মানব-হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিবার চেষ্টা করে। কেশ অর্দ্ধেক পিঙ্গল বর্ণ অর্দ্ধেক শুক্ল বর্ণ। বক্ষঃস্থল ক্ষুদ্র, শরীর শীর্ণ কিন্তু অপেক্ষাকৃত সবল বলিয়া বোধ হয়। বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর। পরিচ্ছদ সাধারণ ভদ্র লোকের ন্যায়। অপর ব্যক্তি পরম সুন্দর যুবা পুরুষ; আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়ন, বর্ণ অতি উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল রমণীমুখের ন্যায় সুন্দর। শরীর দুর্ব্বল বলিয়া বোধ হয়; দেখিলে বোধ হয় যেন কোন বিষম ব্যাধি যুবার সুন্দর দেহ শুষ্ক করিতেছে। কিন্তু তবুও মুখমণ্ডল হাস্যময়। যেন যুবার স্বাভাবিক মনের সুখ শারীরিক ব্যাধিতে অপনীত হইবার নহে। বিশাল চক্ষুদ্বয়ে যৌবন-সুলভ জ্যোতিঃ নাই, কিন্তু তবুও যেন সে চক্ষু হাসিতেছে; ঈষৎ উন্নত সুপ্রশস্ত ললাটে সে সুন্দর বর্ণের উপযুক্ত উজ্জ্বলতা নাই, তবুও চিন্তা-শীলতার চিহ্ন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। যুবার ঈষৎ কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর দেখিলে বোধ হয়, যুবা অতি গর্ব্বিত, যেন এ পৃথিবীতে আশঙ্কা করিবার কিছুই নাই। পরম রমণীয় রাজবেশ পরিধান। বয়স অনুমান ত্রিংশৎ বৎসর কিন্তু মুখমণ্ডলে বয়সের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। সুকুমার

মুখমণ্ডল হঠাৎ দেখিলে রমণীমুখ বলিয়া ভ্রম হয়। ইহাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল নিবারণ করিব। এই যুবা বিজয় পুরের রাজা জগৎনারায়ণ সিংহের একমাত্র পুত্র। অপর ব্যক্তি রাজ সংসারের একজন কর্ম্মচারী; ইহার নাম গোবিন্দপ্রসাদ। গোবিন্দপ্রসাদ রাজকুমারের অতীব প্রিয়। তাহার কারণও ছিল। গোবিন্দপ্রসাদ অতি চতুর ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। সেই চতুরতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদ্গুণের সঙ্গে একত্রিত হইলে গোবিন্দপ্রসাদ একজন মহানুভব পুরুষ হইতেন; কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদের চতুরতায় বিপরীত ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। মনুষ্য-হৃদয়ে যত দোষ থাকা সম্ভব, গোবিন্দপ্রসাদের সমস্তই ছিল। এমন কাজ সংসারে কিছু ছিল না, যাহা গোবিন্দপ্রসাদ করিতে কুণ্ঠিত হইত। কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদ অতি যত্নে মনোবৃত্তিসকল গোপন করিয়া রাখিত। তাহার পাপাচার সকল প্রকাশ পাওয়া দূরে থাকুক, লোক-সমাজে সদাশয় বলিয়া তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। শৈশবে রাজকুমার অতি উন্নতমনা বালক ছিলেন এবং সেই শৈশবকালীন উন্নতি যৌবনে তাঁহাকে দেবতা-দুর্লভ সদ্গুণ সমূহে ভূষিত করিত। কিন্তু গোবিন্দপ্রসাদ দেখিল, রাজকুমারের এই প্রকার ভাব থাকিলে, তাহার স্বার্থ-সিদ্ধির বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ মনুষ্য-হৃদয়ে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই গোবিন্দ প্রসাদের চক্ষুশেল। গোবিন্দপ্রসাদ মনে মনে স্থির করিল এই সুন্দর সরল বালককে নিজের মনের মত করিয়া গড়িব। গোবিন্দ প্রসাদ রাজকুমারকে নিজ প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করিল, তাহা আমরা সবিশেষ জানিনা; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই রাজকুমারের চিত্তবৃত্তিসমূহের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। স্ফুটনোন্মুখ সরলতা-কলিকা শীঘ্রই শুষ্ক হইল। গোবিন্দপ্রসাদ, রাজকুমারের কোমল-হৃদয় হইতে সদ্গুণ সমূহের অঙ্কুর একটী একটী করিয়া সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। সে চেষ্টায় যে গোবিন্দপ্রসাদ সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে

পারে নাই, তাহা পাঠক এই উপন্যাসের স্থানে স্থানে দেখিতে পাইবেন। শৈবাল নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বতীর উপরিভাগ আচ্ছাদন করে, কিন্তু সলিলের স্বাভাবিক নির্ম্মলতা সম্পূর্ণরূপে কলুষিত করিতে পারে না। সে যাহা হউক গোবিন্দপ্রসাদ যে কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্প দিনের মধ্যে রাজকুমারের হৃদয়মধ্যে যৌবন-সুলভ ইন্দ্রিয়রাশির দুর্দমনীয় স্রোত প্রবাহিত হইল। সেই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির সহজ উপায় গোবিন্দপ্রসাদ দেখাইয়া দিতে লাগিল। অন্যান্য লোকের ন্যায় রাজা জগৎনারায়ণও গোবিন্দপ্রসাদকে সদাশয় জ্ঞান করিতেন, সুতরাং গোবিন্দপ্রসাদের সহিত রাজকুমারের সহবাস, তাঁহার নিকট নিন্দনীয় বোধ হইত না।

আজি রাজকুমার, প্রিয়সহচর গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে গঙ্গাতীরে সুরপতি সিংহের প্রাসাদের নিম্নে পদচারণা করিতেছেন। গোবিন্দ প্রসাদ, সুরপতি সিংহের প্রাসাদের দিকে দুই তিন বার নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "কই, আজ যে আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা!"

রাজকুমার উত্তর করিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ! গতরাত্রে সুরপতি সিংহের অন্তঃপুরে হঠাৎ প্রবেশ করা যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই। সুরপতি শুনে কি মনে করে থাক্‌বে?"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "রাজকুমার! আপনি কি বিস্মৃত হচ্চেন আপনি কে? একথা বিজয়পুরের রাজকুমার অমরেন্দ্র সিংহের উপযুক্ত নয়। আপনি সুরপতি সিংহের বাটীতে পদার্পণ করেছেন, আপনি যেরূপ ভাবেই যান না কেন, এতে সে সম্মানিত মনে না করে, বিরক্ত হবে? বিশেষতঃ আমরা যে কি অভিপ্রায়ে গিয়েছিলেম তা কারও জানবার সম্ভাবনা নাই।"

গোবিন্দপ্রসাদের তিরস্কার, গর্ব্বিত রাজকুমারের হৃদয়ে আঘাত করিল; তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ! তুমিত জান, অমরেন্দ্র সুরপতি সিংহের ন্যায় লোককে তৃণজ্ঞান করে; সে অসন্তুষ্ট হবে বলে আমি ভাবচিনা। আমি কেবল কুসুম-সুকুমারী

সুরসুন্দরী শৈলবালার জন্যে ভাব্‌চি। তুমি কি দেখ নাই আমরা যখন প্রবেশ কর্‌লেম, শৈলবালা অঞ্চলে নয়নদ্বয় আবরণ কর্‌লে ও লজ্জায় অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে রইল? আমি কথা কইবার চেষ্টা কর্‌লেম কিন্তু পাছে অধিক বিরক্ত হয় এজন্য সাহস কর্‌লেম না। কাল থেকে শৈলকে দেখে অবধি মনকে স্থির কর্‌তে পারচি না? বাস্তবিক তুমি যা বলেছিলে, সত্য। আমি পূর্ব্বে তাকে আরও দুই এক বার দেখেছিলেম বটে কিন্তু সে যে এত সুন্দরী তা পূর্ব্বে অনুভব করি নাই। বাস্তবিক শৈলবালার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী আর কখনও দেখি নাই।"

"কমলপ্রভা?" গোবিন্দপ্রসাদ ঈষৎ হাস্য করিয়া, ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী আরও কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কমলপ্রভা?"

রাজ। শৈলের সঙ্গে কমলপ্রভার তুলনা অসঙ্গত। কমলপ্রভা অপেক্ষা শৈল অনেক অংশে সুন্দরী। আমি আর কমলপ্রভাতে কোন সৌন্দর্য্যই দেখ্‌তে পাই না, এক সময়ে আমি তার রূপে মোহিত হয়েছিলেম সত্য, কিন্তু সে অচিরস্থায়ী ইন্দ্রজাল মাত্র। সে মোহ এখন সম্পূর্ণ অপনীত হয়েছে। বিশেষতঃ এই অনতি-বিকসিত অনাঘ্রাত কুসুম দেখে অবধি, কমলপ্রভাকে আভাহীন সৌরভহীন প্রভাত কুসুম বলে বোধ হচ্চে।

গোবি। তবে কি শৈলবালাকে বিবাহ করাই স্থির করলেন।

রাজ। বিবাহ? তুমি কি উন্মত্ত হলে নাকি?

গোবি। হাঁ, বিবাহ! যদি আপনি এই কনকলতাটী হস্তগত করতে অভিলাষ করেন বিবাহ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। আপনি কি বুঝতে পারচেন না যে অন্য উপায়ে শৈলকে হস্তগত করা কতদূর অসম্ভব। প্রথমতঃ হঠাৎ কোন উপায় অবলম্বন করলে মহারাজের কর্ণগোচর হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ এরূপ সরলা বালিকাকে গোপনে বশীভূত করা কোন মতেই সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ সুরেন্দ্র। আপনি নিশ্চয় জানবেন এই সুরেন্দ্র ও শৈলবালার পরস্পরের

উপর ভালবাসা জন্মেছে; এবং আমি এমনও শুনেছি যে, সুরপতি সিংহ এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করেচেন।

রাজকুমারের চক্ষু আরক্তিম হইল, দন্তে অধর দংশন করিলেন ও বলিলেন "এই পিতৃমাতৃহীন নিঃস্বম্বল বালকের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহ দেবে? তুমি ত জান এই নির্ব্বোধ গর্ব্বিত বালক আমার চক্ষুশূল। এই কনক পারিজাত যে এই উদাসীন বালকের অঙ্ক শোভা কর্‌বে আমি তা জীবন থাক্‌তে সহ্য করবো না।"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "তবে আমার অভিপ্রায় আপনি শৈলকে বিবাহের প্রস্তাব করুন।"

রাজকুমার ঈষৎ চিন্তিত হইলেন। কহিলেন, "সত্য! কিন্তু বিবাহে অনেক প্রতিবন্ধক। প্রথম, নিঃস্বম্বল সুরপতি আমার দাসের দাস হবার যোগ্য; তার কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে পিতা কোন ক্রমেই সম্মত হবেন না; বিশেষ তুমি ত জান আমি কমলপ্রভার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়ে, অনেকবার অনেক সুন্দরী রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করেছি এখন এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করলে পিতা আমাকে উন্মত্ত মনে করবেন।

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "রাজকুমার! আপনি সে বিষয়ের জন্য চিন্তিত হবেন না। মহারাজ যাতে এ বিবাহে সম্মত হন আমি তার উপায় অবলম্বন করবো; আমি সে দিবস ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট গিয়েছিলেম; তাঁর নিকটে প্রসঙ্গচ্ছলে এ বিবাহের প্রস্তাব করেছিলেম। তিনি বললেন এ প্রস্তাব অসঙ্গত নয়; শৈলবালার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ কোন প্রকারেই অসম্ভব নয়। তিনি যদি মহারাজের নিকটে এপ্রস্তাবে অনুমোদন প্রকাশ করেন, মহারাজ নিশ্চয়ই সম্মত হবেন। আর আপনি এইমাত্র বল্‌লেন কমলপ্রভার আর আপনার মনোরঞ্জন করবার ক্ষমতা নাই, তবে তার জন্যে এরূপ দুর্লভ রত্ন কেন পরিত্যাগ করবেন?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন "শোন গোবিন্দপ্রসাদ! যথার্থ কথা বল্‌তে কি আমি এই শৈলবালার জন্য উন্মত্ত হয়েছি। আমি আর কখন রমণীর রূপে এরূপ মোহিত হই নাই। শৈলবালার পাণিগ্রহণ করা সম্ভব কি অসম্ভব, এ আমি পরে বিবেচনা করবো। কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, সদুপায়েই হোক, অসদুপায়েই হোক, কৌশলেই হোক্, বল প্রকাশেই হোক, আমি এ রমণীরত্ন অধিকার করবো। পিতা এতে বিরক্ত হন আমি তা গ্রাহ্য করবো না; পৃথিবীর সমস্ত লোক আমাকে ধিক্কার দেয়, আমি তাতে কর্ণপাত করবো না। আমার স্থির প্রতিজ্ঞা, যে কোন উপায়েই হোক,—শৈলবালার সম্মতিতেই হোক, অসম্মতিতেই হোক—আমি এই শৈলবালাকে আমার করবো!"

রাজকুমারের কথা শেষ হইতে না হইতেই পশ্চাত হইতে কে গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল "ধন্য রাজকুমার! এরূপ প্রতিজ্ঞা বিজয়-পুরের রাজকুমারের উপযুক্তই বটে।"

রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ চমকিয়া উঠিলেন; পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন—সুরেন্দ্রনাথ!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

I could never better stead thee than now.—*Othello.*

সুরেন্দ্রের সঙ্গে রাজকুমারের কি কি কথাবার্ত্তা হইল তাহা আমরা পাঠককে জানাইতে পারিলাম না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রাজকুমার সুরেন্দ্রের উপর অতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন; বলা বাহুল্য যে, আজিকার ঘটনায় তাঁহার অসন্তোষ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। গোবিন্দপ্রসাদ রাজকুমারের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিল। এ সময়ে ইহাও বলা আবশ্যক যে, সুরেন্দ্রের প্রতি রাজকুমারের অসন্তোষের কারণ গোবিন্দপ্রসাদ। গোবিন্দপ্রসাদ নানা কৌশলে ও নানা কল্পিত দোষারোপে বাল্যকালাবধি রাজকুমার ও সুরেন্দ্রনাথের অনৈক্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। কুমার অমরেন্দ্র নাথ ও গোবিন্দ প্রসাদ উভয়ে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে পদচারণা করিতে করিতে অনেক পরামর্শ করিলেন। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় উভয়ে অশ্বারোহণে কোথায় গমন করিলেন। কোথায় গেলেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না—তাহার পর তিন দিবস বিজয়পুরে প্রত্যাগমন করিলেন না। এই ঘটনার চারি দিবস পরে সুরপতি সিংহ বহির্বাটীতে একাকী বসিয়া আছেন। একমাত্র ভৃত্য নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। সুরপতি একাকী বসিয়া নিজের অবস্থা চিন্তা করিতেছেন। সুরপতির বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর। দেখিলে বোধ হয় ইনি যৌবনকালে পরম সুন্দর পুরুষ ছিলেন। আকস্মিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত শরীরেরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সুরপতি বিষণ্ণ

মনে তাঁহার পূর্ব্বের সুখসম্পদ ও বর্ত্তমান দুরবস্থার তুলনা করিয়া বিষাদে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। এমন সময়ে গোবিন্দ-প্রসাদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুরপতি গোবিন্দপ্রসাদকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তনের পর গোবিন্দপ্রসাদ কখন তাঁহার বাটী আসে নাই। আজি বিংশতি বৎসরের পর হঠাৎ গোবিন্দপ্রসাদের আগমনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গোবিন্দপ্রসাদ নিকটে উপবেশন করিল। সুরপতি সিংহ কহিলেন, "গোবিন্দপ্রসাদ অনেক দিনের পর আজি সাক্ষাৎ হলো!"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "আজ কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আপনার নিকট এলেম।"

সুরপতি কহিলেন "আমার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন! আজি এই বিংশতি বৎসর কাহারও প্রয়োজন হয় নাই। এক সময়ে সর্ব্বদাই যাদের আমার নিকট প্রয়োজন থাক্‌ত, আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদের প্রয়োজনেরও পরিবর্ত্তন হয়েছে!"

গোবিন্দপ্রসাদ, সুরপতির সৌভাগ্যকালে একজন নিত্য সহচর ছিল; কিন্তু যখন দেখিল সুরপতির অর্থ শেষ হইয়া আসিয়াছে, গোবিন্দপ্রসাদও ক্রমে ক্রমে তাহার নিকট হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। আজিকার এ মিষ্ট ভর্ৎসনায় গোবিন্দপ্রসাদ লজ্জিত হইল না; বরঞ্চ সুখী হইল। মানব-হৃদয়ের বিচিত্র গতি! গোবিন্দপ্রসাদ পরের কষ্টে, পরের যন্ত্রণায় পুলকিত হইত। উত্তর করিল "আমি জান্‌তেম যে যখন আপনার কোন সাহায্য কর্‌তে পারবো না তখন আপনার নিকট এসে আপনার ক্লেশ বৃদ্ধি করা মাত্র। আপনার সঙ্গে যে অকপট স্নেহ ও সৌহার্দ্দ ছিল, তা কখনই বিচলিত হবার নয়। এত দিন কেবল এই চিন্তা করছিলেম যে কি উপায়ে আপনার উপকার করি! অনেক দিনের পর ভগবান্ আপনাকে সাহায্য করবার এক উপায় দেখিয়ে দিলেন! তাই আজি হৃষ্টচিত্তে আপনার নিকটে এলেম।"

সুরপতি আরও বিস্মিত হইলেন জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সাহায্য ?"

অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনিও গোবিন্দপ্রসাদকে বিশ্বাস করিতেন সুতরাং আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সাহায্য ?"

গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল "প্রথমে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তাহার উত্তর দিন।"

সুরপতি আগ্রহের সহিত গোবিন্দপ্রসাদের মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল "আপনার কন্যা শৈলবালার সঙ্গে কি সুরেন্দ্র নাথের বিবাহ স্থির করেচেন ?"

সুরপতি ঈষৎ বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন "হাঁ এরূপ কল্পনা করেছি বটে, কিন্তু এখনও কিছুই স্থির হয় নাই।"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "এ অতি আশ্চর্য্য কল্পনা! আপনার অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে সত্য কিন্তু আপনি কি আপনার কুলমর্য্যাদা, বংশ-গৌরব, সকলি বিস্মৃত হয়েচেন যে, এই অজ্ঞাতকুলশীল, নিরাশ্রয় বালকের হস্তে আপনার কন্যা সমর্পণ করা স্থির করেচেন ?

সুরপতি অধিকতর বিরক্ত হইলেন, এবং কহিলেন, গোবিন্দপ্রসাদ, তোমার এ প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারলেম না ; তুমি কি জাননা আমার অর্থের সঙ্গে বংশমর্য্যাদাও প্রায় বিলুপ্ত হয়েচে ? এখন কোন রাজকুমার দরিদ্র অর্থহীন সুরপতির কন্যাকে বিবাহ করবে ? আমি যে রাজরাজেন্দ্রবংশ-সম্ভূত তাই বা কোন রাজা স্বীকার করবে ? এই সুরেন্দ্র যে সদ্বংশ-সম্ভূত আমি তারও পরিচয় পেয়েচি। বিশেষতঃ সুরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার আন্তরিক স্নেহ জন্মেছে ও শৈলবালার স্বর্ণগর্ভা জননী মৃত্যুকালে আমাকে এইরূপ অনুরোধ করেছিলেন।"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "আপনি বিজ্ঞ ও বিবেচক হয়ে এরূপ অন্যায় অনুমতি করেচেন কেন ? বালিকার ভালবাসা তরুচ্ছায়ার ন্যায় অচিরস্থায়ী, তার উপর নির্ভর করে কোন কার্য্য করা কেবল মূঢ়তা মাত্র। বিশেষতঃ আপনি কি বিস্মৃত হচ্চেন যে সেই নীচবংশসম্ভূতা পার্ব্বতীনাম্নী রমণী সুরেন্দ্রকে আপন আলয়ে প্রতিপালন

করেছিল? পরে সে যখন কুলত্যাগ করে পলায়ন করে, আপনি আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামীর অনুরোধে এই বালককে আশ্রয় দান করেন। এখন আপনি এই অজ্ঞাতকুলশীল বালকের সঙ্গে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করচেন শুন্‌লে লোকে কি বল্‌বে।"

সুরপতি সিংহ ক্রুদ্ধভাবে কহিলেন "তোমার অভিপ্রায় কি তাই প্রকাশ করে বল। এ সকল অনাবশ্যক কথায় কালহরণে প্রয়োজন কি?"

গোবিন্দপ্রসাদ ক্ষুদ্র নয়নদ্বয়ে সুরপতি সিংহের মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিলেন, "তবে শুনুন বিজয়পুরের রাজাধিরাজের একমাত্র তনয়, রাজসিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী, কুমার অমরেন্দ্র সিংহ আপনার তনয়ার পাণিগ্রহণপ্রার্থী!"

যদি শশধরকে অকস্মাৎ গগনচ্যুত হইয়া ভূমিতলে পড়িতে দেখিতেন, সুরপতি ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইতেন না; তাঁহার মুখমণ্ডলে শত প্রকার মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। মার্জ্জার যেরূপ আপনার করগত মূষিকের সঙ্গে ক্রীড়া করিবার সময় মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে আপন গ্রাস হইতে পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর দুর্ভাগ্য মূষিকের প্রতি সানন্দে নিরীক্ষণ করে, গোবিন্দপ্রসাদ সেইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষ সুরপতি সিংহের মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তন সকল দেখিতে লাগিল। সুরপতি সিংহ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া উত্তর করিল "গোবিন্দপ্রসাদ!" তুমি কি আমার সঙ্গে উপহাস করচো?"

গোবিন্দপ্রসাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল "উপহাস? আমি আপনার সঙ্গে উপহাস করচি? আপনি কি জানেন না এ জগতে আমার ন্যায় আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী অতি বিরল। আপনি এ প্রস্তাবে সুখী হবেন জেনেই হৃষ্টচিত্তে আপনার নিকটে এলেম।"

সুরপতি সিংহের শুষ্ক মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইল। গোবিন্দপ্রসাদ বলিতে লাগিল "আজ কয়েক দিবস হলো এক দিন সন্ধ্যার পর রাজকুমার স্বয়ং আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষে অন্তঃপুরে

গিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি তখন বাটীতে ছিলেন না। সুরেন্দ্র ও আপনার কন্যা একাসনে উপবেশন করে কি পরামর্শ কর্‌ছিল। আমাদিগকে দেখে সুরেন্দ্র শৈলকে উঠে যেতে বল্‌লে ও রাজকুমারকে অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, বরং অনেক অপমানসূচক কথা বল্‌লে। রাজকুমার এই নির্ব্বোধ সুরেন্দ্রকে তার প্রগল্‌ভতার উপযুক্ত শাস্তি দিতেন কিন্তু পাছে আপনি দুঃখিত হন এই জন্য এখনও কিছু বলেন নাই।”

সুরপতি সিংহ কহিলেন “তিনি অনুমতি করেন তো এই প্রগল্‌ভ বালককে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দিতেও স্বীকৃত আছি।”

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল “সে সকল কথা ক্রমে আপনাকে নিবেদন কর্‌চি; এখন কয়েকটী প্রয়োজনীয় বিষয়ে আপনাকে পরামর্শ দিই।” গোবিন্দপ্রসাদ নানা কথায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন যে, এই বিবাহে সুরপতি সিংহের পূর্ব্বগৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে ও তিনি পূর্ব্ব সম্মান সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন; তিনি যে রাজরাজেন্দ্র-বংশসম্ভূত ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। অর্থলোভী, স্বার্থপর, দুরাশার দাস সুরপতি সিংহের আজি আনন্দের সীমা রহিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মানন্দস্বামী।

In nature's infinite book of secrecy,
A little I can read.—*Antony & Cleopatra.*

প্রভাত সময়। দুই চারিটী বিহঙ্গম, নীল উচ্চ আকাশে সুস্বর-লহরী বিস্তীর্ণ করিয়া, রক্তিম বর্ণে রঞ্জিত পূর্ব্বগগনের দিকে ধাবিত হইতেছে। গোবিন্দপ্রসাদ ও রাজকুমার ঊষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে একটী অনুচ্চ দ্বিতল গৃহের সম্মুখস্থ পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন। সেই পর্ণশালায় কম্বলাসনে একজন গম্ভীরপ্রকৃতি প্রৌঢ়বয়স্ক পুরুষ বসিয়া আছেন। তাঁহার কমনীয় তেজঃপুঞ্জ কান্তি; মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ, অর্দ্ধশুভ্র শ্মশ্রুজালে মণ্ডিত; চন্দনরেখা-শোভিত প্রশস্ত ললাটে চিন্তাশীলতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। ইনি বিজয়পুরের রাজ-পরিবারের শিক্ষক, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী। ইনি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভূত; কিন্তু ইহার পিতা ক্ষত্রিয়ের জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দস্বামীও পিতার পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নিকটে বসিয়া, একটী দ্বাদশ-বৎসর-বয়স্ক সুন্দর বালক অতি সুমধুর স্বরে পাতঞ্জলের দর্শনশাস্ত্র আবৃত্তি করিতেছে ও তাহার ব্যাখ্যা করিতেছে। আচার্য্যের ওষ্ঠাধর হাস্যস্ফুরিত; তিনি সেই দ্বাদশ-বর্ষীয় তনয়ের অতি দুরূহ তর্কসমূহের ব্যাখ্যা একাগ্রমনে হৃষ্টচিত্তে শুনিতেছেন। আচার্য্য রাজকুমারকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া আসন প্রদান করিলেন। রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ উভয়ে উপবেশন

করিলেন। রাজকুমার বালককে অধ্যয়ন করিতে বলিলেন। পাতঞ্জলের এক একটী তর্কের সঙ্গে আরও দ্বাদশ দার্শনিকের তর্কের তুলনা করিয়া তাঁহাদের পরস্পরের মতভেদ দেখাইতে লাগিলেন। আচার্য্য রাজকুমারের স্মরণশক্তি ও স্থির বিবেচনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং কহিলেন "রাজকুমার, আমি এ জীবন অধ্যয়নে অতিবাহিত করেছি, অনেক শাস্ত্রব্যবসায়ী অদ্বিতীয় পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ করেছি, কিন্তু তোমার ন্যায় অসাধারণ স্থিরচিন্তা ও অমানুষিক-স্মারকতাশক্তি আর কাহারও দেখি নাই।"

রাজকুমার করযোড়ে উত্তর করিলেন "সে কেবল আপনারই প্রসাদাৎ, আপনি যা শিখিয়েছিলেন, তাহার শত অংশের একাংশ মাত্র স্মরণ আছে।"

আচার্য্য কহিলেন "যদি তুমি যা অধ্যয়ন করেছ তার আলোচনা মাত্র রাখতে, তাহলে বোধ হয় তুমি একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত হতে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তুমি এই অল্প বয়সে তোমার অবস্থার নিতান্ত অনুপযুক্ত নানা জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হয়েছ। জানিনা এরূপ সুশিক্ষিত ও ধীশক্তিসম্পন্ন হয়েও তোমার এরূপ প্রবৃত্তি কেন হলো?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন, "আচার্য্য শুনুন, আপনার স্মরণ থাকতে পারে, আজ কয়েক বৎসর হলো, আপনি একদিন গোবিন্দপ্রসাদের ভবিষৎ-অদৃষ্ট গণনা করেন, আমিও আপনাকে সেই দিবস আমার নিজের অদৃষ্ট গণনা করতে অনুরোধ করলেম। অনেক অনুরোধের পর আপনি গণনা করে কেবল এইমাত্র বললেন যে গোবিন্দপ্রসাদের ও আমার শেষ অদৃষ্ট প্রায় একই প্রকার। আমি আপনাকে স্পষ্ট উত্তর দিতে অনেক অনুরোধ করলেম আপনি স্বীকৃত হলেন না। আমি তখন আপনার নিষেধ সত্ত্বেও আমার নিজের অদৃষ্ট গণনা করে দেখলেম। তাতে যদিও স্পষ্ট কিছুই নির্ণয় করতে পারলেম না, কিন্তু প্রতীতি

জন্মাল যে আপনার গণনা অভ্রান্ত; আমার ও গোবিন্দপ্রসাদের অদৃষ্ট একই প্রকার। তখন মনে মনে স্থির করলেম, যে যখন এ জীবনের পরিণাম এরূপ শোচনীয়, তখন যে কয় দিবস অবশিষ্ট আছে সুখে অতিবাহিত করবো। আপনি যাকে অসদাচরণ বলেন, দেখলেম্ আমার মনের সুখ তাইতেই। আপনি তো জানেন, নিরীশ্বরবাদী চার্ব্বাকের অখণ্ডনীয় তর্কসমূহে বাল্যকালাবধি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পরলোকের অস্তিত্ব,পাপপুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার,আমি যতদূর বুঝতে পারি, স্থূলদর্শী দার্শনিকগণের বিকৃত কপোলের কল্পনা মাত্র। সেই জন্যই পাপপুণ্যের ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেচনা না করে যাতে সুখবোধ হতে লাগলো তাইতেই প্রবৃত্ত হলেম। এ জীবনের যে কয় দিবস অবশিষ্ট আছে এইরূপেই যাপন করবো স্থির করেছি।"

ব্রহ্মানন্দস্বামী সিহরিয়া উঠিলেন! গোবিন্দপ্রসাদের মুখ শুষ্ক হইল; ব্রহ্মানন্দের ভবিষ্যদ্গণনা তাহার স্মরণ হইল। আজ প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইল তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে গোবিন্দপ্রসাদ ত্রয়োদশ বৎসরের মধ্যে কোন রমণীর হস্তে প্রাণত্যাগ করিবে। তবে কি তাহার জীবনের এক বৎসর মাত্র অবশিষ্ট আছে? গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল " আচার্য্য আপনার গণনার ভ্রম হয়ে থাক্‌বে, কেননা সেই রমণী, যার কথা আপনি বলেছিলেন বোধ হয় এ পৃথিবীতে আর নাই। আজ ষোড়শ বৎসর কেহ তার কোন সন্ধান পায় নাই। সে জীবিতা থাক্‌লে কখনও না কখনও আমরা তার সন্ধান পেতেম।" ব্রহ্মানন্দ স্বামী কহিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ বিধাতা করুন যেন আমার গণনা মিথ্যা হয়। আমি কেবল তোমার নিতান্ত অনুরোধেই এরূপ ভবিষ্যদ্গণনা করেছিলেম। ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভে যে কি আছে তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তাতে ভ্রম হওয়াই সম্পূর্ণ সম্ভব। তাই আমি রাজকুমারকে অনুরোধ করি, তিনি ভবিষ্যদ্গণনার প্রতীতি হৃদয় থেকে দূরীকৃত করে এখনও এপথ হতে প্রতিনিবৃত্ত হোন।"

গোবিন্দপ্রসাদ অনেক চেষ্টাতেও হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে পারিল না। রাজকুমার কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না। স্বাভাবিক চিন্তাশূন্য ভাবে হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন "আচার্য্য এখন এরূপ অনুমতি বৃথা ; কুক্ষণে গোবিন্দপ্রসাদ আপনাকে অদৃষ্ট গণনা কর্‌তে অনুরোধ করেছিল, কুক্ষণে আপনার নিষেধ স্বত্তেও ভবিতব্যের চিররুদ্ধ দ্বারে পদাঘাত করলেম! আপনার গণনা যে অভ্রান্ত, এ বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে, পিতার শত অনুরোধেও বিবাহ করি নাই; পিতার সিংহাসনে বস্‌বো একথা কখনও কল্পনাও করিনা। যখন যে কার্য্য করতে প্রবৃত্তি হয়, সেই কার্য্যেই সুখবোধ করি।"

গোবিন্দপ্রসাদ শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "রাজকুমার! এখন ভবিতব্যের কথা পরিত্যাগ করে, যে কার্য্যের জন্য এখানে আসা হয়েছে, সেই কথা উত্থাপন করলে ভাল হয়না?" রাজকুমার গোবিন্দপ্রসাদের শুষ্ক মুখমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন ও কহিলেন "হাঁ! সেই বিষয়ের প্রস্তাব করাই উচিত। অবশ্যম্ভাবী অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করে বৃথা কালক্ষেপে কি প্রয়োজন?"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "আচার্য্য! আপনার নিকট দুইটী প্রস্তাব আছে। প্রথম প্রস্তাব রাজকুমার সুরপতি-সিংহের কন্যা শৈলবালার পাণিগ্রহণ কর্‌বেন স্থির করেচেন। মহারাজের নিকট আপনাকে অদ্যই এ বিষয়ের প্রস্তাব কর্‌তে হবে।"

ব্রহ্মানন্দ-স্বামী বিস্মিত নেত্রে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিলেন। দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন রাজকুমার বাস্তবিক এ প্রস্তাবে অনুমোদন প্রকাশ করিতেছেন। কহিলেন "রাজকুমার তুমি না এই মাত্র বল্‌লে, ভবিষ্যদ্গণনাতে তোমার দৃঢ় বিশ্বাস?"

রাজকুমার সহাস্যে কহিলেন, "আচার্য্য! বিস্মিত হবেন না। যদি কেবল এক দিনের জন্য এই রমণীকে বিবাহ কর্‌তে হয়, তার পর দিবস সে চির-বৈধব্যানলে নিক্ষিপ্ত হয় তাতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হব

না। আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত না হন বলুন, আমি উপায়ান্তর অবলম্বন করি!"

ব্রহ্মানন্দস্বামী সুপণ্ডিত হইলেও মনোবৃত্তিসকল সম্পূর্ণ জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্যান্য নানা সদ্‌গুণ স্বত্বেও সম্পূর্ণ স্বার্থপরায়ণ ছিলেন। দেখিলেন, এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও রাজকুমারের বিবাহের কোন বিশেষ প্রতিবন্ধক হইবে না। কেবল রাজকুমারকে অসন্তুষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ হানি করা মাত্র। তিনি ঈষৎ তিরস্কারসূচক দৃষ্টিতে গোবিন্দপ্রসাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা দ্বিতীয় প্রস্তাব?"

গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল "দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, সুরপতিসিংহ আপনার অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ নামে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল পিতৃমাতৃহীন বালককে আপন গৃহে রেখে প্রতিপালন করেছিলেন; সেই গর্ব্বিত বালক নানা প্রকারে রাজকুমারের অসন্তোষ বিধান করেচে এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন তিনি সেই দুরাচার বালককে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করে দিন।"

অকস্মাৎ ব্রহ্মানন্দস্বামীর গম্ভীর মুখমণ্ডল গম্ভীরতর হইল। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর, স্বার্থপরায়ণ আচার্য্য চিত্তবৃত্তি গোপন করিতে জানিতেন; রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ তাঁহার মুখমণ্ডলের পরিবর্ত্তন কিছুই অনুভব করিতে পারিলেন না। আচার্য্য উত্তর করিলেন "এ প্রস্তাবে আমার কি অসম্মতি হতে পারে? তিনি অনুগ্রহ করে এক জন অনাথ বালককে প্রতিপালন করেছিলেন এখন সে যদি তাঁর মনোনীত না হয়, তিনি অবশ্যই তাকে গৃহ হতে বহিষ্কৃত করবেন।"

রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ হৃষ্টচিত্তে বিদায় লইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমি বালিকা নই।

This is unwonted, which came from him!—*Tempest*.

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। সুরপতি সিংহের প্রাসাদের নিম্নস্থ কুসুম-উদ্যানে শৈলবালা ও পরিচারিকা সন্ধ্যার সমীরণ সেবন করিতেছে। অদূরে গঙ্গার মৃদু কুল কুল ধ্বনি শুনা যাইতেছে। পূর্ণচন্দ্রের কিরণসম্পাতে, আকাশ, উদ্যান, কুসুম সকলি হাসিতেছে। শৈলবালা মল্লিকাফুলরাশি চয়ন করিয়া মালা গাঁথিতে বসিল। শৈলবালা সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি আর মালা গাঁথে নাই। শৈশবাবধি মালা গাঁথা তাহার অভ্যাস। অনেক দিনের পর মনোমধ্যে আজি কোন নূতন ভাবের উদয় হইল, থাকিতে পারিল না। উজ্জ্বল পূর্ণ-চন্দ্রালোকে বসিয়া, কুসুম-সুকুমার করদ্বয়ে কুসুমরাশি লইয়া মালা গাঁথিতে বসিল। মল্লিকাফুলরাশি সেই চম্পকদামনির্ম্মিত অঙ্গুলির নিকট আভাহীন বোধ হইতে লাগিল। রজত-আভাময় উজ্জ্বল কৌমুদী সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, চঞ্চল অঙ্গুলিতে প্রতিহত হইয়া আরও উজ্জ্বল বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু শৈলবালার মালা গাঁথায় বড়ই ব্যাঘাত ঘটিল। দুই চারিটী ভ্রমর পুষ্পবৃক্ষ হইতে আসিয়া বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিল। অন্ধ ভ্রমর, (আমরা ভ্রমরকে অন্ধ বলিতেছি না; যে নবস্ফুট কুসুম কলিকা দেখিলে তাহার মধুপানে ধাবিত হয়, সে কি অন্ধ? কিন্তু শৈলবালা ভ্রমরকে অন্ধ বলিয়া গালি দিতেছিল।) অন্ধ ভ্রমর কুসুমের উপর না বসিয়া শৈলবালার অঙ্গুলিতে কখনও বা অধরে আসিয়া বসিতে লাগিল। শৈলবালা তাহাদিগকে অনেক নিষেধ করিল, অনেক মিনতি করিল; কিন্তু তাহারা নিষেধ শুনিল না,

মিনতি মানিল না! সুতরাং শৈলবালার মালা গাঁথা হইল না। সে বড়ই বিরক্ত হইল ও পুষ্পরাশি পরিচারিকার অঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরিচারিকা রাগ করিয়া, ফুলগুলি তুলিয়া লইয়া শৈলবালার কবরীতে একটী একটী করিয়া পরাইয়া দিতে লাগিল। বালিকা আরও বিরক্ত হইয়া পরিচারিকার হস্ত হইতে ফুলগুলি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, কবরী খুলিয়া ফেলিল ও পরিচারিকার নিকট হইতে দূরে গিয়া বসিল। পরিচারিকা শৈলকে তিরস্কার করিল ও কিঞ্চিৎপরে বলিতে লাগিল "শৈল তুই দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্চিস! আজকাল দিন রাতই যেন তোর মনে কোন অসুখ রয়েছে! তোর মনের কি অসুখ, তাই কেন বলনা? আমি কি তোর পর?" শৈলবালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, পরিচারিকার দিকে সকরুণ কটাক্ষ করিয়া কহিল, "দেখ লচ্‌মণি আমি শৈশবকালে মার আদরে বঞ্চিত হয়েছি; তোমাকেই আমি মা বলে জানি। তুমিই আমাকে মার মতন আদর কর। তোমাকে বল্‌তে কি, তুমি যা বল্‌চো সকলি সত্য। আমার মনে আর এখন সুখ নাই সে দিন কার সেই স্বপ্ন দেখা অবধি, তারপর রাজকুমারের আমাদের বাটীতে আসা অবধি আমার মনের সুখ একেবারেই গিয়েছে। কে যেন আমার কাণে বলেদিচ্ছে দেখ শৈল, সাবধান হ, তোর বড় বিপদ্। আমি জানি না আমার কি বিপদ হবে, তবুও যেন মনের ভাবনা দূর করতে পারচি না। রোজ মনে করি সুরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করবো কিন্তু সে অন্য সব কথা আরম্ভ করে আর আমি সব ভুলে যাই। কিন্তু যতক্ষণ সুরেন্দ্র"——

বলিতে বলিতে বালিকা ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া মুখাবনত করিল। বৃদ্ধা পরিচারিকা শৈলবালার আকস্মিক লজ্জার কারণ বুঝিতে পারিল এবং শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল "তা এতে আর লজ্জা কি? তোমার পিতা ত স্পষ্টই বলেচেন যে সুরেন্দ্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ হয়ে গেলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু আজ কয়েক দিবস থেকে আর

এ বিষয়ের কোন কথা হয়না ; এর কারণ কিছুই বুঝতে পারচি না। সেদিন তোমার পিতা বল্‌লেন যে আজ অনেক অনুসন্ধানের পর জান্‌তে পারলেন সুরেন্দ্র নাথ সম্ভ্রান্তবংশসম্ভূত ; সুতরাং আর এ বিবাহে বিলম্ব করবেন না। তবে আবার বিলম্ব কচ্চেন কেন, কিছুই বুঝতে পারচি না। সেদিন নাকি গোবিন্দপ্রসাদ নামে এক জন রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কি কথা বার্ত্তা হয়েছিল ; তা কিছু শুনেছ ?”

শৈলবালা চমকিয়া উঠিল। তাহার হৃদয়মধ্যে অকস্মাৎ নূতন আশঙ্কার আবির্ভাব হইল। পরিচারিকার কথায় কিছুই উত্তর করিল না। নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। অকস্মাৎ ম্রিয়মাণ কমল প্রফুল্ল হইল। শৈলবালা দেখিল, সুরেন্দ্র নাথ ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই দিকে আসিতেছেন। কিন্তু সুরেন্দ্র নিকটে আসিলে শৈলবালার মুখ আবার ম্লান হইল। শৈল দেখিল অন্যান্য দিবসের ন্যায় সুরেন্দ্রের বদনমণ্ডল আজি হাস্যময় নহে; দেখিল, অন্য দিনের মত সে হাসিতে হাসিতে শৈল বলিয়া সম্বোধন করিল না; দেখিল তাহার প্রশস্ত শান্তিপূর্ণ ললাটে কোন গভীর চিন্তা প্রকাশ পাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার কিঞ্চিৎ দূরে এক প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল “শৈল ! এত ফুল ছড়ান রয়েছে কেন ? তুমি কি মালা গাঁথছিলে ?”

শৈলবালা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল ‘‘আমার অদৃষ্টে মালা গাঁথা আর নাই ! সেই স্বপ্ন দেখে অবধি একদিনও মালা গাঁথিনি। আজ নিতান্ত মালা গাঁথতে ইচ্ছা হলো, তাই ফুল তুলে মালা গাঁথতে আরম্ভ করলেম। কিন্তু কতকগুল ভ্রমর এসে আমার মুখে ও অঙ্গুলিতে কামড়াতে লাগলো। কত নিষেধ কল্লেম; তা পোড়া ভ্রমরগুল কিছুতেই গেলনা। তাই রাগকরে ফুলগুল ছড়িয়ে ফেলে দিলেম।”

বৃদ্ধা পরিচারিকা উভয়ের কথোপকথন আরম্ভ হইল দেখিয়া,

শৈলবালার গৃহে যাইবার আশায় নিরাশ হইয়া প্রস্তরখণ্ডে শয়ন করিল। সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন, " ভ্রমরের অপরাধ কি ? সে দেখলে ফুলের অপেক্ষা তোমার অধর শতগুণে সুন্দর ; সে ঐ কমনীয়, সুধার খনি অধর পরিত্যাগ করে ফুলে বসবে কেন ?"

শৈলবালা লজ্জায় মুখ নত করিল ; তাহার গণ্ডস্থল ঈষৎ রক্তিমা-বর্ণ ধারণ করিল। সুরেন্দ্র কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। তিনি ইহার পূর্ব্বে শৈলবালাকে আর কখনও এরূপ সম্বোধন করেন নাই। শৈল সুরেন্দ্রের দিকে অর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া, ধীরে ধীরে ঈষৎ ব্রীড়া সহকারে উত্তর করিল "সুরেন্দ্র ! এখনও তোমার আমাকে এরূপ সম্বোধন করবার অধিকার হয় নাই।"

প্রস্তরখণ্ডে শয়ানা সুষুপ্তা পরিচারিকা অতি গম্ভীর নাসিকার ধ্বনি সহকারে বলিয়া উঠিল "হবে বৈকি ? নাহলে অমন সুন্দর পাত্র আর কোথায় পাবে ?"

তিরস্কৃত সুরেন্দ্র ব্রীড়া-সঙ্কুচিতা শৈলবালার প্রতি স্থির স্নেহপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া স্নেহপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন " শৈল, আজি হয়ত এরূপ সম্বোধনের প্রথম ও শেষ দিন।"

শৈলবালা বিস্মিতা হইল। ' শেষদিন ?' এ কথার অর্থ কি ? সুরেন্দ্র কি শৈলবালাকে আর পূর্ব্বের মত ভালবাসিবে না ? সুরেন্দ্র মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থাকিয়া, বলিতে লাগিল "শৈল ! আজ কদিন থেকে বলবো মনে করচি, কিন্তু বল্‌লে পাছে তুমি মনে ব্যথা পাও এইজন্য এতদিন বলতে সাহস করি নাই। কিন্তু বলা এখন নিতান্ত আবশ্যক হয়েচে !"

শৈল স্থির দৃষ্টিতে সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিল একটীও কথা কহিল না। সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন "শৈল ! বিজয়পুরে আর থাকা, আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। রাজকুমার প্রতিজ্ঞা করেচেন, যে কোন উপায়ে হোক আমার অনিষ্ট সাধন করবেন ও আমাকে বিজয়পুরে আর থাকতে দেবেন না। এমন কি শৈল, হয় আমার

বিজয়পুর থেকে চির নির্ব্বাসন, না হয় আমার প্রাণহানি, তাঁহার স্থির সঙ্কল্প!"

সরলা বালিকার ওষ্ঠাধর স্ফুরিত হইল, প্রশস্ত লালটে রেখা প্রকাশ পাইল, আয়তনশীল উজ্জ্বল লোচনদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইল, মৃণালসুকুমার গ্রীবা ঈষৎ হেলিল। বালিকা সক্রোধে উত্তর করিল "কেন? তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছ? বিধাতা তোমাকেও মানুষ করেছেন, তাঁকেও মানুষ করে গড়েছেন; তবে তুমি তাঁর অত্যাচার কেন সহ্য করবে?"

বালিকা কি বলিল, সুরেন্দ্রনাথ যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বলিতে লাগিলেন "আজি আমি গঙ্গাতীরে একাকী বায়ু সেবন করছিলেম এমন সময়ে এই গর্ব্বিত যুবক ও তাহার পাপিষ্ঠ সহচর গোবিন্দপ্রসাদ সেখানে উপস্থিত হলো। উভয়ে আমার সঙ্গে নানা জঘন্য বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করলে। আমি তাতে এইমাত্র উত্তর দিলেম 'রাজকুমার! এরূপ ব্যবহার আপনার নিতান্ত অযোগ্য! রাজকুমার চরণ দেখিয়ে উত্তর করলেন 'তুমি আমার এ চরণ পাদুকারও উপযুক্ত নও।' আমি অনেক কষ্টে ক্রোধাবেগ উপশমিত করে সে স্থান হতে চলে এলেম।"

বলা বাহুল্য, যে, গোবিন্দপ্রসাদের নিকটে রাজকুমার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্র তাহা শৈলবালাকে বলেন নাই। আজিও বলিলেন না। শৈলবালা উত্তর করিল "তুমি এ অপমান কেন সহ্য করলে, তখনি তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিলে না কেন?"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আমি এই গর্ব্বিত রাজকুমারের অপমান কখনই সহ্য করতেম না কিন্তু পাছে তোমার পিতা বিরক্ত হন এই ভয়ে এত দিন কিছু বলি নাই। তোমার পিতার নিকট আমি নানা কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ, এই জন্যই তাঁর অসন্তোষ সম্পাদনের ভয়ে রাজকুমারের অত্যাচার সহ্য করে আসচি!"

শৈল কহিল "কেন? পিতা তোমাকে এরূপ অত্যাচার সহ্য করতে

বল্‌বেন কেন? তুমি নিশ্চয় জেন, তিনি কখনই কাপুরুষের ন্যায় এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ করবেন না।”

সুরেন্দ্র কহিলেন “শৈল, শুনলেম আজ কয়েক দিবস হলো, গোবিন্দ-প্রসাদ তোমার পিতার নিকটে এসে কি পরামর্শ করছিল। যথার্থ বলতে কি শৈল, এই ঘটনায় আর আজিকার রাজকুমারের কথাবার্ত্তা শুনে, আমার মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে!”

শৈলবালা কহিল “সুরেন্দ্র, তুমি এরূপ অসঙ্গত কথা বলে আমার মনে কেন ব্যথা দিচ্চ? তুমি কি মনে কর, আমার পিতার এমনি নীচ প্রবৃত্তি যে, তিনি পাপাত্মা গোবিন্দপ্রসাদের পরামর্শে তোমার অনিষ্ট সাধন করবেন?”

এই সময়ে, সেই স্থানে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে কাহার ছায়া পড়িল। সুরেন্দ্র ও শৈলবালা চাহিয়া দেখিল সুরপতি সিংহ পশ্চাতে দণ্ডায়মান! সুরপতিসিংহ কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন “শৈলবালা! তুমি আর এখন বালিকা নও!”

শৈলবালা কি উত্তর করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিঞ্চিৎ পরে কহিল “কেন পিতঃ আমি কি অপরাধ করেছি? আপনি আজ আমার দিকে অমন রাগ করে চেয়ে রয়েচেন কেন?”

সুরপতি সেইরূপ স্বরে কহিল “কেন তা পরে বল্‌বো। সুরেন্দ্র তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার সঙ্গে অনেক গুরুতর কথা আছে।”

সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া সুরপতিসিংহের পশ্চাতে চলিলেন। আর সেই বালিকা, সেই জনহীন উদ্যানে, সেই শব্দহীন রজনীতে একাকিনী বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কথার অর্থ কি? ‘তুমি আর বালিকা নও!’ আমি পিতার কাছে কি অপরাধ করেছি, তিনি ত আমাকে কখন এরূপ কর্কশ কণ্ঠে সম্বোধন করেন না! তবে আজ এ কথা বললেন কেন? আমি সুরেন্দ্রের সঙ্গে একা বসে ছিলেম তাই কি এ কথা বললেন? না, আবও ত কত দিন এইরূপ বসে থাকতে

দেখেচেন ? তাতে ত তিনি দোষ বিবেচনা করেন না ! তবে আজ কেন বল্‌লেন, 'তুমি আর বালিকা নও ?'

ক্ষণকাল পরে পরিচারিকার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সে চক্ষু মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল " শৈল ! এখনও এখানে বসে সেই সব কথা ভাবচিস্ ?"

শৈল পরিচারিকাকে দেখিয়া রোদন সম্বরণ করিতে পারিল না। অশ্রু মোচন করিতে করিতে কহিল" লচ্‌মণি ! আজ পিতা আমার উপর রাগ করেচেন, বল্‌লেন আমি আর বালিকা নই ! "

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজদণ্ড।

It is so mad a deed, I must reflect
and question them in private.—*Keats.*

বিজয়পুরের রাজ-অন্তঃপুরে রাজা জগৎনারায়ণ হীরকদামখচিত বিচিত্র প্রস্তর বেদীর উপর বসিয়া আছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ রাজকান্তি, পরম রমণীয় কারুকার্য্যশোভিত পরিচ্ছদে আরও সুন্দর বোধ হইতেছে। মহারাজ পঞ্চাশৎ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু দেখিলে বোধ হয় আজিও তাঁর যৌবনকাল অতীত হয় নাই। ভ্রমরকৃষ্ণ. শ্মশ্রুদাম-শোভিত মুখমণ্ডল গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ, বিশাল নয়ন-যুগল গর্ব্ববিস্ফারিত। সম্মুখে দুই জন রমণী বসিয়া আছেন। রমণীদ্বয় সমবয়স্কা ; কিন্তু ইহাদের শারীরিক গঠনে সম্পূর্ণ প্রভেদ। এক জনের গঠন অতি কোমল ও সুন্দর। কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক স্থূল ; সে স্থূলতায় তাঁহার রমণীয় মুখশ্রীর কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই কিন্তু শারীরিক গঠন-সমূহের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতেছে না। ইনি মহারাজ জগৎনারায়ণের একমাত্র মহিষী।

অপরা রমণীর মুখমণ্ডল অতীব পাণ্ডুবর্ণ,সায়াহ্নের পদ্মের ন্যায় প্রফুল্লতা-হীন, দেখিলে বোধ হয় কোন বিষম চিন্তার অন্তর্দাহে ইহাঁর কমনীয় মুখমণ্ডল এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ইনি রাজা জগৎনারায়ণের ভগিনী স্বর্ণপ্রভা। ইনি মহারাজ অপেক্ষা আট দশ বৎসরের কনিষ্ঠা। ইহাঁদের তিন জনের কথোপকথনের শেষভাগমাত্র আমরা পাঠককে জানাইব। রাজ্ঞী কহিলেন " তোমার এ বিষয়ে মনোযোগ থাক্‌লে, অমরেন্দ্র কখনই তোমার আদেশ অবহেলা করেতা না! "

রাজা উত্তর করিলেন " মহিষি, আমার মনোযোগের কিছুমাত্র ক্রুট নাই, আমি স্বয়ং তাকে নানা প্রকারে বুঝিয়েছি কিন্তু সে কিছুতেই বিবাহ করতে স্বীকৃত হয় না। "

রাজ্ঞী কহিলেন " ইহার কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই কেন? "

স্বর্ণপ্রভা কহিলেন " কারণ আর জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন, স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্চে! "

রাজ্ঞী কিঞ্চিৎ বিরক্তির সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন " কি কারণ?" স্বর্ণপ্রভা ঈষৎ কর্কশ-স্বরে উত্তর করিলেন " কি কারণ? তুমি কি দেখ্‌তে পাও না আজ কাল গোবিন্দপ্রসাদ, তোমার গুণধর পুত্রের নিত্য সহচর। নিশ্চয়ই যে এর কোন গুরুতর কারণ আছে, তাকি বুঝতে পার না? "

রাজ্ঞী অধিকতর বিরক্তা হইলেন, রাজার দিকে সক্রোধ নয়নে চাহিলেন; মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না দেখিয়া বলিতে লাগি-লেন, " তোমার কাছে তো সকল কথারই বিশেষ কারণ থাকে! গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে অমরেন্দ্রের সদ্ভাব তাতে দোষ কি? কি এমন বিশেষ কারণ তুমি অনুমান করচো?" পরে মহারাজের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, " তুমি ত কিছুই দেখ্‌বে না, বাছার আমার শরীর দিন দিন শুষ্ক হয়ে যাচ্চে, কোন বিষম চিন্তায় যেন শরীর দগ্ধ হচ্চে, সোণার বর্ণ দিন দিন কালিমা প্রাপ্ত হচ্চে।"

স্বর্ণপ্রভা পূর্ব্ববৎ ভাবে উত্তর করিলেন "আমিও তাই বল্‌ছিলেম,

এর অবশ্য কোন গূঢ় কারণ আছে। চিন্তাতে কখন এরূপ হয় নাই তরুণ বয়স, রাজার তনয়, কিছুরই অভাব নাই; তবে কিসের চিন্তা? চিন্তা কখনই এর কারণ হতে পারে না। বাল্যকালে আদর দিয়ে ছেলেটীর মাথা একেবারে খেয়েছ।”

পুত্রের নিন্দা রাজ্ঞীর আর সহ্য হইল না; [redacted]এবার বাস্তবিক তাঁহার চক্ষে জল আসিল; ক্রোধে দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, “এরূপ অপমান আমি আর সহ্য করবো না। তুমি ত কিছু বল্‌বে না তোমার সম্মুখে আমাকে অকারণ অপমান করবে,তোমার একটী কথা বল্‌তেও সাহস হবে না!”

এ সময়ে বলা আবশ্যক, মহারাজ জগৎনারায়ণের যখন অষ্টাদশ বৎসর মাত্র বয়স, তাঁহার পিতা মাতা পরলোক প্রাপ্ত হন। তখন স্বর্ণপ্রভা ছয় বৎসরের বালিকা মাত্র; সুতরাং শৈশবাবধিই স্বর্ণপ্রভা একমাত্র সহোদরের অকৃত্রিম, অবিচ্ছিন্ন স্নেহে প্রতিপালিত। উপযুক্ত সময়ে, মহারাজ স্বর্ণপ্রভার বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছিলেন কিন্তু স্বর্ণপ্রভা অগ্রজের চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, ‘বিবাহ দিয়ে, আমাকে তোমার পবিত্র সহবাসে বঞ্চিত করো না। আমি তোমার সঙ্গে থেকে, তোমার চরণ সেবা করে পরম সুখে জীবন কাটাব। বিবাহ হলে তোমার আদরে বঞ্চিত হয়ে দুঃখের সাগরে ভাস্‌বো।’ মহারাজ, ভগিনীকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক উপদেশ দিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই বিবাহে সম্মত হইল না দেখিয়া তাঁহাকে অগত্যা বিবাহের উদ্যোগ পরিত্যাগ করিতে হইল। স্বর্ণপ্রভা অনূঢ় অবস্থায়, একমাত্র সহোদরের আদরে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিবাহিত করিয়াছে। স্বর্ণপ্রভার ও মহারাজ জগৎনারায়ণের স্বভাব-সুলভ পবিত্র সোদর-স্নেহ, শৈশবাবধি একত্র সহবাসে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজ, স্বর্ণপ্রভার কোন সামান্য দোষ দেখিলে, তাহা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না, প্রায় কখনই তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন না, রাজ্ঞীর সঙ্গে বিবাদ হইলে তিনি বরং স্বর্ণপ্রভাকেই সাহায্য

করিতেন। রাজ্ঞীও এই কারণে স্বর্ণপ্রভার উপর অসন্তুষ্টা ছিলেন; কিন্তু স্বামীর ভয়ে কিছু বলিতে পারিতেন না।

রাজ্ঞীর অশ্রুমোচন দেখিয়া, মহারাজ স্বর্ণপ্রভার উপর কিছু বিরক্ত হইলেন, কহিলেন "স্বর্ণ, রাজ্ঞীর প্রতি তোমার কর্কশ স্বভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্চে।"

স্বর্ণপ্রভা পূর্ব্বাপেক্ষা বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—দাদা! আপনিও আমার কথা বুঝিতে পারিলেন না? আমার বলবার কি অভিপ্রায়, তা আপনিও বিবেচনা করলেন না?"

এই সময়ে পরিচারিকা আসিয়া কহিল মহারাজ ব্রহ্মানন্দস্বামী কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে বহির্বাটীতে আপনার অপেক্ষা করচেন। জগৎনারায়ণ উত্তর করিলেন " তাঁকে এই খানেই আসতে বল।"

ব্রহ্মানন্দস্বামী রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা জগৎনারায়ণ ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং আসন প্রদান করিলেন। ব্রহ্মানন্দস্বামী উপবেশন না করিয়াই কহিলেন "মহারাজ আপনার সঙ্গে কোন বিশেষ গোপনীয় কথা আছে, যদি অনুমতি হয়, ত বহির্বাটীতে গিয়ে সে বিষয়ের আলোচনা করা যায়।" রাজা ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে বহির্বাটীতে আসিলেন। গর্ব্বিত রাজা জগৎনারায়ণ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকে যথোচিত সম্মান করিতেন ও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। সময়ে ২ রাজনীতি সম্বন্ধেও তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেন ও তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে ব্রহ্মানন্দস্বামী যে কেবল শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাহা নহে, রাজনীতিতেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। মহারাজ জগৎনারায়ণ নানা গুণ স্বত্বেও অতিশয় স্বাভিমান ও অহঙ্কার বশতঃ, নিজ রাজ্যের সমস্ত লোককে তৃণজ্ঞান করিতেন; কিন্তু ব্রহ্মানন্দস্বামীর সম্মুখে কখনই গর্ব্বিত ভাবে কথা কহিতেন না।

উভয়ে পৃথগাসনে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মানন্দ যেন কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। মহারাজ কিঞ্চিৎ ঔৎসক্য সহকারে কহিলেন "অনুমতি করুন।"

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন " মহারাজ, বহুকালাবধি রাজপরিবারের প্রথা আছে, যে, বিংশতি বৎসর বয়সে রাজপুত্রগণের বিবাহ হয়ে থাকে। কিন্তু রাজকুমার অনেক দিন হলো সে বয়স অতিক্রম করেচেন। সে জন্য সে বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক হয়েচে। এই বিষয়ের প্রস্তাব করবার জন্যই রাজ-সমীপে এলেম। "

মহারাজ উত্তর করিলেন " রাজকুমারের উপযুক্ত সময়ে বিবাহ দেবার চেষ্টায় আপনার ও আমাদের কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য সে কারও কথা গ্রাহ্য করলে না। এখন যে সে স্বীকৃত হবে তারি বা কি সম্ভাবনা ? "

ব্রহ্মানন্দস্বামী কহিলেন " মহারাজ এত দিনের পর রাজকুমার সম্মতি প্রকাশ করেচেন বলেই এ প্রস্তাব করতে সাহস করলেম। "

রাজা জগৎনারায়ণের মুখমণ্ডল হর্ষোৎফুল্ল হইল। তাঁহার একমাত্র তনয় বিবাহে অসম্মত, ইহাতে তিনি যারপরনাই মনঃক্লেশে কাল যাপন করিতেন। আজিকার এ সংবাদে সুখী হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, " রাজকুমার কি স্বয়ং আপনার সমীপে এ প্রস্তাব করেচেন ? "

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, " আজ দুই তিন দিবস হলো, তিনি স্বয়ং আমার নিকটে গিয়ে এ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু মহারাজ তাঁর সম্পূর্ণ প্রস্তাবে অনুমোদন করেন কিনা সে বিষয়ে তাঁর কিছু সন্দেহ আছে, কেন না তাঁর অভিপ্রায়, যদি তাঁর মনোমত পাত্রীর সঙ্গে পরিণয় সম্পাদিত হয় তবেই তিনি বিবাহে সম্মত, নচেৎ—

জগ। সে মনোমত পাত্রী কে ?

ব্রহ্মা। সুরপতিসিংহের কন্যা।

গর্ব্বিত রাজা জগৎনারায়ণের নয়ন-যুগল আরক্তবর্ণ ধারণ করিল, ললাটে লোহিত শিরারাশি প্রকাশ পাইল ; উত্তর করিলেন "আচার্য্য ! আজ অন্য কেহ আমার সমক্ষে এ কথা বল্‌তে সাহস করলে, আমি তাকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করতেম। ভুবন-বিখ্যাত বিজয়পুররাজের

তনয়ের সঙ্গে বাণিজ্য-উপজীবী দরিদ্র সুরপতির কন্যার পরিণয়! আমি বিস্মিত হলেম, আপনি এরূপ বিজ্ঞ ও বিবেচক হয়ে এই অসম্ভব প্রস্তাব উত্থাপন করতে সাহস করলেন!”

ব্রহ্মানন্দ অপ্রতিভ হইলেন না; তিনি জানিতেন এ প্রস্তাবে মহারাজ নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবেন। কিন্তু তিনি তাঁহার স্বভাব বিলক্ষণ জানিতেন। কহিলেন “মহারাজ আপনি যা অনুমতি কচ্চেন সকলি সত্য, কিন্তু দুই একটী কথা নিবেদন করতে অভিলাষ করি, যদি অনুগ্রহ করে শ্রবণ করেন। “রাজা জগৎনারায়ণ ক্রোধাবেগ উপশমিত করিয়া কহিলেন “ বলুন। ”

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন “মহারাজ, সুরপতি সিংহ এখন দরিদ্র, এ কথা সত্য, কিন্তু আপনি কি বিস্মৃত হচ্চেন, যে ইনি উদয়পুরের রাজবংশ-সম্ভূত? সুরপতি সিংহের পিতাকে রাজাধিরাজ বীরেন্দ্রসিংহ, ভ্রাতা সম্বোধন করতেন। ”

জগৎনারায়ণ উত্তর করিলেন ‘‘এ কথা সত্য কি মিথ্যা সে বিষয় প্রমাণ আবশ্যক। ”

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন “ আমি মহারাজকে এর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করতে সমর্থ হবো বলেই এ প্রস্তাব উত্থাপন করেচি; নচেৎ কথনই আপনার সম্মুখে এরূপ কথার আলোচনা করিতে সাহস করতেম না। ”

মহারাজ কহিলেন “একথা যে সত্য তা প্রমাণীকৃত হলেও,আমাকে রাজপুত রাজগণের নিকট অপদস্থ হতে হবে। আমি জয়পুর, যোধপুর প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত রাজগণের তনয়ার সঙ্গে, আমার পুত্রের বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হয়ে, অবশেষে কোন মুখে দরিদ্র, সম্বলহীন, সম্মান-হীন সুরপতির সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধে স্বীকৃত হব?”

ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, ‘‘ মহারাজ, যদি এ কথা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণী-কৃত হয়, যে, সুরপতিসিংহ যোধপুরের রাজবংশ-সম্ভূত, তবে এ সম্বন্ধে কে আপনাকে দোষারোপ করতে সাহস করবে? আরও বিবেচনা

করে দেখুন, রাজকুমারের বিবাহ না হওয়া নিতান্ত দোষের বিষয়। তিনি যদি বিবাহ না করেন, এ ভুবন-বিখ্যাত রাজবংশের লোপ হবার সম্ভাবনা ; আর তিনি যখন এরূপ প্রতিজ্ঞা করেচেন যে, সুরপতির কন্যা বই আর কাহাকে বিবাহ করবেন না, তখন এরূপ বিবাহ সম্পূর্ণ বাঞ্ছনীয় না হলেও আপনার এতে অসম্মত হওয়া উচিত নয়।"

মহারাজ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন "আমি এ বিষয়ে আপনাকে এক্ষণে কোন উত্তর দিতে পারলেম না। এ বিষয়ে রাজ্ঞী ও স্বর্ণপ্রভার কি অভিপ্রায় তা জানা আবশ্যক। আমি অনেক দিন হতেই জান্‌তে পেরেছি যে অমরেন্দ্র হতে এ নিষ্কলঙ্ক রাজকুলে কলঙ্ক আরোপিত হবে।"

এই সময়ে নীচে জন-কোলাহল শ্রুত হইল ও অকস্মাৎ কুমার অমরেন্দ্র ত্রস্তভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, বলিতে লাগিলেন "পিতঃ যদি বিজয়পুরের যুবরাজ হয়ে, আপনার পুত্র হয়ে, যারা পাদুকাবহনের অযোগ্য, তাদের নিকটে অপমান সহ্য করতে হবে, তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য!"

মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না। ব্রহ্মানন্দস্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েচে?"

রাজকুমার কহিলেন "কি হয়েচে, আমি নিজে বল্‌তে লজ্জিত হচ্চি, আপনি গোবিন্দপ্রসাদের নিকটে শুনুন।"

এই সময়ে গোবিন্দপ্রসাদ, শৃঙ্খলবদ্ধ, প্রহরী-বেষ্টিত সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা জগৎনারায়ণ কহিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ, কি হয়েচে সকল কথা স্পষ্ট করে বল।"

গোবিন্দপ্রসাদ করযোড়ে উত্তর করিল, "মহারাজ, রাজকুমার ও আমি গঙ্গাতীরে পদচারণা করছিলেম এমন সময়ে এই প্রগল্‌ভ বালক সেখানে উপস্থিত হয়ে রাজকুমারকে সুরপতি সিংহের কন্যা সম্বন্ধে নানা বিদ্রূপ করতে আরম্ভ করলে। তাতে রাজকুমার এই মাত্র অনুমতি করলেন যে তাকে অকারণ এরূপ অপমান করলে, তিনি উপযুক্ত

প্রতিফল দেবেন। এই দুরাত্মা, এই কথাতেই রাজকুমারকে পদাঘাত করলে ও তরবারি নিষ্কোষিত করে তাঁর প্রতি ধাবমান হলো। আমি পশ্চাতে ছিলেম; বলপূর্ব্বক এর হস্ত ধারণ করলেম, এমন সময়ে রক্ষীপুরুষগণও সেখানে উপস্থিত হলো; তাহাতেই রাজকুমারের প্রাণরক্ষা হলো! তারপর অনেক কষ্টে দুরাত্মাকে শৃঙ্খল-বদ্ধ করে রাজ-সম্মুখে লয়ে এলেম!"

মহারাজ অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ উপশমিত করিয়া কহিলেন "কল্য এ বিষয়ের বিচার হবে, আজ একে শৃঙ্খল-মুক্ত করে কারাগারে রুদ্ধ কর।"

সুরেন্দ্র কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডলে কেবল বিস্ময় চিহ্ন প্রকাশ পাইল। গোবিন্দপ্রসাদের কপোল-কল্পিত মিথ্যা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। প্রহরীগণ সুরেন্দ্রকে কারাগারাভি-মুখে লইয়া চলিল। রাজা জগৎনারায়ণও ব্রহ্মানন্দকে আজি বিদায় দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

Relent sweet Hermia! and Lysandr! yield
Thy crazed title to my certain right!

—*Midsummer Night's Dream.*

সুরপতিসিংহ কি জন্য সুরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন, তাহা আমরা এখনও বলি নাই। তিনি বহির্বাটীতে গিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বসিতে বলিলেন ও স্বয়ং উপবেশন করিয়া কহিলেন, "সুরেন্দ্র আমি তোমাকে এত দিন আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করেছি। এখন তুমি সম্পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ। এখন আর আমার উপর নির্ভর করা

তোমার কর্ত্তব্য নয়। আমার সঙ্গে আজি অবধি আর তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবার প্রয়োজন নাই।”

সুরেন্দ্র কহিল “আপনার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট প্রকাশ করে বলুন।”

সুর। আমার অভিপ্রায় কল্য প্রভাতে তুমি আমার গৃহ পরিত্যাগ কর।

সুরে। আপনার বাণিজ্যসম্বন্ধীয় যে সকল কাগজ পত্র আমার নিকট আছে, সে সকল আমার নিকট থেকে গ্রহণ করুন।

সুর। আমার গৃহমধ্যে তুমি সে সকল রেখে যাও, আমি অবকাশ মত সে সকল দেখ্‌বো।

সুরে। তবে কি আপনার ইচ্ছা, আমি এখনই আপনার বাটী পরিত্যাগ করি?

সুর। আজ অনেক রাত্রি হয়েছে, কল্য প্রত্যূষে যাওয়াই তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

সুরে। আপনি আমাকে বাল্যকাল থেকে পিতার ন্যায় অতি যত্নে প্রতিপালন করেছেন, আমি সে জন্য আপনার নিকট নানা কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ আছি। আমার মনে ভয় হচ্চে, যে আমি আপনার নিকটে কোন প্রকার গর্হিত আচরণ করেছি। অকস্মাৎ আপনার এইরূপ অনুমতি শুনে আমার মনোমধ্যে সন্দেহ হচ্চে; হয় ত আমি কোন অন্যায় ব্যবহারে আপনার অসন্তোষ সম্পাদন করে থাক্‌বো।

সুর। শুন সুরেন্দ্র! তুমি অজ্ঞাতকুলশীল, অনাথ বালক ছিলে; আমি অনুগ্রহপূর্ব্বক তোমাকে প্রতিপালন করেছি ও সুশিক্ষা প্রদান করেছি। কখনই আমার এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, আমার কন্যাকে তোমার সঙ্গে পরিণীতা করবো। তোমার পক্ষে এরূপ আশা করা মূঢ়তা মাত্র।

সুরে। আপনারই ইচ্ছা ও আদেশ ক্রমে আমি সে আশা করতে সাহস করেছিলেম। শৈশবাবধি শৈলবালার সঙ্গে আমার স্নেহ জন্মেচে

বটে, কিশোর বয়স অবধি তাকে পবিত্র প্রেম চক্ষে দেখি বটে, কিন্তু যতদিন না আপনি অভিপ্রায় প্রকাশ করেচেন, ততদিন আমি কখন স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই যে, রাজবংশ-সম্ভূত সুরপতিসিংহের কন্যা আমার ন্যায় অনাথ যুবকের প্রণয়ের পাত্রী। এক্ষণে আপনি যখন এরূপ অনুমতি করচেন, তখন অবশ্যই শৈলবালার জন্য কোন উপযুক্ত পাত্র স্থির হয়েছে!"

সুরপতিসিংহ সগর্ব্বে উত্তর করিলেন "হাঁ! তোমার অনুমান সত্য! বিজয়পুরের যুবরাজ কুমার অমরেন্দ্রসিংহ আমার কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থী।

সুরেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উচ্ছলিত মনোবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কহিলেন "আপনি কি উন্মত্ত হয়েচেন? ইন্দ্রিয়-পরায়ণ দুরাচার অমরেন্দ্র কি শৈলবালার উপযুক্ত স্বামী? আপনি ধনলোভে——"

সুরপতিসিংহ সক্রোধে উত্তর করিলেন "আমি তোমার উপদেশ গ্রহণ করবো বলে তোমাকে এখানে অহ্বান করি নাই। আমার যা বক্তব্য ছিল তা আমি বলেছি; এখন তুমি স্বকার্য্যে যেতে পার।"

সুরেন্দ্রনাথের কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। ক্রোধ, বিস্ময়, হতাশ একত্রিত হওয়াতে তাঁহার মনোমধ্যে কোন অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আর একটীও কথা না কহিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন।

বলা বাহুল্য সে রাত্রিতে সুরেন্দ্রের নিদ্রা হইল না। মনোমধ্যে নানা চিন্তার আবির্ভাব হইতে লাগিল। শৈশব হইতে সমস্ত ঘটনা এক একটী করিয়া মনে উদয় হইতে লাগিল। কোথায় যাইবেন! শৈশব-সহচরী স্নেহময়ী শৈলবালাকে না দেখিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবেন! এ সংসারে তাঁহার পিতা মাতা নাই, আত্মীয় স্বজন নাই, ভাল বাসিবার, স্নেহ-মমতা করিবার আর কেহ নাই, কেবলমাত্র শৈলবালা। তাহার দুঃখে কাঁদিবার শৈল বই আর কেহ নাই।

সেই শৈলবালাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবেন? শৈলই বা তাঁহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিবে? এক দিন সুরেন্দ্রকে না দেখিলে শৈল নির্জ্জনে গিয়া রোদন করে। সেই শৈল তাঁহাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে? কি বলিয়াই বা তাহার নিকটে বিদায় লইবেন। কি করিয়া বলিবেন 'শৈল! জন্মের মত চলিলাম, বিদায় দাও।' না তাত হবে না! তবে কি যাইবেন না? তবে কি সুরপতিসিংহের চরণ ধরিয়া মিনতি করিবেন? না সে আশা বৃথা! নিষ্ঠুর সরপতিসিংহ ধনলোভে নিশ্চয়ই কন্যাকে বলিদান দিবে? তবে যাইতেই হইবে! মনকে দৃঢ় করিবেন স্থির করিলেন। আবার শৈলবালার সেই প্রেমময় মুখ খানি, সেই সাদর স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণ মনে পড়িল। তিনি উপাধানে মস্তক রাখিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। অশ্রু-সম্বরণে কথঞ্চিৎ চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইল। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাতায়নের নিকটে গেলেন। দেখিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। একবার মনে করিলেন, শৈলবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই চলিয়া যাইবেন; কিন্তু পারিলেন না। হৃদয়মধ্যে কোন গুরুতর যন্ত্রণা অনুভব করিলেন, অগত্যা উদ্যান অভিমুখে চলিলেন। তিনি জানিতেন শৈলবালা প্রত্যহ প্রভাতে উদ্যানে আসিয়া কুসুম চয়ন করে। উদ্যান সমীপে আসিয়া দেখিলেন শৈলবালা উদ্যানে আছে। কিন্তু অন্য দিবসের ন্যায় আজি কুসুম চয়ন করিতেছে না। একাকিনী, প্রস্তর-মণ্ডপে বসিয়া গণ্ডস্থলে হস্ত দিয়া কি ভাবিতেছে! বাস্তবিক শৈলবালা আজি চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন। "শৈল তুমি আর বালিকা নও" তাহার স্নেহময় পিতার সেই নিষ্ঠুর কথাগুলি পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। অনেক রাত্রিতে অতি কষ্টে নিদ্রা আসিল; কিন্তু বালিকা নিদ্রিতাবস্থায় নানা স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যেন সে যে দিকে চায়, সেই দিকেই শুনিতে পায় কে যেন তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছে "ছি

শৈল তুমি আর এখন বালিকা নও!” যেন পুরুষেরা তার দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছে, “দেখ এই সেই শৈল! একি আর এখন বালিকা?” যেন স্ত্রীলোকেরা একত্রিত হইয়া কাণাকাণি করিয়া বলিতেছে “ও মা ছি, অতবড় মেয়ে ওকি আরও এখন বালিকা?” শৈল যেন কোথায় যাইবে, কার কাছে গিয়া কাঁদিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে পরলোকগতা জননীর স্নেহময় মুখমণ্ডল মনে পড়িল। শৈল যেন কাঁদিতে কাঁদিতে মার কাছে গেল; যেন মার কোলে উঠিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। বলিতে লাগিল ‘দেখ মা সকলে আমাকে অকারণ নিন্দা ও তিরস্কার করচে।’ শৈলকে দেখিয়া যেন তাহার জননীর স্নেহোৎফুল্ল মুখমণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল। তিনি যেন বলিলেন “ছি মা শৈল তুমি এখনও কি আর বালিকা?” শৈল যেন ক্রোধে অভিমানে মার নিকট হইতে চলিয়া আসিল। ভাবিতে লাগিল আর কেহ কি তাহাকে ভাল বাসে না? অকস্মাৎ সুরেন্দ্রকে মনে পড়িল। সে যেন প্রফুল্ল-মনে সুরেন্দ্রের নিকটে গেল। যেন তাহার গলায় হাত দিয়া সাদরে সস্নেহে, মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র যেন সক্রোধে শৈলবালার হাত ছাড়াইয়া উত্তর করিলেন “ছি শৈল! আমাকে স্পর্শ করো না তুমি তো আর এখন বালিকা নও!” এইরূপ নানা স্বপ্নে শৈলবালার সুনিদ্রার বড়ই ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। সুতরাং নিশা অবসান হইবার পূর্ব্বেই কুসুম-উদ্যানে আসিল! সেখানে আসিয়া চিন্তা দূর করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু উদ্বেলিত অন্তরের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে শৈলবালার নিকটে আসিলেন। শৈলবালা সুরেন্দ্রকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; সুরেন্দ্রের শুষ্ক ও ম্লান মুখমণ্ডল দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইল; এক রাত্রিতেই তাঁহার মুখশ্রীর এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যেন কোন আকস্মিক বিষম ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। সুরেন্দ্রও কি বলিয়া শৈলবালাকে সম্বোধন করিবেন স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ উভয়ে উভয়ের হস্ত

ধারণ করিয়া, উভয়ের মুখপানে চাহিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে সুরেন্দ্র কহিলেন " তবে, শৈল, বিদায় দাও, যাই।"

শৈলবালা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল " সে কি সুরেন্দ্র! কোথায় যাবে ?"

সুরেন্দ্র কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল " তোমার পিতার ইচ্ছা, আমি এখনই বিজয়পুর পরিত্যাগ করি। কল্য রাত্রে তিনি আমাকে এইরূপ আদেশ করেচেন ! "

শৈলবালার মস্তকে যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হইল। তাহার যে কোন বিপদ আসন্ন, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্র যে তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে, ইহা সে কথনও কল্পনাও করে নাই ! শৈল কিয়ৎক্ষণ জ্ঞানশূন্যার ন্যায় সুরেন্দ্রের মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কিঞ্চিৎপরে একটীও কথা না বলিয়া, সুরেন্দ্রের স্কন্ধে এক বাহু রাখিয়া, তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, নীরবে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্র অতি কষ্টে উদ্বেলিত শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া শৈলবালার হস্ত ধরিয়া কহিলেন " শৈল এখন আক্ষেপ করা বৃথা। যা অদৃষ্টে আছে তা অবশ্যই সহ্য করতে হবে, সে জন্য রোদন করা বৃথা। যদি বিধাতার অভিপ্রায় থাকে, তবে কখনও না কখনও অবশ্যই আবার দেখা হবে।"

বালিকা সুরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল হইতে সগর্ব্বে মস্তক তুলিয়া, সজল নয়নে উত্তর করিল "কেন ? তুমি পিতার কাছে কি অপরাধ করেছ ? না, আমি তোমাকে কখনই যেতে দিব না। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি পিতার চরণ ধারণ করে রোদন করবো, তাঁর কাছে যোড়করে মিনতি করবো ! তিনি অবশ্যই তাঁর মাতৃহীনা দুঃখিনী তনয়ার কথা শুন্‌বেন।"

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন " না শৈল ! এরূপ আশা বৃথা, তিনি এ বিষয়ে স্থির-প্রতিজ্ঞ হয়েচেন। তাঁর কাছে এ প্রার্থনা করে কেবল তাঁর বিরক্তি সম্পাদন করবে।" শৈলবালা আবার সুরেন্দ্রের বক্ষে

মস্তক রাখিয়া বলিল " তবে কি হবে ? কেমন করে পিতার চরণে জন্মের মতন বিদায় লয়ে তোমার সঙ্গে যাব ? "

এই সময়ে পশ্চাত হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে কহিল " বাস্তবিক গোবিন্দপ্রসাদ এ অসহ্য ! আমি এখনি এর প্রতিফল প্রদান করবো !" সুরেন্দ্র ও শৈলবালা উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, কুমার অমরেন্দ্র ও গোবিন্দপ্রসাদ সেই দিকে আসিতেছেন। গোবিন্দপ্রসাদ নিকটে আসিয়া কহিল "সুরেন্দ্র ! গত রাত্রে তুমি কি সুরপতিসিংহের নিকটে শোন নাই যে, রাজকুমার অদ্য প্রভাতেই তোমাকে বিজয়পুর পরিত্যাগ করতে অনুমতি করেচেন ? "

কুমারও ক্রোধকম্পিত স্বরে কহিলেন "তবে কোন সাহসে আবার তুই এ রমণীর সঙ্গে আলাপ করচিস্ ? তুই কি জানিস্ না, এখন এ কুমার অমরেন্দ্রের ভাবী পত্নী ? "

সুরেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন " পাপাত্মা নীচমতি অমরেন্দ্রের জন্য বিধাতা কখনই ত্রিদিবদুর্লভা পবিত্রা শৈলবালার সৃষ্টি করেন নাই !"

অমরেন্দ্র কহিলেন " তুই কি বিস্মৃত হলি কার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ ? "

সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে কহিলেন " হাঁ, দুরাচার অমরেন্দ্রের সঙ্গে ! যে সতীর সতীত্ব অপহরণ করতে, নির্দ্দোষীর দণ্ডবিধান করতে, সঙ্কুচিত হয় না, যে জন্মবশতঃ উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েচে বলে, দরিদ্রের উপর অত্যাচার করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, সেই পাপাত্মা নীচমতি, ইন্দ্রিয়-দাস অমরেন্দ্রের সঙ্গে কথা কচ্চি !"

রাজকুমার ক্রোধে অধীর হইয়া সুরেন্দ্রকে কষাঘাত করিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; অমরেন্দ্রকে পদাঘাত করিলেন। দুর্ব্বল অমরেন্দ্র সে পদাঘাতে ভূতলে পড়িয়া গেলেন ! এই সময়ে গোবিন্দপ্রসাদ ও কয়েকজন প্রহরী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া সুরেন্দ্রকে আক্রমণ করিল।

শৈলবালার মস্তক ঘূরিতে লাগিল; দর্শন-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল। বালিকা চেতনা হারাইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল! কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিল, উদ্যান জনশূন্য! বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গ-দম্পতী একত্রে বসিয়া মনের সুখে গান করিতেছে! নীল আকাশে রজতশুভ্র মেঘমালা সূর্য্য কিরণ ক্রোড়ে লইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে! শৈশব-সখা সুরেন্দ্রনাথ কি অভাগিনী শৈলবালাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া গেল?

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইনি কে?

Whence and what art thou?—MILTON.

দুর্ভাগ্য সুরেন্দ্রনাথ রাজাজ্ঞাক্রমে কারাগারে রুদ্ধ হইলেন! রাজা জগৎনারায়ণ এরূপ অনুমতি দেন নাই যে, সুরেন্দ্রকে হত্যাকারী অথবা অন্য কোন প্রকার গুরুতর অপরাধীর ন্যায় যন্ত্রণাদায়ক, নির্জ্জন কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তিনি কেবল সুরেন্দ্রকে অবরোধে রক্ষা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু প্রহরীগণ গোবিন্দপ্রসাদের পরামর্শে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর, অন্ধকারময় কারাবাসে নিক্ষেপ করিল! এই সময়ে ইহা বলা আবশ্যক যে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন স্বাধীন রাজগণ সকলেই আপনাপন অধিকার-ভুক্ত প্রজাগণের উপর যদৃচ্ছা দণ্ডবিধান করিতে পারিতেন। রাজা জগৎনারায়ণ বাস্তবিক দয়ালু ও ন্যায়পর ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটী বিশেষ দোষ অতিরিক্ত অহঙ্কার। তিনি সেই অহঙ্কার বশতঃ সামান্য সামান্য বিষয়ে

হস্তক্ষেপ করিতেন না; অনেক বিষয়েই আপন অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর নির্ভর করিতেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্যে সুনিয়ম সত্বেও অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিত।

সুরেন্দ্র সেই অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে আনীত হইলেন। কিছুক্ষণ অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ পরে দেখিলেন একটী অনতি-ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহটী অতি উচ্চ; একটী মাত্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ, তাহাও সম্পূর্ণরূপ রুদ্ধ। বায়ু প্রবেশের কিছুমাত্র উপায় নাই। যদি একশত লোক একত্রে উচ্চৈঃস্বরে সেই গৃহমধ্যে চীৎকার করে, তথাপি বাহিরে কিছুমাত্র শব্দ যাইবার সম্ভাবনা নাই! প্রবেশ মাত্রেই অসহ্য পূতিগন্ধ তাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু উপরে দৃষ্টি করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন! দেখিলেন, একটী কঙ্কাল, স্থানে স্থানে মাংসচর্ম্মবিশিষ্ট, ছাদ হইতে বিলম্বিত রহিয়াছে। ক্রমে আরও দেখিতে পাইলেন, উভয় পার্শ্বে দুই একটী নর-কপাল পতিত রহিয়াছে ও স্থানে স্থানে দুই একটী অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে। ভয়, ঘৃণা, ক্রোধ একে একে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। সেস্থান হইতে পলায়নের চেষ্টা এতক্ষণ মনোমধ্যে উদিত হয় নাই, এখন হইল! দ্বারের নিকটে গেলেন, বলপূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিলেন; চেষ্টা বিফল হইল। সক্রোধে সবলে দ্বারে পদাঘাত করিতে লাগিলেন, বৃহৎ লৌহ-কবাটের শব্দ সেই নির্জ্জন অন্ধকারময় শবপূর্ণ কারাগারে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে ভীষণ নিনাদ উত্থিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ভূতলে বসিয়া শূন্যমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজা জগৎ নারায়ণকে ন্যায়পর ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতেন, কিন্তু আজি মনে হইতে লাগিল, এরূপ নৃশংস, প্রজা-পীড়ক রাজা ভূমণ্ডলে আর নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন রক্ষী-পুরুষ তাঁহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দিল। কিন্তু তিনি সেই

নরকতুল্য পূতিগন্ধময় স্থানে কিছুই স্পর্শ করিলেন না। পীপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছিল, তথাপি বারি পান করিতে পারিলেন না। নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে রাত্রি হইল। সেই ভীষণ কারাগারের ঘনান্ধকার যেন আরও ঘনীভূত হইতে লাগিল। সেই শব্দহীন গৃহ যেন আরও নিস্তব্ধ হইল। সুরেন্দ্রর হৃদয়মধ্যে একপ্রকার ভীষণ ভাবের উদয় হইল। এ সংসার হইতে যেন মনুষ্য জাতি অন্তর্হিত হইয়াছে, বিধাতার সৃষ্টি যেন লয় পাইয়াছে! এ বিপুল জগতে যেন আর কিছুই নাই, কেবল অন্ধকার! আর কোন জীবজন্তু নাই, কেবল পিশাচ! তিনি যেন শুনিতে পাইলেন, সেই কারাগার-মধ্যে পিশাচগণ সমবেত হইতেছে ও মৃদু অস্পষ্ট স্বরে কথোপকথন করিতেছে! বোধ হইল, যেন সেই রজ্জুবিলম্বিত কঙ্কাল ভূমিতলে অবতরণ করিতেছে! যেন সেই ভূপৃষ্ঠশায়ী নবকপাল দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বিকট শব্দ করিতেছে! এইরূপে বহুক্ষণ গেল। সুরেন্দ্রনাথ অনেক চেষ্টাতেও হৃদয়ের ভীতি নিবারণ করিতে পারিলেন না। মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনের প্রয়াস সম্পূর্ণ বিফল হইল। মনোমধ্যে বহুবিধ কল্পনা-সম্ভূত আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। নিদ্রা যাইবার আশায় ভূমিতলে শয়ন করিলেন। অকস্মাৎ গৃহমধ্যে যেন ঈষৎ আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিল। তিনি উৎসুক চিত্তে সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন লৌহ কবাট সশব্দে আরও কিছু উন্মুক্ত হইল। তিনি সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে একজন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশকারী কে জানিবার জন্য দ্বারের নিকটে গেলেন। পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল একটী রমণী। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আপনি কে?"

রমণী অতি মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "চুপকর, কথা কইও না। যদি কথা কও আমি তোমার উপকার করবো না।"

সুরেন্দ্র মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "উপকার? আপনি কি দেববালা? আমাকে এই নরক হতে উদ্ধার করবেন বলে স্বর্গ থেকে

অবতরণ করেচেন ? দেবতারা কি আমার উপর দয়া করে আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন ?”

রমণী কহিল “চুপকর কথা কইও না! যদি পলায়ন করতে ইচ্ছা কর, কোন কথা জিজ্ঞাসা করি ও না। এইমাত্র জেন তোমার ক্লেশ শুনে আমার দয়া হয়েচে তাই তোমাকে রক্ষা করতে এসেচি।”

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কে ?”

রমণী কহিলেন “আবার প্রশ্ন ? তবে আমি চল্‌লেম! আমি তোমাকে নিষেধ করলেম কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না, তুমি তা শুন্‌লে না! তবে তুমি আপন অদৃষ্টের ফলভোগ কর!”

এই বলিয়া রমণী বাহিরে গেল; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিল “না ! না! এখানে থাক্‌লে পিশাচেরা তোমার কোমল অঙ্গ খণ্ড বিখণ্ড করবে! কিন্তু তোমাকে মিনতি করি, আমাকে একটীও প্রশ্ন করো না! কেবল আমার সঙ্গে এস!”

রমণীর কণ্ঠস্বর অতীব কোমল ও স্নেহপূর্ণ! সুরেন্দ্র কলের পুত্তলিকার ন্যায় রমণীর পশ্চাতে চলিতে লাগিলেন। বাহিরে আসিয়া যেন নূতন জীবন প্রাপ্ত হইলেন। ধীরে ধীরে নৈশ সমীরণ বহিতেছে, রজনী, নিদ্রার মোহে সকলকে আচ্ছন্ন ও অচেতন করিয়া চিরপ্রীতিময় সুধাংশুকে নিঃশব্দে আলিঙ্গন করিতেছে।

দুই তিন মহল অতিক্রম করিয়া রমণী কহিলেন “এই সম্মুখে রাজপথ! এইবার তুমি অনায়াসেই পথ চিনে যেতে পারবে। আমি আর তোমার সঙ্গে যেতে পারি না!”

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন “দেবি! আপনি সুরবালাই হোন্ আর”—

রমণী ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। কিঞ্চিৎ পরে অতি মৃদু কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এ কারাগারে কেন আনীত হয়েছিলে ?”

সুরেন্দ্র রাজকুমারের সঙ্গে বিবাদের কথা সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণনা করিলেন।

রমণী মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন “ যাও, সুরেন্দ্র, আর বিলম্ব করোনা। শীঘ্র এ দেশ থেকে পলায়ন কর। এ দেশ থেকে অনেক দূরে, যেখানে তোমাকে নিঃসহায় দেখে প্রবঞ্চনা করবে না, যে দেশের লোকের হৃদয়ে দয়া আছে, যেখানে গোবিন্দপ্রসাদ যেতে পারবে না, অমরেন্দ্র যেতে পারবে না, যেখানে তোমার দুঃখে কাঁদবার লোক পাবে, সেইখানে যাও! কোন প্রশ্ন করোনা. বিলম্বে কাজ নাই, যাও দেবতারা তোমাকে সুখী করুন!”

এই বলিয়া রমণী পশ্চাৎ ফিরিল। রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রের হৃদয়মধ্যে কি এক প্রকার অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। সে স্বরে স্নেহ, দয়া, অথবা কোন মর্ম্মভেদী যাতনা প্রকাশ পাইতেছে, সুরেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, রমণী এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সুরেন্দ্র সেরূপ দৃষ্টি আর কখনও দেখেন নাই! ভাবিতে লাগিলেন এ রমণী কে? দেবী না মানবী? পাগলিনী না মূর্ত্তিমতী দয়া? সে আশ্চর্য্য দৃষ্টি সুরেন্দ্র এ জন্মে আর কখনও ভুলিলেন না! শয়নে, স্বপনে, জাগ্রতে, নিদ্রিতাবস্থায়, সুখে, দুঃখে, অন্তিমকালে মৃত্যুশয্যায়, সে আশ্চর্য্য দৃষ্টি তাঁহার হৃদয় মধ্যে জাগরূক ছিল।

সুরেন্দ্র ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন—ইনি কে?

নবম পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী।

Oh for a lodge in some vast wilderness!

—WILLIAM COWPER.

সেই গভীর নিশাথে সুরেন্দ্রনাথ একাকী ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। সুরপতি সিংহের প্রাসাদের নিকটে আসিয়া একবার দাঁড়াইলেন। সেই নদীতীরবর্ত্তী উন্নত প্রাসাদ, যেন গঙ্গার গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, যাহার ছাদে বসিয়া শৈলবালাকে সংস্কৃত পড়িতে শিখাইতেন; সেই সুবাসিত পরিষ্কৃত কুসুম-উদ্যান যেখানে চন্দ্রালোকে বসিয়া, কুসুমের মালা গাঁথিয়া, শৈলবালার সঙ্গে কতদিন ক্রীড়া করিয়াছেন; সেই কলনাদিনী, রঙ্গশীলা জাহ্নবী, যেখানে নৌকারোহণে শৈলবালার সঙ্গে কতদিন ঊষার সমীরণ সেবন করিয়াছেন; সকলি মুহূর্ত্ত মধ্যে নয়নপথে পতিত হইল। শৈলবালার শৈশবের সরলতা, কৈশোরের পবিত্র প্রগাঢ় স্নেহ, সকলি চকিতের ন্যায় মনোমধ্যে উদিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। কোথায় যাইতেছেন কিছুই জানেন না, যে দিকে নয়ন চাহিল, সেই দিকেই নির্ভীক চিত্তে অসঙ্কুচিত মনে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে প্রভাত হইল; সুরেন্দ্রনাথ চলিতে লাগিলেন। ক্রমে সহস্ররশ্মি প্রচণ্ড কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিল, সুরেন্দ্র তথাপিও চলিলেন। যখন নিতান্ত ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল, কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ক্ষণমাত্র বিশ্রাম করিয়া আবার চলিলেন। সম্মুখে বিন্ধ্যাচলের উপরে যাইবার একটী অপ্রশস্ত পথ দেখিতে পাইলেন। সেই পথ দিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এইরূপে উদাসীন বেশে জনশূন্য অরণ্যময় পর্ব্বত-প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন আর লোকালয়ে ফিরিয়া যাইবেন না। কয়েক দিবস পরে এক দিন

মধ্যাহ্ন কালে পর্ব্বতোপরি একটী শীতল বৃক্ষতলে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ মনুষ্যের কথোপকথনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। বৃক্ষান্তরাল হইতে দেখিলেন, দুই ব্যক্তি সাবধানে, ধীরে ধীরে, কি পরামর্শ করিতেছে। একজন পুরুষ ও অপর স্ত্রীলোক। সুরেন্দ্র ইহাঁদের কথোপকথন সকল স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন না। যাহা শুনিলেন তাহা প্রায় এইরূপ।

স্ত্রী। তিন দিবস পরে যে আপনার পুনর্দর্শন লাভ করবো, তারি বা নিশ্চয় কি? আজ দুইমাস হলো যখন আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখনও ত এইরূপ বলেছিলেন।

পুরুষ। আমি প্রতিজ্ঞা করচি যদি তৃতীয় দিবসে জীবিত থাকি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো!

স্ত্রী। তা, আপনি কেন পিতার নিকট আপন পরিচয় প্রদান করুন না? তাহলে তিনি কখনই অসম্মত হতে পারবেন না।

পুরুষ। সরলে, আমি আপনাকে পূর্ব্বেইতো নিবেদন করেছি যে, এখন আত্মপরিচয় প্রদান করা আমার পক্ষে অসম্ভব! যদি বিধাতার অভিপ্রায় থাকে, অতি অল্প দিনের মধ্যেই আপনার পিতাকে আত্মপরিচয় প্রদান করতে সমর্থ হবো।

তাহার পরে কয়েকটী কথা সুরেন্দ্র নাথ সমীরণের মর্ম্মর শব্দ বশতঃ শুনিতে পাইলেন না। কিঞ্চিৎপরে পুরুষ বলিতে লাগিলেন "ইহাঁরা সকলে এই দিকেই আসচেন! আপনাকে আর অধিক কি বল্‌বো, দেখবেন যেন আমাদের শপথ বিস্মৃত হবেন না। বরং স্মরণচিহ্ন স্বরূপ এই অঙ্গুরীয়টী নিকটে রাখুন। চলুন আমরা ওই দিকেই যাই।"

সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ দেখিতে পাইলেন, বটবৃক্ষতলে একটী ক্ষুদ্র কুটীর-সম্মুখে বহুতর লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে কয়েক-জন পুরুষ, কিন্তু অধিকাংশই স্ত্রীলোক। পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইল, ইহাঁরা কোন রাজবংশীয় না হউন, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় তাহার সন্দেহ নাই! এই নির্জ্জন পর্ব্বতোপরি এত লোকসমাগমের কারণ কিছুই বুঝিতে

পারিলেন না। আরও নিকটে আসিলেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। তিনি দেখিলেন একে একে সকলেই একজন গেরুয়াবসনধারী পুরুষকে প্রণাম করিয়া, বহুতর রক্ষিবেষ্টিত হইয়া, শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন। যে সুন্দরী রমণী অন্য সকলের নিকট হইতে দূরে আসিয়া সাবধানে সেই গেরুয়াবসনধারী পুরুষের সঙ্গে কথোপকথন করিতেছিলেন, তিনিও ইহাদের সঙ্গে শিবিকারোহণে যাত্রা করিলেন। সকলেই প্রস্থান করিল, কেবল সন্ন্যাসী মাত্র সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সেই কুটীরসমীপস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রকে দেখিয়া যেন ঈষৎ চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু সেই ভাব যেন তখনি সম্বরণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে বসিতে বলিলেন। সেই সুশীতল বটবৃক্ষতলে আসিয়া, সুরেন্দ্রনাথের সকল সন্তাপ অন্তর্হিত হইল। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার মনোমধ্যে যেন কোন অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব হইল। তিনি এরূপ শান্তি-পূর্ণ মুখমণ্ডল আর কখন দেখেন নাই! এরূপ সুমিষ্ট স্বর, আর কখন শুনেন নাই! এরূপ তেজোগর্ব্ব-বিশিষ্ট, বীরত্ব-পরিপূর্ণ উন্নত বপুঃ, এরূপ শান্তজ্যোতিঃপূর্ণ বিশাল নয়ন, আর কখনও দেখেন নাই! সন্ন্যাসীর বীর-অবয়বে বীরভাবের সঙ্গে শান্ত-ভাব একত্রিত হইয়া কোন স্বর্গীয় রূপ প্রকাশ পাইতেছে। পরিধান গেরুয়া বসন, বদনে ভস্মরেখা, অনতিদীর্ঘ শ্মশ্রু; মস্তকে দুই চারিটী মাত্র জটা বিলম্বিত; যেন অতি অল্পকালই ইনি এ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। সন্ন্যাসীর আবাসস্থান তাঁহার দেব-দুর্লভ রূপের অনুপযুক্ত নহে! সেই উন্নত পাষাণময় পর্ব্বত-বক্ষে পরম রমণীয় শ্যামল বর্ণ পল্লবসমূহ শোভা পাইতেছে! কোথাও দুই একটী বিহঙ্গম পল্লবের মধ্যে লুকাইয়া গান করিতেছে। নীচে, অনেক নীচে, অচলের চরণতলে, গঙ্গা পড়িয়া রহিয়াছে।

স্থানটী দেখিয়া, কবিগণবর্ণিত মহর্ষিগণের তপোবন মনে পড়িল। সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রকে ক্লান্ত দেখিয়া, কিছু সুস্বাদু ফলমূল আনিয়া দিলেন। সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ অনশনের পর সেই সকল আহার করিয়া, প্রস্তর-হৃদয়োদ্ভূত সুশীতল প্রস্রবণের বারি পান করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলেন। অন্যান্য কথোপকথনের পর মনের কৌতূহল নিবারণের জন্য সুরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "এইমাত্র যাঁরা এখান হতে চলে গেলেন, এঁরা কে?"

সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রের মুখের প্রতি প্রগাঢ়তর মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন "ইহাঁরা নিকটবর্ত্তী কোন সম্ভ্রান্ত রাজ-পরিবার। নিকটস্থ অষ্টভূজা দেবীর পূজা দিতে এসেছিলেন!" কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী সুরেন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে আত্মপরিচয় বিবৃত করিলেন। আপনার অজ্ঞাত কুলশীলতা, সুরপতি সিংহের বাটী হইতে নিষ্ক্রামণ, রাজকুমার অমরেন্দ্রের শত্রুতা, সকলি বলিলেন। শুনিয়া সন্ন্যাসীর শান্তিপূর্ণ হাস্যময় মুখমণ্ডল অকস্মাৎ ম্লান হইল! তাঁহার মনোমধ্যে যেন কোন চিন্তার উদয় হইল। সুরেন্দ্র তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রত্যুত্তর।

—If there be cords or knives
Poison or fire, or suffocating streams,
I will not endure it.—*Othello.*

অভাগিনী শৈলবালা চেতনা লাভ করিয়া, উদ্যান হইতে গৃহে আসিল ও একটী নির্জ্জন গৃহে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া কাঁদিতে লাগিল। স্বার্থপর সুরপতি কুমার অমরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা জগৎনারায়ণ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর পরামর্শে ও সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া, অবশেষে অগত্যা এ বিবাহে সম্মত হইলেন। রাজ্ঞী অতি হৃষ্টচিত্তে এ বিবাহে অনুমোদন প্রকাশ করিলেন। স্বর্ণপ্রভা এ সম্বন্ধের কথা শুনিয়া মহারাজকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন ও রাজ্ঞীকে নানা বিদ্রূপ করিলেন; কিন্তু রাজকুমারের স্থির প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ও রাজ্ঞীর একান্ত অভিপ্রায় জানিয়া, আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। গোবিন্দপ্রসাদ বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য সুরপতিসিংহকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সুরপতিসিংহ কন্যার অবস্থা দেখিয়া হঠাৎ দিন স্থির করিতে সাহস করিলেন না। তিনি দেখিলেন, শৈলবালার আর সে বালিকা-সুলভ প্রফুল্লতা নাই; দেখিলেন তাহার মুখমণ্ডলে কোন গভীর মর্ম্মভেদী যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। আরও দুই একদিন দেখিলেন, শৈল নির্জ্জনে একাকিনী বসিয়া অশ্রুমোচন করিতেছে। কন্যার ঈদৃশী অবস্থা দেখিয়া সুরপতি যারপর নাই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এ বিবাহে তিনি যে কেবল নিজে যারপর নাই সুখী হইবেন এমন নহে, কন্যাকেও আশাতীত সৎপাত্রে অর্পণ করা হইবে। পাছে বিলম্ব হইলে এ

বিবাহে কোন ব্যাঘাত ঘটে! এদিকে গোবিন্দপ্রসাদ প্রত্যহই তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিল যে, বিলম্ব হইলে মহারাজ আবার এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন। তাহা না হইলেও আরও নানা ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা। সুরপতি রোরুদ্যমান কণ্ঠে উত্তর করিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ! আমি নিতান্ত হতভাগ্য। আমি পূর্ব্বেই আশঙ্কা করেছিলেম, শৈল ও সুরেন্দ্রে পরস্পরের স্নেহ জন্মেছে; শৈল সুরেন্দ্র বই আর কাহাকেও বিবাহ করতে সম্মতা হবে না। গতকল্য শৈলবালার সম্মুখে এ বিবাহের কথা উত্থাপন করলেম; সে শুনে রোদন করতে লাগ্‌লো ও আমাকে বল্‌লে, এরূপ প্রস্তাব করলে, আমি আত্মহত্যা বিধান করবো!"

গোবিন্দপ্রসাদ উচ্চহাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "আপনি এরূপ বিজ্ঞ ও বিবেচক হয়ে এই বালিকার অভিপ্রায় লয়ে কার্য্য করতে চান, এ অতি আশ্চর্য্য!"

সুরপতি অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ! বিবেচনা করে দেখ, যদি শৈলের এ বিবাহে কোন আপত্তি না থাকতো, সেও যদি আমার মত হৃষ্টচিত্তে এ শুভ কার্য্যে সম্মতা হতো, যদি সে বুঝতে পারতো এ বিবাহে ভবিষ্যতে তার কত সুখের সম্ভাবনা, যদি দরিদ্র সুরেন্দ্র ও রাজাধিরাজ অমরেন্দ্রে কত প্রভেদ, তা সে অনুভব করতে পারতো, তবে এ বিবাহ কত সুখের হতো! আমি এতদিন আশা করেছিলেম যে, দুই চারি দিনের মধ্যে শৈলবালার এ বিষণ্ণ ভাব অন্তর্হিত হবে, কিন্তু এখন দেখছি, তার এরূপ ভাব দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্চে!"

গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল "আমি আপনাকে এ বিষয়ে এক সৎপরামর্শ প্রদান করি, অনুধাবন করে দেখুন! আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে, বালিকার প্রণয় ক্ষণস্থায়ী মাত্র। আজ সুরেন্দ্রের স্নেহ শৈলবালার হৃদয় অধিকার করেছে, কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানবেন, তার হৃদয়মধ্যে অন্য কোন ছায়া পড়লে, পূর্ব্ব ছায়া

অন্তর্হিত হবে! সেইজন্য এখন ইহাই পরামর্শ-সিদ্ধ হচ্চে যে, যাতে বিবাহের পূর্ব্বে শৈলবালার সঙ্গে রাজকুমারের সাক্ষাৎ হয়, তার কোন উপায় অবলম্বন করুন। দুই একদিন পরস্পরের সাক্ষাৎ হলে উভয়ে উভয়ের মনের ভাব জান্‌তে পারবে; তাহলে নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির সঞ্চার হবে।"

গোবিন্দপ্রসাদ জানিত যে,ভবিষ্যৎ-সুখের কল্পনা সুরপতিসিংহের অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে; এখন তাহার অন্য কোন বিষয়েই স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং এ প্রস্তাবে তিনি কখনই অসম্মত হইবেন না। বাস্তবিক তাহাই হইল। সুরপতি সিংহ গোবিন্দপ্রসাদের বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিল "আরও বিবেচনা করে দেখুন, বরকন্যার পরস্পরের পূর্ব্বসন্দর্শন সকল প্রকারেই যুক্তিসিদ্ধ! আর আপনি অনুসন্ধান করে দেখুন, রাজপরিবারের প্রথাই এইরূপ।"

সুরপতি কহিলেন "এ অতি উত্তম পরামর্শ তার সন্দেহ নাই। কল্য প্রাতেই বরকন্যার সাক্ষাৎ হবে।"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "তবে আমাকে এক্ষণে বিদায় দিন। আমি এখনি রাজকুমারের নিকট এবিষয় নিবেদন করবো ও তিনি যাতে অসম্মত না হন, সে বিষয়ের চেষ্টা করবো!"

সুরপতিসিংহ গোবিন্দপ্রসাদকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় প্রদান করিলেন। বলা বাহুল্য যে, গোবিন্দপ্রসাদ রাজকুমারের সঙ্গে পূর্ব্বেই এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছিল। সুরপতিসিংহ কন্যাকে এই সংবাদ শুনাইবার জন্য অন্তঃপুরে গেলেন। কন্যার সমক্ষে বৃদ্ধা পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন "কল্য প্রভাতে রাজকুমার শৈলকে দেখ্‌তে আস্‌বেন।"

বৃদ্ধা উত্তর করিল "রাজকুমারতো শৈলকে অনেকবার দেখেছেন?"

সুরপতি বিরক্তির সহিত উত্তর করিলেন "তা আমি জানি! কিন্তু

রাজবংশের এইরূপ পদ্ধতি আছে, যে বিবাহ-বিধি সম্পূর্ণ হবার পূর্ব্বে বরকন্যা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তুই সেখানে উপস্থিত থেকে রাজকুমারকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করবি। দেখিস্ যাতে তিনি কোন প্রকারেই অসন্তুষ্ট না হন।” শৈলবালা প্রথমে কিছু বিস্মিতা হইল! কিন্তু সে বিস্ময় ক্ষণমাত্র রহিল। সে একটীও উত্তর করিলনা গৃহপ্রাচীরে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরপতি দেখিলেন শৈলবালার গণ্ডদেশ বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিতেছে। তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন “শোন শৈলবালা, তুমি এরূপ করলে আমি দেশত্যাগী হয়ে চলে যাব।” অবশেষে পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “আমি যা বল্লেম যেন স্মরণ থাকে। আমি রাজকুমারকে সংবাদ প্রেরণ করি।”

পরদিন প্রাতে অঙ্গীকারমত রাজকুমার সুরপতিসিংহের বাটীতে আসিলেন। সুরপতি উপযুক্ত সম্ভাবণ ও অভ্যর্থনার পর পরিচারিকাকে ডাকিলেন ও রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুমতি করিলেন। পরিচারিকা রাজকুমারকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল ও শৈলবালাকে আনিতে গেল। রাজকুমার হৃষ্টচিত্তে শৈলবালার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শৈলবালা যে তাঁহাকে বিবাহ করিতে একেবারে অসম্মতা হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। সে যে সুরেন্দ্রকে ভাল বাসিত ও তাহার দেশত্যাগে ক্লেশ পাইয়াছিল, ইহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, কিন্তু সেই দরিদ্র যুবকের জন্য সে যে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইবে, ইহা তিনি কখন কল্পনাও করেন নাই। কিঞ্চিৎপরে পরিচারিকা শৈলবালার হস্ত ধারণ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। শৈলবালার মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে আবৃত; ওষ্ঠাধর স্ফীত, নয়ন ও নাসিকা ঈষৎ আরক্তিম; যেন সে এইমাত্র রোদন করিতেছিল। রাজকুমার কহিলেন “শৈল! আজি আমার জন্ম সফল হলো। তোমাকে প্রথমে যে দিন ছাদের উপর দেখেছিলেম, সেই দিন থেকে তিলার্দ্ধের জন্যও আমার হৃদয়ে শান্তি

ছিলনা! দিবানিশি শয়নে স্বপনে কেবল তোমার অই কুসুম-সুকুমার লাবণ্য মনে জাগছিল। তোমার অই নলিনী-নিন্দিত নয়ন দুটী, তোমার ঐ গোলাপকুসুম হতে সুন্দর ওষ্ঠাধর, তোমার ঐ ত্রিদিব-দুর্লভ রূপরাশি আমার মনে উদয় হয়ে আমাকে উন্মত্ত করছিল! কেবল তোমার পুনর্দ্দর্শনের আশাতেই জীবিত ছিলেম!"

শৈলবালার মুখমণ্ডল রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল, ধমনীসমূহে শোণিত-স্রোত বেগে বহিতে লাগিল। সে নীরবে অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। ভূমিতলে দুই এক বিন্দু অশ্রু পড়িল, রাজকুমার তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন আমি মনে মনে স্থির করেছিলেম যে, এজন্মে কখনও দাম্পত্য-সূত্রে বদ্ধ হব না, কিন্তু তুমি আমার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে। এখন তোমার অনুমতি লয়ে বিবাহের দিনস্থির করাই আমার অভিপ্রেত। তুমি যে কোন উত্তর কর্‌চো না? তোমার সুমধুর কথা শোনবার জন্য আমি কত আশা করছিলেম, আর তুমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে! শুনলেম, তুমি আজকাল সর্ব্বদাই বিষণ্ণ মনে কালযাপন কর। কিন্তু যে দুই দিবস পরে বিজয়পুরের রাজসিংহাসন শোভা করবে, তার এরূপ বিষণ্ণভাব নিতান্ত অস্বাভাবিক। আর যদি তোমার এইরূপ বিষণ্ণ ভাবের কারণ সেই অজ্ঞাতকুলশীল, দরিদ্র সুরেন্দ্র হয়, তবে সে আরও বিস্ময়ের বিষয়।"

শৈল এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়াছিল এখন ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রাজকুমার কহিলেন "শৈল যেওনা! আরও কথা আছে।"

শৈলবালা ফিরিল, অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মুক্ত করিল, সগর্ব্বে রাজকুমারের দিকে চাহিয়া উত্তর করিল "আমি আর আপনার কথা শুন্‌তে ইচ্ছা করি না! আমি আজ মাতৃহীনা বালিকা, নিঃসহায়, তাই আমাকে এ অপমান করতে সাহস করলেন! এ অপমান আমি আর সহ্য করবো না।"

রাজকুমার বিস্মিত হইলেন, তিনি কখনও আশা করেন নাই যে, শৈলবালা তাঁহাকে এরূপে সম্বোধন করিবে। কিন্তু সে বিস্ময় ক্ষণমাত্র রহিল; তিনি সেই সময় শৈলবালাকে আরও সুন্দরী দেখিলেন। যখন শৈল অশ্রুপূর্ণনয়নে, সগর্ব্বে, সরোষে, তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিয়া, বীণানিন্দিত স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিল, তাঁহার বোধ হইল, তিনি একত্র এত রূপরাশি আর কখনও দেখেন নাই। তিনি ক্ষণমাত্র বিস্ময়বিহ্বলের ন্যায় শৈলবালার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন "শৈলবালা! তোমার ভাব আমি কিছুই বুঝতে পারলেম না। তুমি কি বিস্মৃত হচ্চ যে, বিজয়পুরের রাজাধিরাজকুমার তোমাকে বিবাহ করতে সম্মত!"

শৈলবালা পূর্ব্বের মত সগর্ব্বে উত্তর করিল "তোমার সঙ্গে বিবাহ?"

গর্ব্বিত রাজকুমার উত্তর করিলেন "শৈল! তুমি কি উন্মত্তা হয়েছ? তুমি কি জান না যে, আমি ভুবনবিখ্যাত রাজাধিরাজগণের তনয়ার সঙ্গে পাণিগ্রহণে অস্বীকৃত হয়ে, অবশেষে অর্থহীন, সম্মানহীন সুরপতি সিংহের কন্যাকে বিবাহ করতে সম্মত হয়েছি? তুমি কি বুঝতে পারচোনা যে, তোমার পিতা যার দাসানুদাসের যোগ্য, পাদুকাবহনের উপযুক্ত, তার পত্নী হওয়া তোমার পক্ষে কত সৌভাগ্যের কথা! তাই বলি শৈল, এখনও এ বিষয়ে স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখ। এ বিবাহে সম্মত হয়ে নারীসুখের পরাকাষ্ঠা লাভ কর।"

শৈলবালা উত্তর করিল "জীবন থাকিতে নয়।"

রাজকুমার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন "শোন শৈল, আমি প্রতিজ্ঞা করেচি, আমি তোমাকে আমার করবো! সদুপায়েই হোক্ অসদুপায়েই হোক, মিষ্টবচনেই হোক্ বলপ্রকাশেই হোক্, একদিন শৈলবালা অমরেন্দ্রের হবে! তুমি নিশ্চয় জেন, আমি জীবন থাক্তে তোমাকে দুরাত্মা সুরেন্দ্রের সঙ্গে পরিণীতা হতে দিবনা! তোমার অই কুসুমসুকুমার বপুঃ একদিন আমার অঙ্কে বিরাজ করবে!"

শৈলবালা উত্তর করিল "আমারও প্রতিজ্ঞা শোন! যতদিন অনলের দাহন-শক্তি থাক্‌বে, গঙ্গার জীবনিমজ্জনের ক্ষমতা থাক্‌বে, উদ্বন্ধনে, বিষপানে অথবা ছুরিকাঘাতে দেহ হতে জীবন বিচ্ছিন্ন করবার সম্ভাবনা থাক্‌বে, ততদিন পাপাত্মা অমরেন্দ্র পবিত্রা শৈলবালাকে স্পর্শ করতে পারবে না; ততদিন সুরেন্দ্রনাথ এ হৃদয়ের ইষ্টদেবতা থাকবেন!"

এই বলিয়া শৈলবালা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। রাজকুমার ক্রোধে, অভিমানে, কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বহির্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। পরিচারিকা অবাক্ হইয়া কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুর জনক!

—Look you! arm yourself
To fit your fancies to your father's will.—
Midsummer Night's Dream.

কুমার অমরেন্দ্র বাহিরে আসিয়া সুরপতি সিংহকে সমস্ত বলিলেন। শৈলবালা তাঁহাকে যেরূপে সম্বোধন করিয়াছিল ও যে যে কথা বলিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। শুনিয়া সুরপতির মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। তিনি করযোড়ে কহিলেন "রাজকুমার! আপনি এই বালিকার কথায় আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না! আর দেখ্‌বেন, যেন এ সকল কথা মহারাজের কর্ণগোচর না হয়। আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি, যে কোন উপায়েই হোক্, আমি কন্যাকে সম্মতা করবো! আর যদি নিতান্তই সে সম্মতা না হয়, আমি কিছু এই বালিকার কথায় তার সুখের পথ রোধ করবো না!"

রাজকুমার কোন উত্তর না করিয়া প্রস্থান করিলেন! সুরপতি

সিংহ নিতান্ত বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার কন্যার সমক্ষে এ বিবাহের প্রস্তাব করিতে তাঁহার সাহস হইল না! তিনি পুনর্ব্বার গোবিন্দপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "রাজকুমার কি আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন?"

গোবিন্দপ্রসাদ কোন উত্তর না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিনস্থির করেচেন কি?"

সুরপতি উত্তর করিলেন "এই ঘটনার পর শৈলবালার নিকটে আর এ প্রস্তাব করি নাই!"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "বৈদ্য কি রোগীর অভিপ্রায় অবগত হয়ে ঔষধ প্রদান করে?"

সুরপতি কহিলেন "হাঁ, একথা সত্য! আমি অদ্যই দিনস্থির করবো।"

গোবিন্দপ্রসাদ সুরপতি সিংহকে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল পরামর্শ দিলেন, তাহার সবিশেষ পর্য্যালোচনার আবশ্যক করে না। কিয়ৎক্ষণপরে গোবিন্দপ্রসাদের নিকট বিদায় লইয়া সুরপতি অন্তঃপুরে আসিলেন ও শৈলবালাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন।

শৈল নিকটে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল! সুরপতি কহিলেন "শৈল! তোমার এ বিষণ্ণ ভাব, এরূপ মলিন মুখ, আর কত দিন থাক্‌বে?"

শৈলবালা কোন উত্তর করিল না। সুরপতি বলিতে লাগিলেন "আমি বুঝতে পারি না তোমার কিসের অসুখ? আমি তোমার চির-সুখের জন্য রাজাধি-রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করলেম।"

শৈলবালা কহিল "পিতঃ আপনার চরণ ধরে মিনতি করি, এ বিবাহের কথা আমার নিকটে আর বল্‌বেন না!"

সুর। কেন? এ বিবাহে তুমি যে রাজরাজেশ্বরী হবে, তা কি বুঝতে পারচ না?

শৈল। পিতঃ, আমার বিবাহ দিবেন না! আমি চির-জীবন আপনার দাসী থেকে, আপনার চরণ সেবা করে, পরমসুখে এ জীবন অতিবাহিত করবো!

সুর। আমি যে কিছুই বুঝতে পারচি না! এসব কথার অর্থ কি?

শৈল। আমি যদি এইতেই সুখী হই, আপনি কেন অকারণ সে সুখের ব্যাঘাত করেন। যদি আমাকে সুখী করাই আপনার অভিপ্রায়, তবে বিবাহের প্রস্তাব করে কেন আমার হৃদয়ে ক্লেশ দিচ্চেন?

সুর। শোন শৈল! তুমি বুদ্ধিহীনা বালিকা! তুমি ত জান্‌তে পারচো না যে, এ বিবাহ সম্পন্ন হলে, তুমি যে কেবল নারীসুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করবে এমন নয়, আমিও আমার পূর্ব্বসম্পত্তি ও পূর্ব্বগৌরব সকলি পুনঃপ্রাপ্ত হবো! আমাকে বৃদ্ধ বয়সে সুখী দেখতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? তাই বলি শৈল, রাজকুমারের সঙ্গে এ বিবাহে হৃষ্টচিত্তে সম্মতা হও!

শৈল। কেন পিতঃ, আমাদের অধিক অর্থ নাই, রাজার ন্যায় বিভব নাই, তাতে আমরা কিসে অসুখী? আমাদের ত অশনবসনের কোন ক্লেশ নাই! প্রয়োজনীয় বিষয়ের কিছুই অপ্রতুল নাই! তবে আপনি আপনাকে অসুখী মনে করে কেন অকারণ ব্যথিত হচ্চেন? আর আমি আপনার নিকটে থেকে, আপনার চরণ সেবা করে, যেমন সুখী হব, রাজরাণী হলে তার শত অংশের একাংশও হবো না!

সুর। শৈল তুমি বালিকা! আমি তোমার পিতা, আমাকে উপদেশ দেওয়া তোমার ভাল দেখায় না!

শৈল। পিতঃ! রাজকুমার অমরেন্দ্রের নাম শুন্‌লে, আমার হৃৎকম্প হয়! তাঁর সঙ্গে বিবাহ হলে আমি কি সুখী হব?

সুর। শোন শৈল, আবার বল্‌চি আমি তোমার পিতা, আমি যা অনুমতি করবো, তাই তোমাকে সম্পাদন করতে হবে!

শৈল। তবে কি নিতান্তই আমাকে বলিদান দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েচেন?

সুরপতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইলেন, কহিলেন "শোন্ নির্ব্বোধ বালিকা! আগামী পৌর্ণমাসী তিথি বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়েচে! তুমি নিশ্চয় জেন আমি সে দিবস এ বিবাহ সম্পন্ন করবো! আমি তোমাকে উপদেশ দিলেম, সমস্ত কথা বুঝিয়ে দিলেম, তবুও তুমি সম্মতি দিলে না! এখন আমার এই শেষ কথা মনোযোগ করে শোন! কুমার অমরেন্দ্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ বিষয়ে আমি স্থিরসঙ্কল্প হয়েচি! এতে তোমার অসম্মতি প্রকাশ করা কেবল আপনার বালিকা-সুলভ বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেওয়ামাত্র!

শৈলবালার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। সে উত্তর করিল "পিতঃ! আজ আমার মা জীবিতা থাক্‌লে, আপনি এই নিষ্ঠুর আদেশ——

বলিতে বলিতে শৈলবালার নয়ন-যুগলে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরপতি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পূর্ব্বের ন্যায় সক্রোধে কহিলেন "তবে কি তোমার ইচ্ছা, সেই অজ্ঞাতকুলশীল, দুরাচার, বিশ্বাসঘাতক সুরেন্দ্রকে এনে তোমার সঙ্গে পরিণীত করি? যদি তুমি সে আশা করে থাক, নিশ্চয় জেন আমি জীবিত থাক্‌তে কখনই তা সফল হবার নয়!"

শৈলবালা পাগলিনীর ন্যায় ভূতলে জানু পাতিয়া, করযোড়ে, আর্দ্রনয়নে, বাষ্প-বিকৃতকণ্ঠে বলিতে লাগিল "পিতঃ! সুরেন্দ্র ত জন্মের মত বিদায় লয়েছে? তবে আর কেন তার কথা উত্থাপন করেন? আপনার চরণ ধরে মিনতি করি, আপনি আমার সমক্ষে আর সুরেন্দ্রের কথা উত্থাপন করবেন না। আমাকে এই একমাত্র ভিক্ষা দিন যে, আমি চিরকাল আপনার নিকটে থেকে আপনার চরণ সেবা করি! আপনার মাতৃহীনা দুঃখিনী তনয়ার এই একমাত্র ভিক্ষা!"

নিষ্ঠুর জনক উত্তর করিলেন "আগামী পৌর্ণমাসী তিথি বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়েচে! তুমি নিশ্চয় জেন আমি সেই দিনে এ বিবাহ সম্পন্ন করবো! এখন তোমাকে এই আদেশ করচি, আর এ বিষয় দ্বিরুক্তি উত্থাপন করো না।"

শৈলবালা কহিল "তবে কি আমি আত্মহত্যা বিধান করে এ বিবাহের হস্ত হতে মুক্তি লাভ করবো?"

সুরপতি ক্রোধে অধীর হইলেন। তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। নয়ন রক্তবর্ণ হইল। কেশরাশি তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। কহিলেন "নির্ব্বোধ বালিকা! তবে তোমার অভিপ্রায়, আমি শেষদশায়, বৃদ্ধ বয়সে, উন্মত্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করি? আমি দেখচি তোমার নির্বুদ্ধিতার দোষে সকল আশায় নিরাশ হয়ে সকল ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, আমাকে বন্য পশুর ন্যায় পর্ব্বতকাননে ভ্রমণ করে, এ দুঃখের জীবন বিসর্জ্জন দিতে হবে? তুমি যদি পুনর্ব্বার আমার কথায় দ্বিরুক্তি কর, আমি তোমাকে অভিশম্পাত করে প্রাণত্যাগ করবো! অন্তিমকালে, মৃত্যুশয্যায়, সেই অভিশম্পাত শতবার উচ্চারণ করে এ পাপ-জীবন পরিত্যাগ করবো।"

সুরপতি এই বলিয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। শৈলবালা একাকিনী বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আশ্রয়।

Fate and dooming gods are deaf to tears !

—*Dryden.*

সুরপতি সিংহ শৈলবালার বিবাহের দিন স্থির করিলেন। শৈল নিত্য নির্জ্জনে বসিয়া রোদন করে, সুরপতি তাহা দেখিয়াও দেখেন না। তাহার প্রফুল্ল মুখশ্রী দিন দিন শুষ্ক হইতে লাগিল, সুরপতি যেন তাহা বুঝিতে পারেন না। শৈলবালার এক মাত্র সহচরী বৃদ্ধা পরিচারিকা; শৈল তাহার নিকটে মনের বেদনা কখনও কখনও প্রকাশ করে; তাহারই নিকটে বসিয়া রোদন করে। কিন্তু সুরপতি সিংহের ভয়ে পরিচারিকা তাঁহার নিকট একথা উথাপন করিতে সাহস করে না। ক্রমে বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। শৈলবালা পিতাকে একবার শেষ অনুরোধ করিবার জন্য পরিচারিকাকে মিনতি করিল, কিন্তু পরিচারিকা কিছু বলিতে সাহস করিল না। শৈলবালা নিজেই একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল "পিতঃ! সত্য সত্যই কি এ বিবাহ স্থির করলেন?"

সুরপতি আরক্ত নয়নে শৈলবালার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন "শৈল? এখনও অই প্রশ্ন?" এইবলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেইদিন নিশীথে শৈলবালা শয্যা হইতে উঠিয়া একাকিনী উদ্যানে আসিল। নিকটে পরিচারিকা নিদ্রিতা ছিল, তাহাকে কিছুই বলিলনা। জগত নিস্তব্ধ। পূর্ণ-শশধরের রজত-কিরণে পৃথিবী হাসিতেছে। শব্দের মধ্যে কেবল গঙ্গার ঈষৎ অস্পষ্ট কুলকুল ধ্বনি শুনা যাইতেছে। সেই শব্দহীন গভীর নিশীথে, সেই জনহীন উদ্যানে,

শৈল একাকিনী বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ রোদন করিয়া, একবার উঠিয়া উচ্চ প্রাসাদের দিকে, আপন শয়ন গৃহের দিকে, কুসুমিত পুষ্পলতা সমূহের দিকে, চাহিয়া দেখিল। আবার সেই প্রস্তর মণ্ডপে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল।

এইরূপে অনেকক্ষণ গেল। অবশেষে বালিকা অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জনা করিতে করিতে উদ্যানের বাহিরে আসিল। গঙ্গাসমীপবর্ত্তী রাজপথের উপর আসিল। ভাবিতে লাগিল, কোন দিকে যাইবে? সুরেন্দ্র কোন্‌দিকে গিয়াছে? বালিকা কোন্‌পথে গেলে শৈশবসখা সুরেন্দ্রকে আর একবার দেখিতে পাইবে? কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পূর্ব্বদিকে ফিরিল; কিন্তু সম্মুখে একটী শৃগাল দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইল, সুতরাং বালিকা সভয়ে সেদিক হইতে প্রতিনিবৃত্তা হইল। শৈল পশ্চিমদিগাভিমুখী রাজপথ অবলম্বন করিয়া চলিল। সেই জনহীন, অপরিচিত রাজপথে বালিকা একাকিনী চলিতে লাগিল। সেই বিপদ্‌সঙ্কুল, রাক্ষসপূর্ণ সংসার-অরণ্যে, সরলা শৈলবালা একাকিনী প্রবেশ করিল। সাবধান শৈল! এ সংসারে সকলে তোমার মত সরল নয়!

বালিকা আপনার পদবিক্ষেপের শব্দে আপনি চমকিয়া উঠিতে লাগিল। একটী বৃক্ষপত্রপতনের শব্দে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল! অকস্মাৎ গগনমণ্ডল নিবিড় ঘনজালে আবৃত হইল! শশধরের উজ্জ্বল আলোক ঘনান্ধকারে বিলীন হইল। আর পথ দেখা যায় না। বালিকা শৈলবালা আজি প্রথম বুঝিতে পারিল যে, এ সংসারে মানব-অদৃষ্টও এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল। শৈল ভাবিতে ভাবিতে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে ঝটিকা উত্থিত হইল! রাজপথের ধূলিরাশি বালিকার চক্ষে আসিয়া পড়িতে লাগিল। তাহাতে সেই নিবিড় অন্ধকার নিবিড়তর বোধ হইতে লাগিল। পবনের চির-শত্রু মেঘগণ তাহার শব্দ পাইয়াই অবিশ্রান্ত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। শৈলবালা কোথায় আশ্রয় লইবে? কুসুম-সুকুমার কোমল-দেহে সেই বৃষ্টিকণিকা তীরের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। পথ পিচ্ছিল

হইল! বালিকা পিচ্ছিল পথে পুনঃ পুনঃ পড়িয়া যাইতে লাগিল। কোথাও বা অন্ধকারাবৃত তরুমূলে মস্তকে দারুণ আঘাত পাইতে লাগিল! শৈল দেখিল, আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব! সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। অশ্রুবিন্দুসকল সেই বৃষ্টিকণিকার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল! এই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল! বালিকা বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিল, তাহাতে শিহরিয়া উঠিল। দেখিল, সম্মুখে একজন ভীষণাকৃতি দীর্ঘাকার পুরুষ দণ্ডায়মান! শৈলবালা এরূপ ভয়ানক মূর্ত্তি আর কখন দেখে নাই! তাহার সমস্ত অঙ্গ ভালরূপে দেখিতে পাইল না, কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতেই শরীর কাঁপিতে লাগিল, চেতনা প্রায় বিলুপ্ত হইল! এ মানব না পিশাচ, তাহা বুঝিতে পারিল না! ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া কহিল "তুমি এ রাত্রে কোথায় যাবে? আমার সঙ্গে এস!"

শৈলবালা উত্তর করিতে পারিল না; হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সেরূপ কর্কশ ভীষণ স্বর কেবল পিশাচেরই সম্ভবে! মূর্ত্তি পুনরপি কহিল "তোমার ভয় নাই! আমি ভূত নই, আমার সঙ্গে এস!" এই বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, শৈলবালার হস্তধারণ করিয়া লইয়া চলিল! ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ সংজ্ঞা-হীনা শৈলবালাকে সঙ্গে লইয়া কিয়দ্দূর গিয়া একটী কুটীরে প্রবেশ করিল। সেই জনশূন্য কুটীরে একটী প্রদীপ জ্বলিতেছিল। শৈলবালা প্রদীপালোকে দেখিল যে, পূর্ব্বে বিদ্যুতালোকে যাহা দেখিয়াছিল, ইহার মূর্ত্তি তাহা অপেক্ষা ভয়-সূচক ও কুৎসিত! কিন্তু ক্রমে প্রতীতি জন্মিল, সে ভূত নয় মনুষ্য! কিছু পরেই বৃষ্টি থামিল ও প্রভাত হইল! ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ শৈলবালাকে কহিল "তুমি অপেক্ষা কর আমি এখনি আসচি।" এই বলিয়া কুটীরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে গেল ও কিয়ৎক্ষণ মধ্যেই একখানি শকট লইয়া ফিরিয়া আসিয়া শৈলবালাকে কহিল "তুমি এই শকটে আরোহণ কর।"

শৈলবালা ভয়েও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাব?" ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ কহিল "যেখানে তোমাকে লয়ে যাচ্ছি, সেখানে তুমি পরম সুখে থাক্‌বে!"

এই বলিয়া শৈলবালার হস্তধারণ করিয়া শকটে উঠাইল ও দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজে বাহকের নিকটে বসিল। সাত আট ঘণ্টা পরে একস্থানে শকট থামিল! ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ শৈলকে শকট হইতে অবতরণ করিতে বলিয়া শকটের দ্বার উন্মুক্ত করিল। শৈলবালা দেখিল, সম্মুখে একটী উদ্যান-পরিবৃত ক্ষুদ্র অট্টালিকা। আর যাহা দেখিল তাহাতে বালিকা বিস্মিতা, ভীতা ও স্তম্ভিতা হইল। দেখিল, সম্মুখে সেই অট্টালিকার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া—রাজকুমার অমরেন্দ্রনাথ! শৈলবালা সেই শকটের উপর মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তুমি ত সুরেন্দ্র?

He started with more of fear,
Than if an armed foe were near!
"God of my fathers! what have we here!"
—*Lord Byron.*

সুরেন্দ্রনাথ বিন্ধ্যগিরির উপত্যকায় সন্ন্যাসীর সহবাসে কয়েক দিবস অবস্থিতি করিলেন। এই কয়েক দিবস সন্ন্যাসীর পূর্ব্ব পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল, তাঁহার দেবতা-দুর্লভ সদ্‌গুণ-রাশির উপর অধিকতর ভক্তি জন্মিল। কিন্তু সে রমণীয় পার্ব্বত্য প্রদেশ, সন্ন্যাসীর পরম প্রাতিকর সহবাস, কিছুদিন পরেই সুরেন্দ্রের আর ভাল লাগিল না। বহির্জগতের রমণীয় শোভা আর তাঁহার অন্তর্দাহ নিবারণ করিতে পারিল না। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট বিদায় চাহিলেন।

সন্ন্যাসী তাঁহার মনের ভাব দেখিয়া, সেস্থানে অধিক দিন থাকিতে অনুরোধ করিতে সাহস করিলেন না ; অগত্যা সম্মত হইয়া কহিলেন "আমি এক সময়ে সংসারে অবস্থান করতেম, অনেক দিন মানব-চরিত্র পর্য্যালোচনা করেছি ; এ সংসারে পাপাত্মা লোকের সংখ্যাই অধিক ; তোমার ন্যায় প্রশস্তচেতা, সরল-হৃদয় ব্যক্তি অতি বিরল। আমি তোমার সদ্গুণসমূহে যার পর নাই সুখী হলেম! তোমার হৃদয় সুস্থির হচ্চে না দেখে, আমি তোমার বিদায় গ্রহণে আপত্তি কর্‌তে পারি না। পরে আমি আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অভিলাষ করি।"

সুরেন্দ্র কহিলেন "অনুমতি করেন তো কিছু দিন পরে আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো!"

সন্ন্যাসী কহিলেন "সুবিধা হয়, আবার এস্থানে সাক্ষাৎ করতে পার! আমিও ইতিমধ্যে তোমার তত্ত্বানুসন্ধানের চেষ্টা করবো!"

সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিদায় লইলেন। বিন্ধ্যগিরি হইতে অবতরণ করিয়া সুরেন্দ্রনাথ উদাসীন বেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথায় যাইবেন? এ সংসারে সকল স্থানই তাঁহার পক্ষে সমান! যখন নিতান্ত ক্লান্তি অনুভব করেন, বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি অপনয়ন করেন। কাননস্থ ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, বিজন-প্রান্তর-শোভী সরসী অথবা স্রোতস্বতীর বারি পান করিয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন।

কয়েক দিবস পরে একটী নির্জ্জন কানন-প্রান্তে, পরম সুন্দর প্রদেশ সুরেন্দ্রের নয়নগোচর হইল। দেখিলেন, একটী অনতি-বিস্তৃত স্বচ্ছ সরোবর। চারিপার্শ্বে নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ। সরোবরের নির্ম্মল সলিলে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তাহার উপরে নবপল্লবপূর্ণ, কুসুমস্তবকশোভিত তরুচ্ছায়া, কোথাও বা কুসুমিত পুষ্পলতার ছায়া পড়িয়াছে ; যেন সরোবরের নীল জলের ভিতর, কে কুসুম-উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছে। পুষ্করিণীর প্রস্তর-নির্ম্মিত

সোপানের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ পুষ্পবৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। নিকটে,কিঞ্চিন্মাত্র দূরে, একটী পুষ্পভারবিনত দীর্ঘ অশোক বৃক্ষ তলে, একটী লতামণ্ডপপরিবৃত ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা দেখা যাইতেছে। সূর্য্য অস্তমিত প্রায়। স্থানটী জনহীন, নিস্তব্ধ! শব্দের মধ্যে কেবল বৃক্ষপল্লবমধ্যে সমীরণের মৃদু সঙ্গীত। সুরেন্দ্রনাথ সেই সোপানোপরি উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। শৈলবালার বিদায় কালের অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল! দুই একটী অশ্রুবিন্দুও সোপানের পাষাণ-বক্ষে পড়িল। আর কি শৈলবালাকে দেখিতে পাইবেন না? কি করিলে শৈলকে আর একবার দেখিতে পান? হয়ত রাজকুমারের সঙ্গে এত দিনে শৈলবালার বিবাহ হইয়াছে। আজি হয়ত শৈলবালা রাজেন্দ্রাণী! দুর্ভাগ্য, পথের ভিখারী সুরেন্দ্রকে আর কি তাহার মনে আছে? সুরেন্দ্র অনন্যমনে, নিরাশ-হৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ কোথা হইতে রমণীকণ্ঠনিঃসৃত মৃদু সঙ্গীতধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল! বোধ হইল, যেন সমীপস্থ অট্টালিকার মধ্যে একজন রমণী মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতেছে। ক্রমে সেই মৃদু সঙ্গীতধ্বনি স্পষ্টতর হইল। তাহার সঙ্গে তাললয়বিশুদ্ধ বাদ্যধ্বনি ও সুমৃদু বীণারব মিশিল। নিকটে অশোক বৃক্ষের উপরে একটী পাপিয়া ডাকিতেছিল, সে নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে সেই মৃদুসঙ্গীত শতকোকিলের এককালীন ঝঙ্কারের ন্যায় আকাশ ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। নির্জ্জন উপবন কম্পিত করিয়া, সান্ধ্য সমীরণ বিলোড়িত করিয়া, অশোকবৃক্ষ-বিহারী পাপিয়াকে বিমুগ্ধ করিয়া, বিস্ময়-বিমোহিত সুরেন্দ্রের চিন্তারাশি অপনীত করিয়া, সেই উচ্চ সঙ্গীতধ্বনি গগনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র বিমুগ্ধ চিত্তে সেই হৃদয়উন্মাদকর সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। এরূপ কোমল অথচ তীব্র, উচ্চ অথচ মধুরতাপূর্ণ কণ্ঠস্বর তিনি আর কখন শুনেন নাই। সেই স্বর যত উচ্চে উঠিতে লাগিল, ততই অধিক সুমিষ্ট বোধ হইতে লাগিল।

সঙ্গীতধ্বনি নিস্তব্ধ হইলে, সুরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, এ বিজন প্রান্তরে কাননসমীপে এ রমণী কে? অপ্সরী না মানবী? মানবীর কি এরূপ কণ্ঠস্বর সম্ভব? সুরেন্দ্র বাপীতীর হইতে উঠিয়া সেই অট্টালিকার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন উপরিস্থ গৃহ আলোকময়! কয়েক ব্যক্তির কথোপনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। অকস্মাৎ সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। শুনিতে পাইলেন একজন সুপরিচিত ব্যক্তি একজন রমণীর সঙ্গে কথোপকথন করিতেছে। মনে মনে বুঝিলেন আর সে স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু সে স্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না! মনে হইতে লাগিল আরও একটু থাকিয়া সেই অপ্সরী-কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত আর একবার শুনেন! সুরেন্দ্রনাথ! তুমি না আর লোকালয়ে যাইবে না স্থির করিয়াছ? তবে এ রমণীর সঙ্গীত আর একবার শুনিবার জন্য এত উৎসুক কেন? সুরেন্দ্র অনেক্ষণ সেই স্বর আবার শুনিবার প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; কিন্তু আশা সফল হইল না। এই সময়ে সেই পরিচিত ব্যক্তির কথোপথনের স্বর আর একবার শুনিতে পাইলেন। হতাশ হইয়া ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আকাশে শরতের শশধর শোভা পাইতেছে। সুরেন্দ্র শৈলবালাকে ছাড়িয়া আসা অবধি, চন্দ্রের এরূপ শোভা এক দিনও দেখেন নাই। সুরেন্দ্রের যেন মনে হইতে লাগিল, সে চন্দ্রের অমৃতময় কিরণ, আর সেই রমণীর সুধাময় কণ্ঠস্বর যেন একই উপাদানে নির্ম্মিত। সুরেন্দ্র নিতান্ত অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে লাগিলেন। যেন কতই ভাবিতেছেন; কিন্তু কিছুই ভাবিতেছেন না। এইরূপে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ অতিক্রম করিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়া উঠিল "এই ত সেই! রক্ষীগণ! সাবধান, যেন পলায়ন না করে!"

সুরেন্দ্র ইহাঁরই স্বর উদ্যানমধ্যস্থ অট্টালিকার মধ্যে শুনিয়াছিলেন। এ স্বর তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন। পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে গোবিন্দপ্রসাদ ও কয়েকজন প্রহরী তাঁহার দিকে ধাবিত হইতেছে।

গোবিন্দপ্রসাদ দ্রুতবেগে আসিয়া সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "তবেরে রাজদ্রোহী পলাতক! এখন কোথায় পলাইবে?" সুরেন্দ্র দেখিলেন যে গোবিন্দপ্রসাদ ও তাহার সহচরগণ সকলেই সশস্ত্র কিন্তু তাঁহার নিকটে কোন অস্ত্র নাই, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে বলপ্রকাশ অসম্ভব। তথাপি গাবিন্দপ্রসাদ যখন তাঁহার হস্ত ধারণ করিল, তিনি ক্রোধাবেগ উপশমিত করিতে পারিলেন না। আরক্ত নয়নে গোবিন্দপ্রসাদের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "গোবিন্দ-প্রসাদ! তোমার কি অভিপ্রায়?"

গোবিন্দপ্রসাদ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ নয়নদ্বয়ে সুরেন্দ্রের মুখমণ্ডলের দিকে ক্রূর দৃষ্টি করিয়া উত্তর করিল "কি অভিপ্রায় তা আবার জিজ্ঞাসা করচ? রাজ-অনুমতিক্রমে তোমার প্রণয়িণী শৈল-বালার সম্মুখে তোমাকে বলিদান দিব।"

সুরেন্দ্র বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন; গোবিন্দপ্রসাদ ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্র একজন রক্ষীর হস্ত হইতে তরবারি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। নিরস্ত্র যুবক বজ্রমুষ্টি প্রহারে একজনকে ভূমিশায়ী করিলেন, কিন্তু অপর রক্ষীগণ চারিদিক হইতে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। গোবিন্দপ্রসাদও ভূমিশয্যা হইতে উঠিয়া কহিল "এখানে একে প্রাণে বধ করবার আবশ্যক নাই! রাজকুমারের অনুমতি লয়ে, রাজমহিষী শৈলবালার সম্মুখেই এর প্রতিফল প্রদান করবো!"

সুরেন্দ্র আর বলপ্রকাশ করিলেন না। "রাজমহিষী শৈলবালা" এই কয়েকটী কথা তীরের ন্যায় সুরেন্দ্রের হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিল। আকাশ পৃথিবী সকলি ঘুরিতে লাগিল। তিনি চারিদিকে কেবল অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ভূতলে উপবেশন করিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ সুরেন্দ্রকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ভূতল হইতে উঠাইল। রক্ষীগণ গোবিন্দপ্রসাদের অনুমতিক্রমে নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে লতা লইয়া সুরেন্দ্রের দুই হস্ত বাঁধিল। গোবিন্দপ্রসাদ ও

রক্ষীগণ সানন্দে, অকস্মাৎ হীনতেজঃ সুরেন্দ্রকে লইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা দুই চারি পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে কোথা হইতে একজন রমণী আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রমণীর আলুলায়িত কেশরাশি ভূমিতল স্পর্শ করিতেছে; সংসার-ত্যাগিনী বনবিহারিণী যোগিনীর বেশ! রমণীকে দেখিবামাত্র গোবিন্দপ্রসাদ সুরেন্দ্রের হস্ত ছাড়িয়া দিয়া এক দৃষ্টে রমণীর মুখ-পানে চাহিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। যোগিনী কহিল "গোবিন্দপ্রসাদ! নিঃসহায়, নিরস্ত্র বালকের উপর এই অত্যাচার?"

এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতেই, গোবিন্দপ্রসাদ দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। রক্ষীগণ নায়কের এইরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া সুরেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান করিল। যোগিনী সুরেন্দ্রের লতাবন্ধন উন্মোচন করিয়া কহিল " আমার সঙ্গে এস।"

বিস্ময়-বিহ্বল সুরেন্দ্র রমণীর পশ্চাতে চলিল। এ রমণীর আকস্মিক আবির্ভাব ও তাহাতে গোবিন্দপ্রসাদের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না! কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া রমণী একটী কুটীরে প্রবেশ করিল ও সুরেন্দ্রকে বসিতে আসন দিয়া কহিল " এই আমার কুটীর, কাননাভ্যন্তরে এই নির্জ্জন কুটীরে আমি একাকিনী বাস করি। সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন " আপনি কে?"

যোগিনী উত্তর করিল "আমার পরিচয়ে তুমি কি বুঝবে? তুমি আমাকে চেননা, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। তুমি তো সুরেন্দ্রনাথ?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকে।

I am fire and air ; my other elements
I give to baser life.—*Antony and Cleopatra.*

সুরেন্দ্রনাথ, যোগিনী কে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহার পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহল-পরায়ণ হইলেন না। গোবিন্দ-প্রসাদের নিকট আজি যে কথা শুনিয়াছেন তাহারই চিন্তা হৃদয় সম্পূর্ণ-রূপে অধিকার করিয়াছিল। "রাজমহিষী শৈলবালা" এই কথা পুনঃ পুনঃ তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতে লাগিল। তবে কি সত্য সত্যই রাজকুমার অমরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহবিধি সম্পন্ন হইয়াছে? তবে কি সত্য সত্যই আজি সুরেন্দ্রের শৈশবসখীর পবিত্র দেহ পাপাত্মা অমরেন্দ্রের অঙ্কে শোভা পাইতেছে? এই চিন্তা অসহ্য হইল। জীবনভার বহন করা কেবল যন্ত্রণার কারণ বোধ হইতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ এই অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন। কখনও রোদন করেন, কখনও পর্ণকুটীরের বাহিরে আসিয়া পদচারণা করেন। প্রভাতে যোগিনী গৃহমধ্যে আহার্য্যাদি প্রয়োজনীয় বস্তু সংস্থাপন করিয়া কহিল "সুরেন্দ্রনাথ! আমি এই কাননস্থ কালিকার মন্দিরে দিবসে কোন ব্রত পালন করে থাকি। সন্ধ্যার পরে পুনর্ব্বার এই কুটীরে প্রত্যাগমন করবো। তুমি এই কুটীরে অপেক্ষা কর, তোমার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে।"

এই বলিয়া যোগিনী সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ একাকী সেই কুটীরে অতি ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে দিন গেল, সন্ধ্যা হইল, আকাশে তারকারাজি ফুটিয়া উঠিল! সুরেন্দ্রের ব্যথিত হৃদয় শান্ত করিবার কি কোন উপায় নাই? অকস্মাৎ একটী কথা সুরেন্দ্রের মনে পড়িল। কাল সন্ধ্যার সময় যে রমণীর কণ্ঠ সঙ্গীত শুনিয়াছিলেন, তাহা কি আর একবার শুনিতে পান না?

সেই রমণীর বাপীতীর, তাহার নিকটে সেই অপ্সরীকণ্ঠনিঃসৃত মধুর সঙ্গীত, হৃদয়মধ্যে উদিত হইবামাত্র চিন্তারাশি অনেক অন্তর্হিত হইল! এ সংসার অপেক্ষাকৃত সুখময় বোধ হইতে লাগিল। জীবনভার বহন করা যে কেবল যন্ত্রণার কারণ, এ প্রতীতি আপাততঃ অন্তর্হিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ সেইস্থানে যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। সেখানে যে গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা, এ কথা মনে একবারও উদয় হইল না। অল্প আয়াসেই সেই বাপীতীর অন্বেষণ করিয়া লইলেন। সেইখানে গিয়া বসিলেন। পূর্ব্ব দিবসে ঠিক এই সময়েই রমণী সঙ্গীত করিয়াছিল। আজিও সেইরূপ সঙ্গীত শুনিবার আশায় সেই ক্ষুদ্র অট্টালিকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। অট্টালিকার মধ্যে যে মনুষ্য আছে এমন বোধ হয় না। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় আজিও সেই অশোক-বৃক্ষ-বিহারী পাপিয়ার আকাশভেদী কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে! পূর্ব্বদিবসের ন্যায় আজিও পূর্ণশশী পূর্ণসুখে হাসিতেছে! পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় চঞ্চল সমীরণ, সরসীহৃদয়ে, বৃক্ষপল্লবে, ক্রীড়া করিতেছে! সুরেন্দ্রনাথ এই সময়ে আর একবার সেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু অভিলাষ পরিতৃপ্ত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে নিকটে যেন কাহার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। কৌতূহলবশতঃ চারিদিকে চাহিলেন। দেখিলেন, তাঁহারই সম্মুখস্থ বৃক্ষতলে দুইটী রমণী কথোপকথন করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মধ্যে একজনকে চিনিতে পারিলেন। ইনি সেই কুটীরবাসিনী যোগিনী! আর এক জন তাঁহার দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়াছিল; তাহাকে সুরেন্দ্র দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পরিচ্ছদের পারিপাট্যে সম্ভ্রান্তবংশীয়া বলিয়া অনুভব করিলেন। সুরেন্দ্র একটী পুষ্পবৃক্ষের অন্তরালে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। যোগিনী বলিতে লাগিল "আমি ত পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, এই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ গর্ব্বিত যুবকের সঙ্গে তোমার চিরকাল সম্প্রীতি থাকা অসম্ভব!"

দ্বিতীয়া রমণী কহিল “কিন্তু এখন কি করবো! তুমি ত সমস্তই জান; আমি কি ছিলেম কি হয়েছি! এ পৃথিবীতে তুমি বই আর কোন রমণী আমার এ রহস্য অবগত নয়! তাই তোমার কাছে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তুমি কি প্রকারে এ বিষয়ের সন্ধান পেলে?”

যোগি। তুমি কি জান না, সেই দুরাত্মার যে যে স্থানে গতিবিধি, এই দ্বাদশ বৎসর তার সন্ধান নিচ্চি?

দ্বিতী। সেই রমণী কে তা জান্‌তে পেরেছ?

যোগি। এখনও তার পরিচয় জান্‌তে পারি নাই। জান্‌তে পারলেই তোমাকে সংবাদ দিব।

দ্বিতী। তবে একবার সেই শশীকলাকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বল। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই আমি সমস্ত বুঝতে পারবো। আজিও বিবাহ হয়নি তুমি নিশ্চয় জান?

যোগি। শশীকলা বল্‌লে,যদি সে বালিকা নিতান্ত সরলা না হতো, তবে এতদিনে বিবাহ না হোক, নিশ্চয়ই তার সতীত্ব নষ্ট হতো। কিন্তু আমি আজ তিন চারি দিবসের কথা বলচি,এর মধ্যে কি হয়েছে তা বল্‌তে পারি না।

দ্বিতী। সে শশীকলার গৃহ এখান হতে কতদূর?

যোগি। অধিক দূর নয়! দুই এক দিবসেই যাতে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, আমি তার চেষ্টা করবো।

দ্বিতী। মনে করে দেখ দিকি কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! আমি কোন্ অপরাধে এরূপ ব্যবহারের যোগ্য?

যোগি। তুমি বাস্তবিকই তাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাস?

দ্বিতী। আমি তো তোমাকে সমস্তই বলেছি! এক সময়ে বালিকা-সুলভ চপলতার বশবর্ত্তী হয়ে তাকে ভালবেসেছিলেম, অথবা তার রূপে মোহিত হয়েছিলেম, কিন্তু সেই বালিক-সুলভ মোহ অনেক দিন অন্তর্হিত হয়েছে! পাপাত্মার সঙ্গে কিয়দ্দিনের সহবাসেই

নিজের ভয়ানক ভ্রম বুঝতে পারলেম। এ ঘোরতর পাপের জন্য কত অনুতাপ করলেম। এক এক বার মনে হতো, আত্মহত্যা বিধান করে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি!—অবশেষে স্থির করলেম, এ পাপ জীবন কোন প্রকারে এইরূপেই অতিবাহিত করবো। পূর্ব্বের সে ভাব, তাকে ভালবাসাই বল, আর বাল্যকালের চপলতাই বল, অনেক দিন আমার হৃদয় থেকে অপসৃত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে যে আমাকে এত প্রলোভন দেখিয়ে, এ পাপ সাগরে নিমগ্ন করে, অবশেষে পরিত্যাগ করবে ও অন্য একজন রমণীর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হয়ে সুখে জীবন যাপন করবে, আর আমি এইরূপ পথের ভিখারিণী হয়ে থাক্‌বো, এ কথনই সহ্য হবে না। তাই তোমাকে অনুরোধ কর্‌চি, আমাকে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ প্রদান কর।

যোগি। তুমি আজিও বালিকা! সংসার সুখের আশা তোমার হৃদয়ে নিতান্ত বলবতী। তাই তুমি আমার পরামর্শ মতে কাজ কর্‌তে পারবে না। তুমি কি জান না আমি কি জন্য কালিকার মন্দিরে এ কঠোর ব্রত প্রতিপালন করি? যদি পার, তুমিও সেই ব্রত অবলম্বন কর; ইহলোকে মনের শান্তি পাবে ও পরলোকে কালিকার প্রসাদে মুক্তি লাভ কর্‌বে!

দ্বিতী। তুমি ত এত দিন এ ব্রত প্রতিপালন করলে, কিন্তু আজিও ত মনোভিলাষ পূর্ণ হলো না।

যোগি। মনোভিলাষ পূর্ণ হবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিবস হলো করালবদনী স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন। তাতে জান্‌তে পেরেচি আর এক বৎসরের মধ্যেই সেই পাপাত্মার রক্ত জগন্মাতাকে উৎসর্গ করতে পারবো! যার দ্বারা এবিষয়ে বিশেষ সাহায্য পাব, জগন্মাতা আশ্চর্য্য ঘটনাক্রমে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দিয়েচেন। আর আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হবার বিলম্ব নাই!

বলিতে বলিতে যোগিনী সানন্দে করতালি দিয়া, আপন কটীবন্ধ হইতে একখানি শাণিত-ফলক ছুরিকা বাহির করিল। চন্দ্রকিরণে

ছুরিকার তীক্ষ্ণ ফলক প্রতিফলিত হইল। সুরেন্দ্রনাথ সিহরিয়া উঠিলেন। যোগিনী বলিতে লাগিল "তারপর সমস্ত অবয়ব, এই এই আলুলায়িত কেশরাশি, দুরাত্মার শোণিতে রঞ্জিত করে, কালিকার সম্মুখে আপনাকে বলি প্রদান করবো। তুমি কি এ ব্রত প্রতিপালন করতে পারবে?"

দ্বিতীয়া রমণী কোন উত্তর করিল না। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে যোগিনী কহিল "তবে আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি, আমার কুটীরে একজন অতিথি এসেছে। সে একাকী আছে। আমি গিয়া তার উপযুক্ত আতিথ্য বিধান করবো।"

দ্বিতীয়া রমণী জিজ্ঞাসা করিল "সে অতিথি কে?" যোগিনী কহিল "তার পরিচয়ে তোমার আবশ্যক নাই!" এই বলিয়া যোগিনী বিদায় লইল। রমণী কিয়ৎক্ষণ চিন্তিত ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি মৃদুস্বরে একটী গান করিতে করিতে যেখানে সুরেন্দ্র বসিয়াছিলেন সেইখানে আসিল। যদিও সে গীতিধ্বনি অতি মৃদু, তথাপি সুরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন পূর্ব্ব দিবসে এই রমণীরই কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র একদৃষ্টে সেই রমণীর দিকে চাহিয়া তাহার মৃদুমধুর কণ্ঠস্বর শুনিতে লাগিলেন। রমণী, একজন অপরিচিত মনুষ্য, রাত্রিকালে সোপানোপরি সেই ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

সুরেন্দ্র কহিল আমি "আমি একজন পথিক।"

রমণী মৃদু হাস্য করিয়া কহিল "দেখি কেমন পথিক?" এই বলিয়া যুবতী সুরেন্দ্রের আরও নিকটে আসিয়া ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "ওমা তাইত! তা তুমি এখানে একাকী বসে রয়েছ কেন? আমার সঙ্গে এস!"

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন "আমার অন্যস্থানে যাবার প্রয়োজন আছে, আমি এখন যাই।"

রমণী হাস্য করিয়া কহিল "কেন? তোমার কি আমার সঙ্গে

আস্‌তে ভয় করে? তুমি কি মনে করচো আমি যাদুবিদ্যায় তোমাকে বশ করে রাখ্‌বো?"

সুরেন্দ্র দেখিলেন রমণীর মৃদু হাস্যটুকু চন্দ্রের কিরণে প্রতিফলিত হইয়া অতি রমণীয় বোধ হইল। তাহার কথাগুলি নৈশ সমীরণের সঙ্গে মিশিয়া অতি মধুর বোধ হইল। তিনি আর আপত্তি করিলেন না!

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, চন্দ্রকিরণে এমন একপ্রকার শক্তি আছে, যাহাতে সময়ে সময়ে মানবচিত্তের স্বাভাবিক ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। অনেকের উন্মাদ-রোগের প্রারম্ভ চন্দ্রকিরণে। সুরেন্দ্রনাথের সেই প্রকার কোন হৃদয়-বিকার হইল কি না, আমরা নিশ্চয় জানি না; কিন্তু তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে রমণীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। রমণী পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে সুরেন্দ্রের সঙ্গে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নানা কথা।

You know full well what makes me look so pale!
* * you should not ask me that,
But make your own heart monitor
And save me the great pain of telling.—KEATS.

আমরা সুরেন্দ্রনাথের কথা বলিতে গিয়া অভাগিনী শৈলবালাকে ভুলিয়া যাইতেছিলাম। ভীষণাকৃতি পুরুষ মূর্চ্ছিতা শৈলকে দুই হস্তে তুলিয়া সম্মুখস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গৃহে পালঙ্কোপরি একটী সুন্দরী যুবতী বসিয়াছিল। মূর্চ্ছিতা রমণী কে, তাহা যেন নিশ্চয় জানিবার জন্যই কুমার অমরেন্দ্রনাথ ভীষণমূর্ত্তি পুরুষের সঙ্গে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সংজ্ঞাহীনা শৈলবালাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার সবিস্ময়ে কহিলেন "একি! এ যে শৈলবালা! রোহিম খাঁ! তুমি এ কে কোথা হতে আন্‌লে?

রহিম খাঁ কর্কশস্বরে কহিল "এ বালিকাকে নিশীথসময়ে বিজন প্রান্তরে একাকিনী, আশ্রয়হীনা দেখে, আশ্রয় প্রদান করেছি!"

রাজকুমার মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া কহিলেন "বুঝেছি! শৈলবালা বিবাহের ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করছিল। ধন্য রোহিম খাঁ আমি তোমাকে এর উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করবো!"

রোহিম খাঁ উত্তর করিলনা। স্বাভাবিক কর্কশস্বরে পালঙ্কোপরি উপবিষ্টা রমণীকে জল আনিতে বলিল। রমণী জল আনিয়া শৈলবালার অধরে, চক্ষে, মস্তকে সিঞ্চন করিতে লাগিল। শৈল ক্রমে সজীবতা পাইতে লাগিল। রাজকুমার সংজ্ঞাশূন্যা শৈলবালার অতুল রূপরাশি একদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাহার স্থানভ্রষ্ট কুঞ্চিত কেশদামে অর্দ্ধাবৃত মুখখানি ছিন্নবৃন্ত নলিনীর ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নয়নদ্বয় নিমীলিত; ওষ্ঠাধর শুষ্ক গোলাপ-কুসুমের ন্যায় ঈষৎ আভাহীন। উন্নত বক্ষঃস্থল নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঈষৎ কম্পিত হইতেছে। রাজকুমার একদৃষ্টিতে শৈলবালার নূতন রূপরাশি দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ বিরক্ত ভাবে কহিল "কি দেখ্‌চো? একবার তোমাকে দেখে এর এরূপ দশা হয়েছে আবার তোমাকে দেখ্‌তে পেলে এখনই যে একে জীবলীলা সম্বরণ করতে হবে! তুমি স্থানান্তরে গমন কর।"

রাজকুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিলেন! রোহিম খাঁ রমণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল "তুই আমার সঙ্গে বড়ই কুব্যবহার করচিস। আমি তোকে বারম্বার বলেছি, আমার টাকার প্রয়োজন হয়েছে! তুই সেই অঙ্গীকৃত অর্থ আজও প্রদান করলি না।"

রমণী ভীষণমূর্ত্তি পুরুষের মুখের দিকে না চাহিয়া উত্তর করিল "আমি রাজকুমারের কাছে এবিষয়ের প্রস্তাব করবো।"

রোহিম খাঁ ক্রুদ্ধভাবে কহিল "তুমি কার কাছেপ্রস্তাব কর আর না

কর, আমার তাতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই! এখনও বল এক মাসের মধ্যে অঙ্গীকৃত অর্থ দিতে পারবে কি না? না হয় বল, আমি এখনি সমস্ত কথা রাজকুমারের নিকট প্রকাশ করে, তাঁকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করতে বাধিত করি!”

রমণী সকরুণ কটাক্ষে চাহিয়া কহিল “ক্ষমাকর! এখন আর সে সকল কথা উত্থাপন করো না। বিবেচনা করে দেখ এতদিনের পর আমার পরিচয় প্রকাশিত হলে আমার কি দশা হবে!”

রোহিম খাঁ কহিল “তোমার আর কি দশা হবে? যেমন ছিলে আবার তেমনি থাক্‌বে! যদি আমার প্রয়োজনের সময়ে আমার উপকার করতে না পারলে, তবে তোমাকে বিক্রয় করে আমার কি লাভ? তোমার রূপ ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হচ্চে। এখন না হলে এর পরে আমি কি প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করবো?”

রমণী কাতরস্বরে কহিল “তোমার চরণে ধরে মিনতি করি, আর ও কথা এখন বলো না! এখনি কেহ শুন্‌তে পেলে রাজকুমারের কর্ণগোচর হবে। আমি প্রতিজ্ঞা কবচি আর একমাসের মধ্যে যেমন করে পারি তোমাকে অঙ্গীকৃত অর্থ পাঠিয়ে দিব!”

রহিম খাঁ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে উত্তর করিল “আচ্ছা তোমাকে আরও একমাস সময় দিলাম। আর দেখ, সাবধান! এই বালিকাকে অতি যত্নে রেখো; যেন রাজকুমার এর চরিত্র কলুষিত করতে না পারে! এ বালিকার দ্বারা ভবিষ্যতে আমাদের আরও অনেক উপকার হবার সম্ভাবনা!”

এই বলিয়া ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল! সে চলিয়া গেলে রমণীর মৃতদেহে যেন জীবন সঞ্চার হইল। সে শৈলবালার দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল শৈল অনেক সংজ্ঞালাভ করিয়াছে। শৈল ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল “আমি কোথায় এসেচি!”

রমণী কহিল তোমার কোন ভয় নাই। তুমি উত্তম স্থানে এসেছ!"

শৈল জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?"

রমণী কহিল "আমার নাম শশীকলা।"

বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "শশীকলা কে?"

রমণী কহিল "যিনি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী, তিনিই আমাকে তোমার শুশ্রূষার জন্য পাঠিয়েছেন!"

শৈলবালা সাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি সুরেন্দ্রকে চেন?"

রমণী উত্তর করিল "সুরেন্দ্র কে?"

শৈলবালার মস্তক আবার ঘূরিয়া উঠিল। সে আবার পালঙ্কের উপর পড়িয়া গেল! রমণী কিয়ৎক্ষণ পরে পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে উঠিয়া গেল! সেখানে রাজকুমার অমরেন্দ্র তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। রমণী রাজকুমারের পার্শ্বে উপবেশন করিল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "শশীকলা, স্ত্রীলোকটী আরোগ্য লাভ করেছে?"

শশীকলা রাজকুমারের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিল "রাজকুমার, সত্য করে বলুন, এ বালিকা কে?"

রাজকুমার সহাস্যে উত্তর করিলেন "তা আমি কি প্রকারে জান্‌ব?"

শশী। তবে সে আরোগ্য লাভ করেছে কি না তুমি সে জন্য এত ব্যস্ত হচ্চ কেন?

রাজকুমার হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "কেন ব্যস্ত হচ্চি শুন্‌বে? আমি এ বালিকাকে বিবাহ করবো মানস করেছি।"

শশী। তা আমি বুঝতে পেরেচি। তুমি পরিহাসচ্ছলে মনের ভাব গোপন করবার চেষ্টা করচো, কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ হয়ে পড়েচে।

অম। শশি, যদি একথা সত্যই হয়, তোমার তাতে কিছু ক্ষতি আছে?

শশী। আমার আর এখন রূপ যৌবন নাই, আপনার মনস্তুষ্টি করবার ক্ষমতা নাই। ক্ষতি থাক্‌লেই বা আপনি আমার ক্ষতি গ্রাহ্য করবেন কেন? এমন অনাঘ্রাত, অনতিপ্রস্ফুটিত পদ্মফুল পেলে, আপনার ন্যায় রসজ্ঞ ভ্রমর সৌরভহীন শুষ্ক ফুল কেন না পরিত্যাগ করবে?

অম। শশি, তোমার ঐ ভ্রম মাত্র! অমরেন্দ্রের মন মোহিত করে, এরূপ ক্ষমতা শশীকলা বই এ পৃথিবীতে আর কারও নাই! তোমার সঙ্গে আমার যে অকৃত্রিম প্রণয় আছে, যাবজ্জীবন এইরূপই থাক্‌বে! তবে যে এ রমণীর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করচি, তার বিশেষ কারণ আছে! আমি ঘটনাসূত্রে বদ্ধ হয়ে প্রতিজ্ঞা করেচি, যে কোন প্রকারেই হোক এ রমণীকে হস্তগত করবো। সে প্রতিজ্ঞা এখন আর তোমার সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নাই!

শশী। এ বালিকা কে?

অম। এ বিজয়পুরস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যা! কি ঘটনায় আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করলেম, তা পরে বল্‌বো! এই কন্যার পিতা আমার সঙ্গে একে পরিণীতা করবার জন্য বিশেষ যত্নবান হয়েছিল। আমি এর পিতার অনুরোধে একদিন এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেম। কিন্তু আশ্চর্য্য! এই গর্ব্বিতা বালিকা আমার পদমর্য্যাদা, আমার রাজসম্ভ্রম, সকলি অগ্রাহ্য করে, আমাকে যারপর নাই অপমান করলে ও আমারই সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করলে যে, আমার পরম শত্রু সুরেন্দ্র নাথ নামে একজন অজ্ঞাতকুলশীল, রাজদ্রোহী, দরিদ্র বালক বই আর কাহাকেও জীবন থাকতে বিবাহ করবে না। সেই অবধি আমি স্থির করলেম, যে কোন উপায়েই হোক, এ গর্ব্বিতা বালিকাকে আমার করবো! এর পিতাও স্থির করলে, কন্যার এইরূপ অসম্মতি-সত্ত্বেও আমার সঙ্গে একে পরিণীতা করবে! আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়েছিল! বালিকা এ বিবাহ হতে পরিত্রাণ পাবার

আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখে, রজনীযোগে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করছিল।

শশী। তবে কেন আপনি এর পিতাকে সংবাদ দিন না। তাহলে তিনি একে গৃহে লয়ে গিয়ে আপনার সঙ্গে বিবাহ দিতে পারেন।

অম। না একথা এখন প্রকাশ হলে অনেক অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ পিতা যদি শোনেন যে, এ বালিকা আমার সঙ্গে বিবাহে এরূপ অসম্মতা, তিনি নিশ্চয়ই অমত প্রকাশ করবেন। এখন তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, যাতে আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, তোমাকে তার চেষ্টা করতে হবে। আমি নিশ্চয় বল্‌চি, তোমার উপর যে ভালবাসা আছে, তা কথনই হ্রাস প্রাপ্ত হবে না। বরং এতে সফল হলে তোমার কাছে চির-উপকৃত জ্ঞান করবো!

শশী। স্বার্থপর পুরুষেরা কার্য্য উদ্ধারের সময় এই সকল কথাতেই অবলার মন ভুল্‌য়ে থাকে। তা বলুন, কি প্রকারে আমি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি।

রাজ। আমি স্বয়ং এর নিকটে উপস্থিত হলে কোন ফল হবেনা। এ বিষয়ের সমস্ত ভার তোমারই উপর অর্পণ করলেম। সৎপরামর্শেই পার, প্রলোভন প্রদর্শনেই পার, এর পবিত্র হৃদয় কলুষিত করেই পার, এ বালিকাকে বশীভূত করতে হবে।

শশীকলা অমরেন্দ্রের প্রতি কটাক্ষ করিয়া মৃহু হাস্যের সহিত উত্তর করিল "রাজকুমার! এ সহজ কথা নয়! এ পুরুষকে বশ করা নয়, যে কেবল একটী মাত্র কটাক্ষের প্রয়োজন! রমণী হয়ে রমণীকে বশীভূত করা অনেক বুদ্ধির আবশ্যক। সে যাহা হোক, আমি আপনার অনুরোধে আজ হতে এ কার্য্যেও নিযুক্তা হলেম!"

অমরেন্দ্র সন্তুষ্ট হইলেন ও সানন্দে শশীকলার করপুট ধারণ করিলেন। শশীকলা সাভিমানে হস্ত ছাড়াইয়া কহিল "আর কেন রাজকুমার!"

রাজকুমার কহিলেন "শশীকলা, এইমাত্র তোমার নিকটে যা প্রতিশ্রুত হলেম তা কি ভুলে গেলে ?"

এই বলিয়া রমণীর দুই হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে অর্গলবদ্ধ দ্বারে কে সজোরে করাঘাত করিল। অমরেন্দ্র বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি ?" বাহির হইতে উত্তর হইল "যুবরাজ ! শীঘ্র দ্বার উদ্ঘাটিত করুন। নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত !"

যুবরাজ দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখমণ্ডল শুষ্ক ও মলিন ! রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে ?" গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "রাজকুমার ! সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়েছে ! আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামীর গণনা সত্য ! তিনি যে রমণীর বিষয় গণনা করেছিলেন, সে আজিও জীবিতা আছে ! তার এই ষোড়শ বৎসরের অন্তর্ধানে আচার্য্যের ভবিষ্যদ্-গণনা মিথ্যা বলে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু আজ জান্‌লেম, সত্য ! এখন উপায় কি বলুন ?"

রাজকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন "তুমি পাগল হলে না কি ? কোথা থেকে ভবিষ্যদ্‌গণনার কথা এনে উপস্থিত করলে ?"

গোবিন্দপ্রসাদ সরোদনে কহিল "আপনি তো হাস্য করে উড়িয়ে দিলেন ! আমার যে অন্তিমকাল উপস্থিত, তা একবার বিবেচনা করলেন না !"

রাজকুমার গোবিন্দপ্রসাদের ভাব দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না ! শশীকলা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল !

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কমল প্রভা।

Thou, like an exorcist, hast conjured up my mortified spirit.!

—*Tempest.*

সুরেন্দ্রনাথ রমণীর সঙ্গে অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রমণী সুরেন্দ্রকে উপরের গৃহে লইয়া গিয়া বসিতে বলিলেন। গৃহটী অতীব সুসজ্জিত। শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত হর্ম্ম্যতলে অতি পরিপাটী বহুমূল্য গালিচা বিস্তৃত রহিয়াছে। নানা প্রকার গঠনের কয়েক খানি অতি সুন্দর পালঙ্ক গৃহের চারি পার্শ্বে বিস্তৃত রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে দুইটী টেপাইয়ের উপর কুসুমস্তবক শোভা পাইতেছে। গৃহের ছাদের নিম্নে আকাশবর্ণে চিত্রিত চন্দ্রাতপ রহিয়াছে। দুগ্ধফেণশুভ্র গৃহ-প্রাচীরে স্থানে স্থানে কুসুমিত পুষ্পলতারাজি অঙ্কিত রহিয়াছে। মৃদু সমীর-প্রবাহে কক্ষাভ্যন্তরে অতি সুমধুর পরিমল বিকীর্ণ হইতেছে। স্থানে স্থানে বিচিত্র তসবির বা চিত্রপট সজ্জিত রহিয়াছে। তসবিরগুলি বিশেষ রমণীয়; চিত্রবিদ্যায় মানবহৃদয় কতদূর চিত্রিত হওয়া সম্ভব, তাহারই পরিচয় দিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলি চিত্রপট অশ্লীল ভাবে পরিপূর্ণ! কয়েক খানি পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণসম্বন্ধীয়; অবশিষ্ট, আধুনিক মুসলমানসাময়িক। সুরেন্দ্র আগ্রহ সহকারে চিত্র-পটগুলি দেখিতে লাগিলেন। একখানি, কুন্তী বালিকাস্বভাবসুলভ চপলতার গুণে সূর্য্যকে আহ্বান করিয়াছেন। তেজঃপুঞ্জ, পূর্ণযৌবন তপনদেব হাসিতে হাসিতে উচ্চ হইতে অবতরণ করিতেছেন; নব-যুবতী কুন্তী তাঁহার ত্রিদিবদুর্লভ রূপ দর্শনে মোহিত হইয়া বিস্মিত-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। অপর একখানি, সুরসুন্দরী তিলোত্তমা নন্দনবনে বাপীতীরে বসিয়া, স্বচ্ছ সলিলে সবিস্ময়ে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন। এমন সময়ে দৈত্যরাজ সুন্দ ও উপসুন্দ উভয়ের তাঁহাকে লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইল। সুন্দরী তাঁহাদের

উভয়ের প্রতি বক্রভাবে ঈষৎ কটাক্ষ করিতেছেন ও তাঁহার রূপে মোহিত দৈত্যদ্বয়ের কলহের সূচনা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। অন্য একখানি, সুরেন্দ্রাণী শচী যেন ক্লান্তি বশতঃ মহেন্দ্রের ক্রোড়ে নিদ্রিতা হইয়াছেন; কুন্তল ঈষৎ খসিয়া পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে পরিধেয় বসন স্থানভ্রষ্ট, ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইয়াছে। শচীপতি ইন্দ্রাণীর এই রূপে মোহিত হইয়া সপ্রেমে তাহার নিমীলিত লোচনদ্বয়ে চুম্বন করিতেছেন। আর একখানি, সের আফ্গানের পশ্চাতে, তাঁহার পৃষ্ঠে ঠেস দিয়া তাঁহার স্ত্রী মেহের উন্নিসা (যিনি অবশেষে ভুবন-জ্যোতিঃ নুরজিহান হইয়াছিলেন) দাঁড়াইয়া আছেন। কিঞ্চিৎ দূরে যুবরাজ জাহাঙ্গীর তাঁহার দিকে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন। নুরজিহান মৃদু হাস্যে ও সকটাক্ষে জাহাঙ্গীরকে দেখিতেছেন ও সগর্ব্বে চরণ তুলিয়া দিল্লীশ্বরকে ইঙ্গিতে পদাঘাত উপহার দিতেছেন। আর যে সকল চিত্র-পট ছিল, আমরা তাহা পাঠকের নিকট বর্ণনা করিতে পারিলাম না। সুরেন্দ্র সেই চিত্রপট সকল দেখিতেছিলেন, এমন সময়ে রমণী অগ্রসর হইতে হইতে হাস্য করিয়া কহিল "চিত্রপট গুলি বড় সুন্দর বোধ হচ্চে?"

সুরেন্দ্র ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া রমণীর দিকে চক্ষু ফিরাইলেন; কিন্তু উত্তর দিতে পারিলেন না। প্রথম দর্শনে চন্দ্রালোকে রমণীকে ভালরূপ দেখিতে পান নাই, এখন উজ্জ্বল প্রদীপালোকে যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর রমণীয় রূপ সুরেন্দ্র কখনও কল্পনা করেন নাই। বাস্তবিক এ রমণীর সৌন্দর্য্য অসাধারণ। অঙ্গে একখানি স্বর্ণালঙ্কার নাই; কুসুমের মালা, কুসুমের বলয় শোভা পাইতেছে। যেখানে যে ফুলটী পরিলে সুন্দর দেখায়, সেখানে সেই ফুলটী শোভা পাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ মুগ্ধনেত্রে দেখিতে লাগিলেন, রমণীর সুন্দর সুদীর্ঘ দেহে সঞ্চারিণী পল্লবিনী বাসন্তী লতার ন্যায় কমনীয় সৌন্দর্য্য! মুখমণ্ডলে যেস্থানে যে সৌন্দর্য্য সম্ভব সমস্ত রহিয়াছে। ললাট প্রশস্ত নয় অথচ অতি ক্ষুদ্রও নয়; সে ললাটে

যেন চিন্তা কখনও প্রবেশ করে নাই—তাহার ভিতরে কেবল একমাত্র চিন্তা—জগত সুখময় আনন্দময়! বিষাদ অনুভব করিবার কোন কারণ এ সংসারে নাই! গণ্ডস্থল যেন গোলাপ কুসুমকে সজীবতা দিয়া তাহাতেই নির্ম্মিত হইয়াছে! ওষ্ঠাধর অলক্ত-রাগলোহিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সে অধরে অলক্ত মাখিলে তাহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য কমিয়া যায়। সে ওষ্ঠাধর যেন ঈষৎ হাস্যময়, কিঞ্চিন্মাত্র বিভিন্ন; যেন মৃদুহাসি সে ওষ্ঠাধরের একটী উপাদান! নয়ন বিশাল, উজ্জ্বল, চঞ্চল! উজ্জ্বল তারা দুটী দেখিলে বোধ হয় যেন রমণীর বাসনা অপরিসীম, ইন্দ্রিয়লালসা দুর্দমনীয়! সে বাসনা যেন পুরিলনা! সে লালসা যেন চরিতার্থ হইল না! নয়নদ্বয়ের নীচে অতি সূক্ষ্ম কজ্জলরেখা দেখা যাইতেছে; তাহাতে তারা দুটী আরও উজ্জ্বল দেখাইতেছে। মুসলমানেরা অক্ষয় স্বর্গ কামনা করে—এই নয়নের জন্য! গ্রীবাদেশ মৃদু ও ঈষৎ দীর্ঘ। সুরেন্দ্রনাথ সে গ্রীবাভঙ্গীতে অসাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইলেন। তাহার নীচে উচ্চ উরস! গ্রন্থকারের সাধ্য নাই সে কমনীয় উরসের সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করে। ক্ষীণ মধ্যস্থলের নীচে বিপুল নিতম্ব! পাঠক ক্ষমা করিবেন! আমরা এতক্ষণ এই কামিনীর সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার জন্য বৃথা প্রয়াস পাইতেছিলাম; ক্রমে দেখিলাম এ রূপ-রাশি চিত্রিত করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র কবির পক্ষে অসম্ভব! সুরেন্দ্রনাথ নিস্পন্দ নয়নে সেই অতুল রূপ-রাশি দেখিতেছিলেন। রমণী সুরেন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী একখানি পালঙ্কের উপর বসিল। কিঞ্চিৎ পরে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কোথা হতে এখানে এসেছ?"

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন "আমি পরিব্রাজক; কাল সন্ধ্যার সময় ক্লান্তিবশতঃ সম্মুখস্থ উদ্যানে বিশ্রাম করছিলেম, এমন সময়ে আপনার ত্রিদিব-দুর্লভ সঙ্গীত শুনতে পেলেম! সেরূপ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আমি আর কখনও শুনি নাই। সেই স্বর আবার শোনবার আশায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সরোবরতীরে অপেক্ষা করলেম, কিন্তু আর শুনতে

পেলেম না! নিকটবর্ত্তী একজন দরিদ্রা রমণীর কুটীরে কাল রাত্রে অবস্থান করেছিলেম। আজ আবার আপনার সঙ্গীত শোনবার আশায় বাপীতীরে বসে ছিলেম। তারপর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো!”

রমণী কহিল “আমার সঙ্গীত কি তোমার বড়ই মধুর বোধ হচ্চিল?” সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন “আমি ত এইমাত্র বল্‌লেম, এরূপ সুস্বর আমি আর কখনও শুনি নাই; এরূপ আশ্চর্য্য রূপও আমি কখনও কল্পনা করি নাই!”

রমণী মৃদু হাস্য করিয়া কহিল “তবু ভাল! অনেক কালের পর একজনের মুখে আমার অনাদৃত অপরিজ্ঞাত রূপগুণের প্রশংসা শুন্‌তে পেলেম! যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আমিও এ জন্মে তোমার ন্যায় সুন্দর যুবাপুরুষ আর কখনও দেখি নাই ও তোমার ন্যায় মিষ্ট কথা আর কখনও শুনি নাই!”

সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন। কহিলেন “আমি আপনাকে বিদ্রূপ করচি না।”

রমণী হাস্য করিয়া কহিল “আমিই কি তোমাকে বিদ্রূপ করচি? বাস্তবিক তোমার ন্যায় পুরুষ এ সংসারে দুর্লভ! আচ্ছা! তোমাকে ভাল বাসবার কি কেহই নাই, যে এই নবীন বয়সে, উদাসীন বেশে, দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চ!”

সুরেন্দ্রনাথ বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; কোন্ উত্তর করিলেন না। রমণী বলিতে লাগিল “সে রমণী কি হতভাগিনী! ইচ্ছা করে তোমাতে বঞ্চিত হয়, এরূপ নারীও আছে? তা যে তোমাকে পরিত্যাগ করেছে, অথবা যার সঙ্গে পুনর্ম্মিলনের কোন সম্ভাবনা নাই, তার জন্যে দিবা নিশি চিন্তা করে, এই নবীন বয়সে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে কি লাভ? ভাল সুরেন্দ্রনাথ! তোমার পরিচয় কি শুন্‌তে পাই না?”

সুরেন্দ্রনাথ সংক্ষেপে আত্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। শুনিয়া

রমণী আর কোন প্রশ্ন করিল না। কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে থাকিয়া কহিল "তুমি এই বাটীতে দুই চারি দিন বিশ্রাম কর; অনেক দিন পর্য্যটন করে ক্লান্ত হয়েছ, এখানে কিছুদিন থেকে শ্রান্তি অপনয়ন কর।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন "সেই কুটীরবাসিনী যোগিনী হয় ত আমার প্রতিগমনের প্রত্যাশা করচেন! আমি সেই খানেই যাই।"

রমণী উত্তর করিল"সে কুটীরে প্রয়োজনীয় পদার্থ সকলের অপ্রতুল হবে! এখানে তোমার কোন ক্লেশ হবে না। সে যোগিনীকে আমি চিনি, তাকে না হয় সংবাদ পাঠিয়ে দিব!"

সুরেন্দ্রনাথ রমণীর এ অনুরোধে অস্বীকৃত হইতে পারিলেন না। রমণী কহিল "তবে তুমি এই গৃহেই বিশ্রাম কর, আমি অন্য গৃহে যাই!"

এই বলিয়া রমণী গাত্রোত্থান করিল। সুরেন্দ্র রমণীর সুদীর্ঘ দেহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া কহিল "আপনার পরিচয় জান্‌তে বড় কৌতূহল হ'চ্চে।"

রমণী উত্তর করিল "আমার পরিচয় পরে জান্‌তে পারবে। আজ এই অবধি জেন এ অধিনীর নাম—"

উন্মুক্ত বাতায়ন পার্শ্ব হইতে কে অতি কর্কশ, অতি ভীষণ স্বরে কহিল "পিশাচী কমলপ্রভা!"

সুরেন্দ্রনাথ ও কমলপ্রভা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন গবাক্ষ পার্শ্বে একজন ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ দণ্ডায়মান! এই ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে পাঠকের সাক্ষাৎ হইয়াছে। নিমেষমধ্যেই ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ গবাক্ষপার্শ্ব হইতে লম্ফ দিয়া প্রস্থান করিল। সহসা কমল-প্রভার মুখমণ্ডল অতীব পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। সুরেন্দ্র কহিলেন আমি দেখে আসি! বোধ হয় কোন দস্যু হবে।" কমলপ্রভা কহিল "সে এতক্ষণে প্রস্থান করেছে। তোমার কোন ভয় নাই।"

কমলপ্রভা এই বলিয়া চরণতলে স্থলপদ্মরাজি বিকীর্ণ করিতে

করিতে বিচলিত-চরণে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। কিঞ্চিৎ পরে এক জন যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ সুরেন্দ্রকে আহার্য্য আনিয়া দিল। সুরেন্দ্র আহারাদি সমাপন করিয়া, সেই সুসজ্জিত সুবাসিত গৃহে, কোমল পালঙ্কে শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি চিন্তা করিতে লাগিলেন? শৈলবালা না কমলপ্রভা? অপ্সরী-রূপিনী কমলপ্রভার অনুপম রূপরাশি, ত্রিদিব-দুর্লভ কণ্ঠস্বর, পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল।

একি সুরেন্দ্রনাথ! এই কি তোমার শৈলবালার প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়? এই না তুমি তাহার জন্য লোকালয় পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিয়াছিলে? তবে আজি কমলপ্রভাকে ভাবিয়া তোমার হৃদয় বিচলিত হইতেছে কেন? শৈল জানিতে পারিলে কি মনে করিবে। কুটীর-বাসিনী যোগিনী তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, সেখানে গেলে না কেন? অভাগিনী শৈলবালা তোমার জন্য অন্ধকারে, ঝটিকা-বৃষ্টিতে, ভীষণমূর্ত্তি পুরুষের আশ্রয়ে কতই ক্লেশ পাইতেছে! আর কমলপ্রভাকে দেখিয়া তোমার হৃদয় বিচলিত হইল?

সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অনুরোধ! অনুরোধ!! অনুরোধ!!!

I go this uncouth errand.

—*Chilton.*

আমাদের পূর্ব্বপরিচিতা শশীকলা ও একজন প্রাচীনা সহচরী ভৈরবী নদীসমীপস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরটী জীর্ণ ও পুরাতন। চারিদিক বন্যলতায় আবৃত; তাহার নিকট মনুষ্যসমাগমের কোন চিহ্ন নাই! রমণীদ্বয় মন্দিরের দ্বারসমীপে

আসিয়া দেখিল, সম্মুখে কালিকার প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে। ভীমরূপিণী করালবদনা, লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ধূপ ধূনার গন্ধ গগন মার্গে উঠিতেছে। সেই সন্ধ্যার সময়ে, সেই জনসমাগমশূন্য কাননপ্রান্তে, সেই গভীর-সলিলা, গম্ভীরনাদিনী ভৈরবীতীরে সেই ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া রমণীদ্বয়ের হৃদয় কম্পিত হইল। কুটীরবাসিনী যোগিনী সেই মন্দিরমধ্যে অপেক্ষা করিতেছিল। শশীকলা ও তাহার সহচরীকে দেখিতে পাইয়া তাহাদিকে ভিতরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল ও গাত্রোত্থান করিয়া তাহাদের নিকট আসিল! শশীকলা জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমাকে কি জন্য আহ্বান করেছ?"

যোগিনী কহিল তোমার সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে; আমি কয়েক দিবস অবকাশ পাইনাই, সেই জন্য কয়দিন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি নাই। সে দুরাত্মা আস্‌লে আমাকে সংবাদ পাঠাবে প্রতিশ্রুতা ছিলে, তার কি হলো?" শশীকলা কহিল "ইতিমধ্যে আমি তাকে দেখি নাই।"

যোগিনী ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল "এই সন্ধ্যার সময়, ভৈরবী তীরে কালিকার সম্মুখে মিথ্যা কথা বল্‌চো! আমি নিশ্চয় জানি আজ কয়েক দিবস হলো তুমি তাকে দেখছিলে। এ মিথ্যা বলায় কি ফল?"

শশীকলা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিল "কিন্তু তুমি বিবেচনা করে দেখ, এবিষয়ে তোমার সহায়তা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। যুবরাজ জানতে পারলে আমার কি দশা হবে?"

যোগিনী উত্তর করিল "যুবরাজ কি প্রকারে জান্‌তে পারবেন? এই পরিচারিকার দ্বারা আমাকে কেবল সংবাদ পাঠান মাত্র! এতে কারও জান্‌তে পারবার কি সম্ভাবনা? আমিতো তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, আমার কার্য্য সাধন করতে পারলে, আমার অবশিষ্ট অর্থ সমস্তই তোমাকে প্রদান করবো? সে অর্থ পেলে তুমি অবশিষ্ট জীবন পরম সুখে যাপন করতে পারবে। আর যদি তমি এ কার্য্যে

স্বীকৃতা না হও, আমি তোমার প্রকৃত পরিচয় যুবরাজের নিকট প্রকাশ করবো। তাহলে তোমার কতদূর অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখ।"

শশীকলা উত্তর করিল "আচ্ছা আমি স্বীকার করচি, এইবার তার সন্ধান পাবামাত্র আমি তোমাকে সংবাদ পাঠাব! তবে আমি এখন বিদায় গ্রহণ করি?"

যোগিনী কহিল "না! আরও কথা আছে। মনোযোগ পূর্ব্বক শুন! সে বালিকা এখন কোথায় আছে?

শশী। আমার গৃহে।

যোগি। তার কোন পরিচয় জান্তে পেরেছ?

শশী। এই মাত্র জান্তে পেরেচি এই বালিকার পিতা রাজকুমারের সহিত এর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন! কিন্তু বালিকা এ বিবাহে নিতান্ত অসম্মতা ছিল। সুরেন্দ্রনাথ নামে একজন যুবার সঙ্গে বাল্যকালাবধি এর প্রণয় জন্মেছিল তাই——"

যোগিনী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; জিজ্ঞাসা করিল "কার সঙ্গে."

শশীকলা কহিল "তার পরিচয় জান্তে পারি নাই। এইমাত্র শুনেছি তার নাম সুরেন্দ্রনাথ!"

যোগিনী বলপূর্ব্বক শশীকলার হস্তধারণ করিয়া কহিল "যবনি! সত্য করে বল্! যদি মিথ্যা বলিস্, তার প্রতিফল পাবি, রাজকুমার এ বালিকার সতীত্ব নষ্ট কর্তে পেরেচে কি না?"

শশীকলা সভয়ে সবিস্ময়ে কহিল "সত্য বল্চি, আজিও এ রমণী পবিত্রা সরলা বালিকা! রাজকুমারের অনুরোধ, আমি একে অসদুপদেশ প্রদান করে এর সরল-স্বভাব পরিবর্ত্তিত করি। তিনি আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে, বিজয়পুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেচেন। কিন্তু আমি অদ্যাপিও কৃতকার্য্য হতে পারি নাই। রাজকুমার দুই তিন দিবসের মধ্যেই ফিরে আসবেন!"

যোগিনী পূর্ব্বাপেক্ষা কর্কশ-স্বরে কহিল "যবনি, সাবধান! তুমি

এই বালিকার জাতি নষ্ট করেছ, কিন্তু তার প্রায়শ্চিত্ত আছে! কিন্তু যদি তোমার নিকটে থেকে এর সতীত্বে কোন কলঙ্ক হয়, তবে আমার এই শাণিত ছুরিকা এক দিন তোমার শোণিতে স্নান করবে!"

আকস্মিক বিদ্যুৎ-বিস্ফারণের ন্যায় যোগিনীর হস্তে শাণিত ছুরিকা সান্ধ্যতিমির ভেদ করিয়া ঝলসিয়া উঠিল! শশীকলা যোগিনীর এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না! বিস্মিত ও ভীতচিত্তে উত্তর করিল "আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি, আর এ বিষয়ে রাজকুমারের সহায়তা করবো না। কিন্তু তিনি যদি স্বয়ং এ কুমারীর উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হন, আমি তা কি প্রকারে নিবারণ কর্‌তে পারি?"

যোগিনী অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে কহিল "আরও প্রতিজ্ঞা কর যে, যখনি কোন অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখ্‌বে, তখনি, সেই মুহূর্ত্তেই, আমাকে সংবাদ প্রেরণ করবে?"

শশীকলা ইহাতেও স্বীকৃতা হইয়া বিদায় চাহিল। যোগিনী শান্তভাবে কহিল "তোমার নিকট আরও একটী অনুরোধ আছে। শুন, এখান হতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটী উদ্যান বেষ্টিত সরোবর পার্শ্বে একটী অট্টালিকা আছে। তোমার এই পরিচারিকাকে আমি সে অট্টালিকা সে দিবস দেখিয়ে দিয়েচি। সেই বাটীতে কমলপ্রভা-নাম্নী এক রমণী বাস করে। সে তোমার সঙ্গে কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সাক্ষাৎ করবার অভিলাষ করে। যাবার সময় একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে যেতে হবে!"

শশীকলার দ্বিরুক্তি করিতে সাহস হইল না। সে অগত্যা যোগিনীর সকল প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। যোগিনী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটা অপ্রশস্ত পথের উপর একটী ক্ষুদ্র শিবিকা শশীকলার জন্য প্রস্তুত ছিল। শশীকলা সেই শিবিকারোহণে কমলপ্রভার গৃহাভিমুখে চলিল।

কমলপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য শশীকলাকে অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না। ক্রোশার্দ্ধ অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধা পরিচারিকা কহিল "আমাকে এইস্থান দেখিয়ে দিয়েছিলেন।"

শশীকলা পরিচারিকাকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিয়া শিবিকা হইতে অবতরণ করিল। বাটী অবধি যাইতে হইল না; দেখিল সম্মুখস্থ বাপীতীরে একটী সুন্দরী যুবতী ও একজন পরম সুন্দর যুবক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। রমণীকে দেখিবামাত্র শশীকলার প্রতীতি জন্মিল, ইহারই নাম কমলপ্রভা হইবে। যুবকের পরিচয় পাঠককে জানাইতে হইবে না। কমলপ্রভা শশীকলাকে আসিতে দেখিয়া সুরেন্দ্রকে গৃহমধ্যে যাইতে বলিল। শশীকলা কমলপ্রভার নিকটে আসিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নাম কি কমলপ্রভা?"

কমলপ্রভাও শশীকলাকে অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অধরে একটু মৃদুহাস্যের উদয় হইল। বুঝি মনে হইল, কুমার অমরেন্দ্রের কি নীচ অন্তঃকরণ! এ রমণীও তাহার চক্ষে সুন্দরী! প্রকাশ্যে কহিল "তোমারই নাম শশীকলা? তুমিই কি কুমার অমরেন্দ্রের—

শশীকলা লজ্জায় মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "হাঁ।"

বাস্তবিক শশীকলার লজ্জার কারণ ছিল। কমলপ্রভার সে রমণী-দুর্লভ সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোন্ সৌন্দর্য্যাভিমানিনী যুবতী না লজ্জা পায়? কমলপ্রভা আবার একটু হাসিল। শশীকলা সে হাসি দেখিয়া, (কেন তাহা বুঝিতে পারিল না) যেন অধিকতর লজ্জিতা হইল। তাহার সে স্থান হইতে প্রস্থান করিবার বাসনা হইল। প্রকাশ্যে কহিল "আপনি কি জন্য আমাকে সাক্ষাৎ করতে বলেচেন?"

কমলপ্রভা কহিল "আমি সমস্ত তোমায় বল্‌চি, এইখানে উপবেশন কর।"

উভয় রমণী বাপীতীরস্থ সোপানোপরি বসিল। কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল "তোমার সঙ্গে যুবরাজের প্রত্যহই সাক্ষাৎ হয়?"

শশীকলা কহিল "না মাসের মধ্যে দুই চারি দিবস মাত্র!" কমলপ্রভার ভ্রূযুগল যেন আপনা আপনিই কুঞ্চিত হইল। শশীকলা তাহা দেখিতে পাইল না। কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল "শুন্‌লেম, রাজকুমার একটী নবযুবতী কুমারীকে তোমার বাটীতে রেখেচেন! তার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ কবে হবে?"

শশী। বিবাহ হবে তোমায় কে বল্‌লে?

কম। তা না হলে তোমার বাটীতে আস্‌বেন কেন?

শশী। আমি কি বিবাহের ঘটকালী করে থাকি?

কম। না তোমার কিসের বয়স যে ঘটকালী করবে? বরং তোমাকে লয়ে অনেকে ঘটকালীর চেষ্টা পেতে পারে। তবে কি না, সময়ে সময়ে এমন বর কন্যা যোটে যে, তোমার ন্যায় সুন্দরী যুবতীকেও ঘটকালী করতে হয়।"

শশীকলা হাস্য করিয়া কহিল "আমিই হার মান্‌লেম, আপনি যথার্থ অনুভব করেচেন। বাস্তবিক আমিই এ বিবাহের ঘটক!"

কম। তবে আজিও বিবাহ হয় নাই কেন? বোধ করি যুবরাজ হাতছাড়া হবার ভয়ে, তুমি এতে বিশেষ চেষ্টা পাচ্চ না।

শশী। আমার চেষ্টার ত্রুটি নাই। কিন্তু কোন চেষ্টাই খাট্‌চে না।

কম। কেন?

শশী। পূর্ব্বাবধিই সে আর একজন যুবার প্রতি অনুরক্তা আছে! সুতরাং রাজকুমারের নূতন প্রণয় সহজে চরিতার্থ হবার নয়!

কম। এমন ব্যক্তি কে, যে এ কুমারী যুবরাজকে পরিত্যাগ করে তার প্রতি আসক্তা হলো?

শশী। তা কি প্রকারে বল্‌বো! তবে এই বালিকার নিকটেই শুনেচি যে, এ প্রেমিকের নাম সুরেন্দ্রনাথ!

কমলপ্রভা চমকিয়া উঠিল! সে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, পরে আপনা আপনিই যেন চিন্তিতভাবে বলিতে লাগিল। "তবে রাজকুমারের সঙ্গে এ বালিকার বিবাহ এক প্রকার অসম্ভব!"

শশীকলা বিস্মিতভাবে কহিল "আপনার কি ইচ্ছা যে, এ বালিকার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ হয়?"

কমলপ্রভা অকস্মাৎ যেন চিন্তিতভাব পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিল—"না! আমার তাতে কি প্রয়োজন? আমি এ বালিকাকে চিনি না, রাজকুমারের সঙ্গেও কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এদের গল্পমাত্র শুনেছিলেম, তাই কৌতূহলবশতঃ এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করলেম! সে যাহোক, আমি তোমাকে যে জন্যে এখানে আহ্বান করেছি, তা বলা হয় নাই। যদি স্বীকার কর আমার একটী অনুরোধ রাখবে, তবে তোমায় বলি!

শশীকলা কহিল "কি অনুরোধ, বল?"

কমলপ্রভা শশীকলার কাণে কাণে অতি মৃদুস্বরে কি বলিল। শুনিয়া শশীকলা যার পর নাই বিস্মিতা হইল। কিন্তু অবশেষে সম্মতা হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সুধা না গরল?

Come cordial and not poison!

—*Romeo and Juliet.*

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। কমলপ্রভার সুসজ্জিত গৃহে সুরেন্দ্রনাথ একাকী বসিয়া আছেন। উন্মুক্ত গবাক্ষদ্বারে চন্দ্রকিরণ আসিয়া সুরেন্দ্রের মুখমণ্ডলে পড়িয়াছে। মৃদু সন্ধ্যাসমীরণ নিম্নস্থ সরোবরে অবগাহন করিয়া গৃহমধ্যস্থ পরিমল সঞ্চালিত করিতেছে। নিকটবর্ত্তী অশোকবৃক্ষে সেই পাপিয়া ডাকিতেছে। সুরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে সেই পাপিয়ার স্বভাব-সুমধুর সঙ্গীত শুনিতেছেন। এমন সময়ে কমলপ্রভা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আজি কমলপ্রভার বেশবিন্যাসে

অধিকতর পারিপাট্য লক্ষিত হইতেছে। আজি কমলপ্রভার দীর্ঘ বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত নহে। আজি সুন্দরী অতি যত্নে, যেথানে যে কেশটী থাকা উচিত, যেন সিদ্ধান্ত করিয়া, কবরী বাঁধিয়াছে। চরণদ্বয় অলক্ত-রাগ-রঞ্জিত। সুরেন্দ্র সেই চরণ-বিন্যাসের সৌন্দর্য্য আজি প্রথম দেখিলেন। যেন বিকসিত স্থলপদ্মরাশি ভূমিতলে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। আজিকার পরিধেয় বসন অন্য দিন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও কারুকার্য্য-বিশিষ্ট। তদপেক্ষা সূক্ষ্মতর সবুজ বর্ণের ওড়না সুন্দরীর সুদীর্ঘ বপুর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তাহাতে মৃণাল-সুকোমল বাহুদ্বয়ের কিয়দংশ, উচ্চ উরসের অধিকাংশ ও পৃষ্ঠদেশের দুই পার্শ্ব আবরিত রহিয়াছে। আজি কমলপ্রভা কুসুমের অলঙ্কার পরে নাই। সমস্ত অঙ্গে মহামূল্য মহার্ঘ রত্নরাজি শোভা পাইতেছে। কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের নিকট বসিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল "সুরেন্দ্র! একাকী বসে কি ভাবচো?"

সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন "তোমার অই পাপিয়ার গীত শুন্‌ছিলেম। উটী কি তোমার পোষা পাখী?"

কম। কেন?

সুরে। আমি দেখ্‌তে পাই, অই পাপিয়াটী প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় অশোক গাছটীর উপর বসে গান করে।

কম। তুমি যে দিন থেকে এসেছ, সেই দিন থেকে অই পাখীটী প্রত্যহ তোমাকে গান শোনাতে আসে। সেই দিন অবধি অই অশোক গাছ আর ও ছাড়তে পারলে না।

সুরে। না! তোমারই মধুর সঙ্গীত শোনবার জন্য ঐখানে এসে বসে থাকে। নির্ব্বোধ পাপিয়া তোমার কমনীয় কণ্ঠস্বরের অনুকরণের চেষ্টা কর্‌চে! তুমি যদি গীত আরম্ভ কর, ও এখনি লজ্জায় নিস্তব্ধ হবে ও বিমুগ্ধচিত্তে তোমার গীত শুন্‌বে!

কম। সত্য নাকি? তবে একটী গীত করি।

এই বলিয়া কমলপ্রভা ধীরে ধীরে মৃদু মৃদু সঙ্গীত আরম্ভ করিল।

ক্রমে সেই মৃদুধ্বনি শব্দহীন আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গীত যে কেবল সুমধুর এমন নহে। কমলপ্রভার সঙ্গীত-বিদ্যায় অসাধারণ শিক্ষা। সুরেন্দ্র যদি সে বিদ্যার সদ্বিচারক হইতেন, বুঝিতে পারিতেন যে, এ রমণী বাল্যকালাবধি অতি যত্নে, কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের উপদেশে, এরূপ দুর্লভ সুশিক্ষা লাভ করিয়াছে। তিনি বিস্মিতভাবে সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সত্য হইল। অশোক-বৃক্ষ-বিহারী পাপিয়া নিস্তব্ধ হইল! সঙ্গীত শেষ হইলে সুরেন্দ্র বলিলেন "ঐ দেখ, যা বলেছিলেম সত্য কি না? পাপিয়া নিস্তব্ধ হয়ে নীরবে তোমার মধুর সঙ্গীত শুন্‌চে! বাস্তবিক তোমার এরূপ মধুর স্বর, ও এরূপ সুন্দর রূপ যে, বনের পাখীও তোমাকে দেখে ভুল্‌তে পারে না।"

কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের হস্ত আপন হস্তে লইয়া কহিল "সুরেন্দ্র! তুমি কি আমাকে ভালবাস?"

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কমলপ্রভার হস্ত হইতে আপন হস্ত ছাড়াইয়া লইলেন। কিঞ্চিৎ পরে উত্তর করিলেন "আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি, আমি আর একজনকে ভালবাসি! একটী হৃদয়ে একজনের মাত্র ভালবাসা থাক্‌তে পারে। আমি আপনার সুস্বরের প্রশংসা করচি, আপনার সুন্দর রূপের সুখ্যাতি করচি, এ ভালবাসার কথা নয়!"

কমলপ্রভা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "আমার অপরাধ হয়েছে, ক্ষমা করিও। যথার্থ কথা বল্‌তে কি, আমি তোমাকে দেখে অবধি ভালবেসেছি। তোমার কথা শুনে মনে আশা করেছিলেম যে, তোমারও মনে এই নিঃসহায়া দুঃখিনী রমণীর উপর কিঞ্চিৎ স্নেহ জন্মেছে। এখন বুঝলেম যে, আমার ভালবাসার প্রতিদান ঘৃণা!"

সুরে। এ পৃথিবীতে এমন কে আছে যে, তোমাকে দেখে, তার মনে স্নেহের সঞ্চার না হয়?

কম। তুমি ত এইমাত্র বললে যে, তুমি একবার যাকে ভাল বেসেছ, এ পৃথিবীতে সে রমণী বই আর কেহই তোমার ভালবাসার অধিকারিণী নয়!

সুরে। এ সংসারে মনের মিলন এক জনের সঙ্গে হতে পারে। আমি তোমার সুন্দর রূপকে ভাল বাসতে পারি, তোমার সুস্বরে মোহিত হতে পারি, কিন্তু তাকে ভালবাসা বলি না!

কম। আমি দেখছি, তুমি দিবানিশি কেবল শৈলবালার কথাই চিন্তা করচো।

সরলহৃদয় সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন "আমি মনে করি চিন্তা করবো না, এ অনর্থক চিন্তা দূর করবার জন্য অনেক যত্ন করি, কিন্তু কিছুতেই সফল হতে পারি না। এ সংসারে এমন ঔষধ কি আছে, যাতে সে চিন্তা দূর করতে পারা যায়?

"আমি তোমাকে একটী ঔষধ দিচ্চি।" এই বলিয়া কমলপ্রভা নিকটস্থ কাষ্ঠের সিন্দুক হইতে একটী মৃণ্ময় পাত্র বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ পানীয় একটী ক্ষুদ্র পাত্রে ঢালিয়া সুরেন্দ্রর হস্তে দিল ও কহিল "পান কর, চিন্তা দূর হবে! এ সংসারে চিন্তা দূর করবার এই একমাত্র ঔষধ!"

সুরেন্দ্র পাত্রস্থ পানীয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ পরুষভাবে কহিলেন "কমলপ্রভা! এ যে সুরা! আমি মদ্যপ নই!"

কমলপ্রভা হাস্য করিয়া কহিল "তবে আমাকে দাও।" এই বলিয়া কমলপ্রভা পাত্রস্থিত সুরা নিজে পান করিয়া কহিল "সুরেন্দ্র! এ পৃথিবীতে চিন্তাক্লিষ্ট অন্তরকে সুস্থ করবার আর কোন ঔষধ আছে কি না, আমি জানি না!"

সুরেন্দ্র কহিলেন "কিন্তু এ ঔষধ গরল।"

কমলপ্রভা কহিল "সময়ে সময়ে গরলও সুধা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় বোধ হয়।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে কমলপ্রভা

জিজ্ঞাসা করিল "সুরেন্দ্রনাথ! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বল্‌বে?"

সুরেন্দ্র কহিলেন "কি বলুন!"

কমলপ্রভা কহিল "তুমি যার জন্য এই উদাসীন ব্রত অবলম্বন করে, দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছ, সে যদি অন্য পুরুষের সঙ্গে পরিণীতা হয়ে থাকে, তবুও কি তুমি তার জন্য এইরূপ ক্লেশ স্বীকার করবে?"

সুরেন্দ্র বিস্মিতভাবে কমলপ্রভার মুখপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন "এ কথার অর্থ কি?"

কমলপ্রভা কহিল "আমার আশঙ্কা হচ্চে, পাছে সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ করলে তুমি মনে ব্যথা পাও!"

সুরেন্দ্র আগ্রহ সহকারে কহিলেন "আমি তোমার কথার ভাব কিছুই বুঝতে পারচি না!"

কমলপ্রভা কহিল "তবে শোন! কিন্তু আমার অপরাধ গ্রহণ করো না। তুমি যে শৈলবালার জন্য দিবানিশি চিন্তা করচো, এখন সে পরমসুখে অন্য পুরুষের সহবাসে কালযাপন করচে!"

সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ও শূন্য দৃষ্টিতে কমলপ্রভার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলপ্রভা কহিল "আমি এই জন্য তোমাকে এ কথা বল্‌তে সাহস করি নাই!"

সুরেন্দ্র উপবেশন করিয়া কহিলেন "কমলপ্রভা! সত্য করে বল। তুমি ব্যঙ্গ করচো, কি সত্য সত্যই বল্‌চো, আমি কিছুই বুঝতে পারচি না।"

কমলপ্রভা কহিল "যদি এ সংবাদ তোমার পক্ষে এতই যন্ত্রণা-দায়ক হয়, তবে মনে কর আমি ব্যঙ্গ করচি।"

সুরেন্দ্র কহিলেন "কমলপ্রভা! তুমি বুঝতে পারচ না, কি বিষম সন্দেহানলে আমাকে নিক্ষেপ করলে! যদি দীনহীন পথিক বলে আমার উপর কিছুমাত্র দয়া থাকে, যদি এই কয়েক দিবসের পরিচয়ে

আমার উপর তোমার কিছুমাত্র স্নেহ জন্মে থাকে, তবে শীঘ্র বল, তুমি কি প্রকারে এ সংবাদ পেলে যে, শৈলবালার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ-বিধি সম্পন্ন হয়েচে!"

কম। আমি এমন বলি নাই যে, রাজকুমার অমরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহ হয়েচে। আমি যতদূর শুনেচি, তাতে এই জানি যে, শৈলবালা রাজকুমারের সঙ্গে বিবাহে কিছুতেই সম্মতা হয় নাই। সুতরাং তার পিতাকে অগত্যাই সে সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতে হলো! তিনি কন্যাকে নিজের মনোমত পাত্র স্থির করতে অনুমতি করেন। তাইতে সে নিজের ইচ্ছানুসারে এক জন নবীনবয়স্ক রাজপুতের পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হয়েছে। শুন্‌লেম, সেই রাজপুত শৈলবালাকে পিতৃগৃহ থেকে আপন গৃহে লয়ে যাচ্চে!

সুরে। কমলপ্রভা, হৃদয় কোন মতেই একথা বিশ্বাস করতে চায় না! তুমি যার কাছে একথা শুনেছ, এ তারি কপোল-কল্পিত সন্দেহ নাই!

কম। সুরেন্দ্র যথার্থ বল্‌তে কি, আমি একথা কারও কাছে শুনি নাই। নিজে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েচি! সেই রাজপুতযুবক এখন নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে অবস্থান করচে। শৈলবালাও তার সঙ্গে সেইখানে রয়েছে।

সুরে। শৈলবালা আপন ইচ্ছায় এই রাজপুতযুবকের সঙ্গে পরিণীতা হয়েছে? কমলপ্রভা, এ যে অসম্ভব! স্বচক্ষে দেখলেও এ কথা বিশ্বাস হয় না!

কম। যদি স্বচক্ষে দেখলেও বিশ্বাস না হয়, তবে আর এ বিষয়ের আলোচনায় কি প্রয়োজন?

সুরে। তুমি আমাকে দেখাতে পারবে?

কম। যদি চাক্ষুষ প্রমাণ দিতে না পারতেম, তবে কখনই তোমার কাছে এ কথা উত্থাপন করে অকারণ তোমার হৃদয়কে ব্যথিত করতেম

না! কিন্তু আজ রাত্রি অধিক হয়েছে; কাল সন্ধ্যার সময়ে তোমাকে সেই স্থানে সঙ্গে লয়ে যাব!

এই বলিয়া কমলপ্রভা পূর্ব্ববৎ মৃণ্ময় পাত্রে সুরা ঢালিয়া নিজে পান করিল ও পুনর্ব্বার পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া সুরেন্দ্রকে দিল। সুরেন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বিনা আপত্তিতে পাত্রস্থ পানীয় উদরস্থ করিলেন। দেখিয়া কমলপ্রভার অধরে মৃদু হাস্যের উদয় হইল। সুরেন্দ্র তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের করস্পর্শ করিয়া কহিল "সুরেন্দ্র, যা হয়ে গিয়েছে, সে জন্য চিন্তা করা বৃথা!"

সুরেন্দ্র কহিলেন, "কমলপ্রভা! তুমি না আমাকে বল্‌লে যে, শৈলবালার নিজের অভিলাষে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়েচে! কমলপ্রভা! ঐ মৃণ্ময় পাত্রস্থ পানীয় আমাকে আর একবার দাও।"

সুরেন্দ্র পুনরপি পান করিলেন।

কমলপ্রভা সহাস্যে কহিল "সুধা না গরল?"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

রুদ্ধ গৃহে।

Avaunt! be gone! thou hast set me on the wrack!—*Othello.*

সন্ধ্যার সময় কমলপ্রভা পূর্ব্বদিবসের ন্যায় সুরেন্দ্রের নিকটে আসিয়া বসিল। আজি সুরেন্দ্রের মুখকান্তি অতি ম্লান। কমলপ্রভার মুখে কালি যাহা শুনিয়াছিলেন, এখনও তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন। কমলপ্রভা নিকটে বসিয়া সস্নেহ সম্ভাষণে কহিল "সুরেন্দ্র! যে ঘটনা অতীত হয়েছে, সে চিন্তায় কি শরীর পতন করা উচিত?"

সুরেন্দ্র কহিলেন "কমলপ্রভা! তুমি যে কাল বলেছিলে যে, শৈল-

বালার পরিণয়ের চাক্ষুষ প্রমাণ দেবে? তা কই, চল আর বিলম্ব করো না।”

কমলপ্রভা কহিল “তুমি এখনও যেরূপ চিন্তা করচো, আমার ভয় হচ্চে, পাছে স্বচক্ষে দেখ্‌লে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়! তা হলে আমাকে নিতান্ত লজ্জিতা হতে হবে ও আরও নানা বিপৎপাতের সম্ভাবনা! আমি কখনও বাটীর বাহিরে যাইনা, কেবল তোমারই অনুরোধে এ বিষয়ে প্রবৃত্তা হয়েছি!”

সুরেন্দ্র কহিলেন “তুমি যেরূপ বল্‌বে, আমি ঠিক সেইরূপই কর্‌বো। আমার কিছুমাত্র ধৈর্য্যচ্যুতি হবে না। আমি কাল থেকে অনেক যত্নে এ বিষয়ে মনস্থির করেছি। যখনি এ বিষয়ে আমার প্রতীতি জন্মাবে, আমি সেই মুহূর্ত্তেই এ চিন্তা জন্মের মত পরিত্যাগ করবো। কিন্তু এখনও আমার মনে বিষম সন্দেহ রয়েছে। কোন মতেই হৃদয় একথা বিশ্বাস করতে চায় না যে, শৈলবালা আপন ইচ্ছায় অন্য পুরুষের সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হয়েছে!”

কমলপ্রভা কহিল “যদি এ বিষয়ের সন্দেহ তোমার মনে এতই ক্লেশকর, চল এখনি এ অনর্থকর সন্দেহ ভঞ্জন করচি। কিন্তু সাবধান! চাক্ষুষ প্রমাণ পাবামাত্র আমার সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হবে!”

সুরেন্দ্র কমলপ্রভার সঙ্গে নীচে আসিলেন। একখানি শকট প্রস্তুত ছিল। একজন বৃদ্ধা সেই শকটের ভিতর বসিয়াছিল। উভয়ে তদুপরি আরোহণ করিয়া উত্তরাভিমুখে চলিলেন। প্রায় তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কমলপ্রভা শকট হইতে অবতরণ করিল ও সুরেন্দ্রকে সঙ্গে আসিতে বলিল। সুরেন্দ্রনাথ বিচলিত চরণে, কম্পিত হৃদয়ে, কমলপ্রভার আদেশমত সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কমলপ্রভা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল “এই বাটীতে!”

সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সম্মুখে একটী উদ্যানপরিবৃত ক্ষুদ্র অট্টালিকা; উন্মুক্ত গবাক্ষ দ্বার আলোকময়। আর কি দেখিলেন? শৈলবালা ও এক জন নবীন যুবাপুরুষ তাহার নিকটে বসিয়া! তবে

কমলাপ্রভা যাহা বলিয়াছিল, সত্য ? না এ স্বপ্ন ? স্থরেন্দ্র জাগরিত না নিদ্রিত, নিশ্চয় করিবার জন্য চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন! পৃথিবী, তরুলতা, আকাশ, সকল দেখিলেন! আকাশে চন্দ্র হাস্য করিতেছে! নক্ষত্রগণ উন্মীলিত নেত্রে স্থরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে! সান্ধ্য সমীরণ মৃদুস্বরে তাঁহাকে উপহাস করিতেছে! তবে যে এ স্বপ্ন নয়, সত্য। স্থরেন্দ্র আবার সেই দিকে চাহিলেন। সেই শৈলবালা! সেই আদরমাখা মুখখানি! সেই স্নেহপূর্ণ প্রেমময় কটাক্ষ! যে কটাক্ষ স্থরেন্দ্র নিশ্চয় জানেন, এ পৃথিবীতে আর কাহারো হইবার সম্ভাবনা নাই, যে কটাক্ষ এক নিমেষে সহস্র মনের কথা বলিয়া দিত, ত্রিদিবদুর্ল্লভ প্রেম যে কটাক্ষে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশ পাইত, এত সেই কটাক্ষ! আজি সেই কটাক্ষ একজন অজ্ঞাতনামা অপরিচিত নবীন যুবকের দিকে! স্থরেন্দ্র সেই খানে ধীরে ধীরে বসিলেন, চক্ষু মুদিত করিলেন, আর দেখিতে সাহস হইল না! মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল! সংজ্ঞা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল! তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, কে যেন অতি উচ্চ হইতে, যেখানে স্বর্গ তাহারই নিকট হইতে, তাঁহাকে পাতালে নিক্ষেপ করিল! তিনি যেন ঘূরিতে ঘূরিতে নীচে পড়িতেছেন! কমলপ্রভা স্থরেন্দ্রের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া কহিল "ওকি স্থরেন্দ্রনাথ! কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে মনে আছে ?"

স্থরেন্দ্র কোন উত্তর করিলেন না, শূন্যদৃষ্টিতে একবার কমলপ্রভার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন! কমলপ্রভা কহিল "চল গৃহে যাই!"

এই বলিয়া কমলপ্রভা স্থরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া ভূতল হইতে উঠাইল। অনেক কষ্টে নিকটবর্ত্তী শকটে আরোহণ করাইল। পথিমধ্যে কমলপ্রভা স্থরেন্দ্রকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু একটীরও উত্তর পাইল না। অবশেষে বাটী পোঁছিয়া সেই স্থসজ্জিত হৃদয়-স্নিগ্ধকর স্থবাসপূর্ণ কক্ষে স্থরেন্দ্রকে বসাইল! স্থরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কমলপ্রভা বিস্মিতা ও ভীতা হইল। দুই দণ্ডের মধ্যে স্থরেন্দ্রনাথের

মুখের এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! পূর্ব্বদিবসের ন্যায় একটী মৃণ্ময় পাত্র লইয়া, তন্মধ্যস্থ পানীয়ে পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া সুরেন্দ্রের হস্তে দিয়া কহিল " সুরেন্দ্রনাথ, পান কর।"

সুরেন্দ্রনাথ অতি তৃষার্ত্ত ব্যক্তি যেরূপে শীতল বারি পান করে, সেইরূপে পাত্রস্থ সুরা পান করিলেন। কমলপ্রভাও পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া নিজে পান করিল। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের করস্পর্শ করিয়া কহিল " সুরেন্দ্রনাথ! তোমার এই নবীন বয়স, কান্ত রূপ, এই প্রকারে অকারণ চিন্তা করে শরীর পতন করা কি তোমার উচিত ?"

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্তের ন্যায় আরক্ত-নয়নে কমলপ্রভার মুখেরদিকে চাহিয়া কহিলেন" কমলপ্রভা! তুমি জান না, আমার হৃদয়মধ্যে কি বিষম অনল জ্বলচে!"

কমলপ্রভা কহিল "এ অনল নির্ব্বাণ করবার কি কোন ঔষধ নাই ?"

সুরেন্দ্রনাথ সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পূর্ব্ববৎ আরক্তনয়নে, উন্মত্তের ন্যায় কমলপ্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন "পিশাচি! রাক্ষসি! তুমি আমার প্রাণের শৈলকে কলঙ্কিনী, পরপুরুষের প্রণয়িণী বলেছ! তুমি এ মিথ্যা কথা বলে কেন আমায় এ যন্ত্রণা দিলে? একথা যে অসম্ভব! না অসম্ভব নয়! তুমি যে আমাকে চাক্ষুষ প্রমাণ দিয়েছ? বল, বল, কেন আমাকে একথা শোনালে? আমি শৈলবালার সেই প্রেমময় মুখমণ্ডল স্মরণ করে জীবন ধারণ করছিলেম! বিজন কাননে, পর্ব্বত কন্দরে, শয়নে স্বপনে, ত্রিদিবদুর্লভা শৈলবালাকে ধ্যান করে পরম সুখে কাল কাঠাচ্ছিলেম! শৈলবালার পবিত্র চিন্তায় এ জীবন সুখে অতিবাহিত করতেম! কিন্তু তুমি পিশাচী কেন আমার সকল সুখ, সকল আশা নষ্ট করলে?"

কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "ছি সুরেন্দ্রনাথ! এরূপ অকারণ অধৈর্য্য হওয়া কি তোমার পক্ষে ভাল দেখায়? এ সংসারে তোমার সুখের অভাব কি ?"

সুরেন্দ্র বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া কহিলেন "পিশাচি! আবার আমাকে উপহাস করচিস? আমার সম্মুখ হতে দূর হ! নচেৎ পদাঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করবো!"

কমলপ্রভা দেখিল সুরেন্দ্র নাথের সহজ জ্ঞান আপাততঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। সে বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহান্তরে গমন করিল! সুরেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় কমলপ্রভাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি যাও কোথায়? আমাকে আর একবার সেখানে লয়ে চল! আমি শৈলকে একবার জিজ্ঞাসা করবো। তার নিজের মুখে একথা না শুন্‌লে আমার বিশ্বাস হবে না!"

সুরেন্দ্র দ্বার উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না! হতাশ হইয়া সেই রুদ্ধ গৃহে পাগলের ন্যায় প্রলাপ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন!

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যোগিনী-সঙ্গে।

And she, sweet lady, dotes,
Devoutly dotes, dotes in idolatry,
Upon this spotted and inconstant man!

—Midsummer Night's Dream.

এই ঘটনার তিন দিবস পরে বেলা দুই প্রহরের সময় সুরেন্দ্রনাথ ও কমলপ্রভা উভয়ে পূর্ব্বকথিত কক্ষে বসিয়া আছেন! আজি হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, কমলপ্রভার মুখমণ্ডল অতি মলিন, অথচ পাঠক ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন এরূপ মলিনভাব কেবল কল্পিত মাত্র, কমলপ্রভা মনে মনে যেন কি ভাবিয়া হাসিতেছে!

সে হাসি হৃদয়মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার নয়! ওষ্ঠাধরেও সে হাসি অল্প অল্প উথলিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না! তিনি দেখিলেন যে, কমলপ্রভার মুখমণ্ডল বাস্তবিক আজি অতি ম্লান। কমলপ্রভা ভ্রমরগুঞ্জনবৎ মৃদু মৃদু গীত আরম্ভ করিল। আজিকার গীত অন্যান্য দিবসের ন্যায় হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি-প্রকাশক নহে। গীতের সুরে, গায়িকার স্বরে, করুণরস মিশ্রিত রহিয়াছে! কমলপ্রভার অন্য দিবসের গীত শুনিয়া সুরেন্দ্রের বোধ হইত, গায়িকার স্বরে প্রকাশ পাইত, যেন এ সংসার সুন্দর, সুখময়! অন্যান্য দিবস এ জগতের সুখময় সৌন্দর্য্য যেন গায়িকার হৃদয়ে উথলিয়া পড়িত। কিন্তু আজিকার গীত সেরূপ নয়! আজি যেন কমলপ্রভার হৃদয়ে কোন মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছে। কিন্তু অন্যান্য দিবসের অপেক্ষা আজিকার সঙ্গীত সুরেন্দ্রের নিকট অধিকতর মনোহর বোধ হইল। প্রতি লয়ে, প্রতি তানে, যেন রমণীর মনের ভাব তাঁহার হৃদয় মধ্যে প্রতিহত হইতে লাগিল। তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন যে, কি করিলে এ রমণীর মনোবেদনার শান্তি হয়। সেই গীত তাঁহাকে যেন বলিয়া দিতে লাগিল যে, এ পৃথিবীতে গায়িকার হৃদয়ের মর্ম্মবেদনার শান্তি করা তিনি বই আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। সুরেন্দ্র একতান মনে সেই রমণীয় গীতিধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। কমলপ্রভার গীত সমাপ্ত হইল, তথাপিও যেন সেই গীতিধ্বনি সুরেন্দ্রের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল। উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম সম্ভাষণ করিলেন। তিনি কহিলেন "কমলপ্রভা! তুমি সে দিনকার কথা এখনও মনে করে রয়েছ! আমি তো বলেছি, সে দিন আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়েছিলেম, তাই তোমাকে এরূপ কর্কশ সম্বোধন করেছিলেম, তারপর যখন চৈতন্য লাভ করলেম, সে সকল কথা মনে করে কতই অনুতাপ করলেম। সে সব কথা এখনও আমার মনে হচ্চে ও অনুতাপে হৃদয় দগ্ধ হচ্চে!"

কমলপ্রভা কহিল "সুরেন্দ্রনাথ, তুমি সে দিনকার কথা মনে

করে কেন অকারণ লজ্জিত হচ্চ! আমি তোমার সে কথায় কিছুমাত্র দোষ জ্ঞান করি নাই! যদি তোমার উপকার করতে গিয়ে, শতবার এরূপ অপমান-সূচক কথা শুন্‌তে হয়, তাও অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করবো!"

সুরেন্দ্র কহিলেন "তবে বল আমাকে ক্ষমা করলে?" কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের দক্ষিণ হস্তে আপন কর স্পর্শ করিয়া কহিল "সুরেন্দ্র এ তোমার অন্যায়, যে তোমার দাসী হবার অযোগ্য তাকে এরূপ কথা বলা কি তোমার ভাল দেখায়?" সুরেন্দ্র কহিলেন "এ সংসারে এমন পাষাণহৃদয় কে আছে যে, তোমাকে দেখে, তোমার ঐ ত্রিদিব-দুর্লভ রূপরাশি নিরীক্ষণ করে, তোমার কিন্নরীকণ্ঠনির্গত, সুধাময় সঙ্গীত শুনে যার হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? কমলপ্রভা, বাস্তবিক বল্‌তে কি, তোমার ন্যায় রমণী নারীকুলে দুর্লভ!"

কমলপ্রভা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল "কিন্তু শৈলবালার কাছে নয়!"

সুরেন্দ্রের মুখমণ্ডল আবার শুষ্ক হইল; কিন্তু সে ভাব ক্ষণমাত্র রহিল। তিনি উত্তর করিলেন "আর সে কথার প্রয়োজন কি? সে স্বপ্ন তো শেষ হয়েছে!"

কম। তবে এখনও তার কথা চিন্তা কর কেন?

সুরে। না! আর সে বিষয় চিন্তা করবো না!

কম। তবে শোন সুরেন্দ্র! এ সংসারে তোমার কোন্ সুখের অভাব? তুমি কি সুখ চাও? অর্থ, ভালবাসা, তোমার কিছুরই অভাব হবে না। বল, একবার বল! তুমি আমাকে ভালবাসার প্রতিদান দিবে?

সুরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উত্তর করিলেন "সে কি কমলপ্রভা! এ যে অসম্ভব! তুমি আর এক জনের স্ত্রী, তোমার স্বামী আছে!"

কম। না সুরেন্দ্র! অসম্ভব নয়। আমার প্রকৃত পরিচয় এখনও তোমাকে দিই নাই।

কমলপ্রভা সুরেন্দ্রের আরও নিকটে সরিয়া বসিল। সুরেন্দ্রের দক্ষিণ হস্ত আপনার উচ্চ উরসে স্থাপিত করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল "শোন সুরেন্দ্র! আজি হতে যৌবন মন তোমাকে সমর্পণ করলেম! আজি হতে কমলপ্রভা তোমার দাসী হলো! আজি হতে সুরেন্দ্রনাথ! এ হৃদয়ের ঈশ্বর তুমি হলে!"

সেই অতি উচ্চ, ঈষৎকম্পিত উরস সুরেন্দ্রের কর স্পর্শ করিল। সুরেন্দ্র সিহরিয়া হস্ত সরাইয়া লইলেন! তাঁহার হঠাৎ বোধ হইল যেন জ্বলন্ত অনল স্পর্শ করিলেন! অথবা তোমার জন্যে—সুরসুন্দরী পবিত্রা শৈলবালা! শৈলবালার সেই প্রেমময় মুখমণ্ডল অকস্মাৎ যেন তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল! সুরেন্দ্র সরিয়া বসিলেন। কমলপ্রভা সবিস্ময়ে কহিল "একি সুরেন্দ্র! এই না তুমি বল্‌লে, তুমি আমাকে ভালবাসার প্রতিদানে ভালবাসা দিবে! এইমাত্র না তোমার অনুমতি লয়ে, আমি তোমাকে দেহ মন সমর্পণ করলেম!"

সুরেন্দ্র যেন কিছু অপ্রতিভ হইলেন! কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না! কমলপ্রভা ধীরে ধীরে মৃণালসুকুমার কোমল বাহু সুরেন্দ্রের গলদেশে স্থাপন করিয়া সপ্রেম দৃষ্টিতে সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "সুরেন্দ্র! বল আমাকে দাসী বলে গ্রহণ করলে?"

এবার সুরেন্দ্র সরিয়া গেলেন না! কমলপ্রভার সুরভি নিশ্বাস সুরেন্দ্রের অধরে পড়িতে লাগিল! কোমল অঙ্গে সুরেন্দ্রের অঙ্গস্পর্শ হইল! কমলপ্রভা উত্তরের প্রতীক্ষায় সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে, কম্পিত কণ্ঠে, বলিতে লাগিলেন "কমলপ্রভা, শৈলবালার প্রতিমূর্ত্তি এ হৃদয় হতে বিসর্জ্জন দিয়েছি—আজি হতে সুরেন্দ্র"—

অকস্মাৎ রুদ্ধ কবাট সবলে সশব্দে উদ্‌ঘাটিত হইল! কমলপ্রভা ও সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, সেই কুটীর-বাসিনী, আলুলায়িতকেশী যোগিনী!

যোগিনী কহিল "কমলপ্রভা! পিশাচি! এই জন্যে শশীকলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এত ব্যস্ত হয়েছিলি?"

কমলপ্রভা হতবুদ্ধির ন্যায় বিস্মিত নেত্রে যোগিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! যোগিনী সুরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল "সুরেন্দ্র! আমার সঙ্গে এস!" এই বলিয়া যোগিনী পশ্চাৎ ফিরিল। সুরেন্দ্র কোথায় যাইবেন, কেন যাইবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তথাপি যোগিনীর সে আদেশ শোনা উচিত কিনা সিদ্ধান্ত করিবার জন্য তাঁহাকে তিলার্দ্ধের জন্যও চিন্তা করিতে হইল না। তিনি যেন যাদুবিদ্যাপ্রভাবে যোগিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। নীচে আসিয়া যোগিনী তিরস্কারসূচক স্বরে সুরেন্দ্রকে কহিল—"ছি সুরেন্দ্র! তুমি এমন নির্ব্বোধ!"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আপনি কে? আমাকে কেন ডাক্‌লেন?" যোগিনী কহিল "কেন ডাকলেম্, আমার সঙ্গে এস, বুঝতে পারবে।"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাব?"

যোগিনী কহিল "শৈলবালাকে রক্ষা করতে?" সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিল "শৈলবালা!" যোগিনী কহিল "হাঁ! শৈলবালা! তুমি কি জান না এসংসারে কেবল শৈলবালা তোমাকে প্রাণের অধিক স্নেহ করে?"

সুরেন্দ্র কম্পিতস্বরে কহিলেন "না—শৈল এখন অন্য পুরুষের প্রণয়িণী!"

যোগিনী কহিল "নির্ব্বোধ বালক! শৈলের ভালবাসা তুমি কি বুঝবে? তুমি যা শুনেছ সকলি মিথ্যা, তোমার সর্ব্বনাশের জন্য কল্পিত হয়েছিল মাত্র!"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আমি স্বচক্ষে দেখিছি!"

যোগিনী কহিল সে বিষয়ের সন্দেহ আমি এখনি ভঞ্জন করচি! কিন্তু এখন তার সময় নয়। আপাততঃ শৈল, তোমার জন্য বিষম বিপদে পড়েছে, তাকে এখনি সে বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। মুহূর্ত্ত

মাত্র বিলম্ব হলে সকলি নিষ্ফল হবে। অতএব দ্রুতপদে আমার সঙ্গে চল।” এই বলিয়া যোগিনী দ্রুত পাদবিক্ষেপে চলিল। সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

Fair damsel, pity me! forgive that I
Thus violate thy bower's sanctity!
O pardon me, for I am full of grief—
Grief born of thee, young angel! fairest thief!

—KEATS.

সেই দিবস মধ্যাহ্নে শৈলবালা শশীকলার গৃহে একাকিনী বসিয়া আছে! শশীকলা কার্য্যান্তরে অন্য গৃহে রহিয়াছে। শৈলবালা একাকিনী বসিয়া চিন্তা করিতেছে। অনাথিনী অভাগিনী বালিকা, শৈশবসখা সুরেন্দ্রের দর্শনলালসায় পিতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে! কোথায় গেলে সুরেন্দ্রের দেখা পাইবে? কে বলিয়া দিবে, এ অসীম অবনীধামে সুরেন্দ্র কোথায়? শশীকলা ভগিনীর ন্যায় যত্ন করে সত্য, কিন্তু সে সুরেন্দ্রনাথের তো কোন সংবাদ দিতে পারে না! আর এক গুরুতর চিন্তা, শশীকলার গৃহে রাজকুমারকে প্রথম দিবস দেখিয়াছিলেন। তবে তো রাজকুমারের পুনর্ব্বার সেখানে আসিবার সম্ভাবনা আছে! বালিকা যে ভয়ে অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে, আবার সেই ভয়? শশীকলাকে জিজ্ঞাসা করিলেও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যায় না! একদিন শৈলবালা শশীকলার নিকট বিদায় চাহিয়াছিল, তাহাতে শশীকলা বলিল “অন্য কোথাও যেতে হবে না এই খানেই সুরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে।” কি প্রকারে হইবে, কোথা হইতে সুরেন্দ্র আসিবে, কবে আসিবে, শশীকলা তাহার সন্ধান কি প্রকারে পাইবে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

শশীকলা বলে, কিছুদিন অপেক্ষা কর! আর কতদিন তাহার কথায় নির্ভর করিয়া থাকিবে? শশীকলার গৃহ পরিত্যাগ করিয়াই কোথায় যাইবে? শৈলবালা এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে দ্বারদেশে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল! শৈলবালা সেই দিকে চাহিয়া দেখিল দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, রাজকুমার অমরেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শৈলবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে যাইবার জন্য দুই এক পদ অগ্রসর হইল; কিন্তু মস্তক ঘূরিতে লাগিল; বালিকা চারিদিক অন্ধকার দেখিল, ভূমিতলে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিয়া পড়িল। রাজকুমার দ্বার অর্গলবদ্ধ করিলেন ও শৈলবালার নিকটে অগ্রসর হইয়া কহিলেন "শৈল অনেক দিনের পর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো! তুমি পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে এসেছ শুনে, আমি দেশে দেশে তোমার অন্বেষণ করে বেড়াচ্চি! আজ তোমাকে দেখ্‌তে পেয়ে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হলো! ওকি শৈল? চক্ষু মুদিত করে রয়েছ কেন? আমাকে দেখ্‌লে কি তোমার ভয় হয়?" শৈলবালা সেইরূপ ভাবে থাকিয়া উত্তর করিল "তোমাকে দেখলেও পাপ আছে!"

রাজকুমার সবিনয়ে শৈলবালার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "শৈল, তুমি এখন অনাথিনী, আশ্রয়বিহীনা পথের ভিখারিণী। রাজমহিষী হবে, সেকি তোমার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় নয়?"

অকস্মাৎ যেন শৈলবালার শরীরে প্রভূত বল-সঞ্চার হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও বলপূর্ব্বক রাজকুমারের হস্ত হইতে আপন হস্ত উন্মুক্ত করিয়া কহিল "রাজকুমার! আপনি কোন সাহসে পরস্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করেন?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন "শৈল, তোমার সঙ্গে অনেক দিন অবধি মনে মনে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ হয়েছি!"

এই বলিয়া রাজকুমার শৈলবালার হস্ত ধারণ করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। বালিকা সক্রোধে কহিল "পিশাচ! দুরাচার! এখনও বলচি আমাকে স্পর্শ করো না!"

অমরেন্দ্র হাস্য করিয়া কহিলেন "বাস্তবিক শৈল, এখন তোমায় কি সুন্দর দেখাচ্চে! তোমার অই ক্রোধপূর্ণ বক্র দৃষ্টিতে, তোমার অই মরালের ন্যায় গ্রীবাভঙ্গীতে, তোমার রূপ সাগরে কি অনুপম সৌন্দর্য্যের লহরী উঠচে? বাস্তবিক তোমার ঐ অতুল রূপরাশির নিকটে, বিজয়পুরের সিংহাসন কোন ছার পদার্থ! যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য ঐ অতুল রূপরাশি উপভোগ করে জীবলীলা সম্বরণ করতে হয়, তবে সে কি সুখের মৃত্যু!"

শৈলবালা কবাট উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইল! রাজকুমার সহাস্যে কহিলেন "ক্ষুদ্র-বুদ্ধি বালিকা! এখন এ বৃথা বল প্রকাশে কি লাভ! ঐ দেখ কবাট অর্গল বদ্ধ! কেবল ভিতর হইতে নয়, বাহির হইতেও এইরূপ বদ্ধ। এখানে কে তোমার সাহায্য কর্‌বে? এখানে তোমার রোদনধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ হলেও, একটী গগন-বিহারী বিহঙ্গ তোমার দিকে ফিরে চাইবে না। অতএব আমি যা বলি তা শোন—আমার সেই প্রতিজ্ঞা মনে করে দেখ! এতদিন সে প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করতে পারি নাই বলে, দিবানিশি অন্তর্দাহে হৃদয় দগ্ধ হচ্চিল; এতদিন রাজভোগ নরক-যন্ত্রণা বোধ হচ্চিল; কুসুমশয্যা শরশয্যার ন্যায় অনুভব করছিলেম। আজ সৌভাগ্য-ক্রমে বিধাতা সেই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবার উপায় প্রদর্শন করেচেন! তুমি কি মনে কর, আমি এমনি মূর্খ যে, আজ তোমায় অঙ্কন্যস্ত পেয়েও পরিত্যাগ করবো?"

এই বলিয়া রাজকুমার গলদেশ হইতে এক ছড়া কুসুমের মালা হস্তে লইয়া বলিতে লাগিলেন "শৈল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের রীতি অনুসারে রাজবংশে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত আছে। সেইজন্য স্বহস্তে তোমার জন্যে এই মালা গেঁথেচি। আজ এখনি মাল্য বিনিময়ে তোমার সঙ্গে পরিণীত হব! তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এই মালা লয়ে স্বহস্তে আমার গলায় পরিয়ে দাও!"

শৈলবালার সেই স্বপ্ন মনে পড়িল। সেই কালস্বপ্ন এত দিনের পরে কি সত্য হইল? রাজকুমারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কি বাস্তবিক অসম্ভব? শৈলবালার বিশাল নয়নদ্বয় আরক্তিম ও অশ্রুপূর্ণ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। আনায়বেষ্টিতা হরিণী যেরূপ কিরাতের দিকে সভয়ে নিরীক্ষণ করে, বিহঙ্গিনী যেরূপ কুলায়গত কালসর্পের দিকে সকরুণ কটাক্ষপাত করে, অনাথিনী বালিকা সেইরূপ সাশ্রুনয়নে সবিনয়ে রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিল। রাজকুমার বালিকার সেই সকরুণ কটাক্ষ দেখিয়া অকস্মাৎ সিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার দৃঢ়মুষ্টি হইতে শৈলবালার হস্তস্খলিত হইল! শৈলবালা এই অবকাশে জানু পাতিয়া ভূতলে উপবেশন করতঃ করযোড়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিতে লাগিল "রাজকুমার! আমি অনাথিনী বালিকা আর আপনি রাজাধিরাজতনয়! আপনার কি উচিত, দুঃখিনী নিঃসহায়া রমণীর প্রতি এরূপ অত্যাচার করা? আমাদের কোন কষ্ট হলে, কোন বিপদ হলে, আপনি কোথায় রক্ষা করবেন, তা না হয়ে আপনিই এরূপ অত্যাচারে প্রবৃত্ত হলেন? বিবেচনা করে দেখুন, আমি আপনার ভয়ে পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে বনবাসিনী হতে যাচ্ছিলেম! আমাকে দেখে আপনার মনে কিকিছুমাত্র দয়া হলো না? উপরে একজন পাপ-পুণ্যের দণ্ডবিধাতা আছেন, তিনি কি এসব দেখতে পাচ্চেন না? একদিন এ সংসার পরিত্যাগ করে অন্য এক লোকে যেতে হবে, তা কি বিস্মৃত হ'চ্চেন? রাজকুমার! চরণে ধরে মিনতি কর্‌চি, অনাথিনী বালিকাকে আর এরূপ সম্বোধন করবেন না!"

রাজকুমার সিহরিয়া উঠিলেন! কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য! তিনি কহিলেন "না শৈলবালা! তুমি মিনতিই কর আর বলপ্রকাশই কর, আমি তোমাকে আর পরিত্যাগ করবো না!" এই বলিয়া পুনরপি শৈলবালার হস্ত ধারণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শৈলবালা দাঁড়াইয়া উঠিয়া, মুদিত নয়নে, যুক্ত করে, বলিতে লাগিল "দয়াময় ঈশ্বর! তুমি না সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্? আকাশে কি আর বজ্র নাই? স্বর্গে কি আর দেবতা নাই?"

অমরেন্দ্র বলপূর্ব্বক শৈলবালার হস্তধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "শোন শৈল, আমি তোমায় পুনঃ পুনঃ বল্‌চি, তুমি রোদনই কর আর বলপ্রকাশই কর, আমি আজ বিফল-মনোরথ হবো না! আমার সেই প্রতিজ্ঞা আজ সফল করবো! তাই বলি শৈল, মালা লও, আর বিলম্ব করো না।"

শৈলবালা উচ্চকণ্ঠে, কাতরভাবে, সরোদনে বলিল "এ সময়ে তুমি কোথায় রইলে সুরেন্দ্রনাথ!"

বাহির হইতে কে জলদ-গম্ভীর স্বরে উত্তর করিল "ভয় নাই! ভয় নাই শৈল! এই আমি এসেছি!"

এই কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অর্গলবদ্ধ কবাট অর্গলচ্যুত হইয়া ভীষণশব্দে ভূমিতলে পতিত হইল ও তাহারই সঙ্গে সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও যোগিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমার সভয়ে, সবিস্ময়ে দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন। শৈলবালা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ আরক্ত-নয়নে রাজকুমারকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "রাজবেশী রাক্ষস, মানবরূপী পিশাচ! অনাথিনী আশ্রয়-বিহীনা বালিকার প্রতি এই অত্যাচার? রাজকুমার কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সুরেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন, কিন্তু যোগিনী তাঁহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "সুরেন্দ্রনাথ! পাপ পুণ্যের দণ্ডবিধায়িত্রী কালিকা দুরাত্মা রাজকুমারকে এপাপের প্রতিফল অবশ্যই দেবেন! তুমি এই দিকে দেখ!"

এই বলিয়া যোগিনী মূর্চ্ছিতা শৈলবালাকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে আসিল। সুরেন্দ্রও সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। ক্রমে শৈলবালার চেতনার সঞ্চার হইল। শৈল যেন নিদ্রাভঙ্গে নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিতে লাগিল "কই সুরেন্দ্র কোথায়? আমি স্বপ্ন দেখছিলেম যেন সুরেন্দ্র আমার জন্য—"

যোগিনী সুরেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিল। শৈলবালা অতীব ব্যস্ততা

সহকারে উঠিয়া দুই হস্তে সুরেন্দ্রের গ্রীবা ধারণ করিয়া কহিল "সুরেন্দ্র! এতদিনের পর অনাথিনী শৈলকে কি তোমার মনে পড়েচে?"

সুরেন্দ্র কহিলেন "শৈল! তুমি এখানে কি প্রকারে এলে? আমি কি আত্ম-বিস্মৃত হলেম—তুমি এখন সেই রাজপুত যুবকের প্রণয়িনী!"

এই বলিয়া বলপূর্ব্বক শৈলবালাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শৈলবালা ভূমিতলে পড়িয়া গেল। প্রস্তর-সোপানে মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিল। শোণিত বহিতে লাগিল।

যোগিনী পুনরপি শৈলকে ক্রোড়ে লইয়া বলিতে লাগিল "মূর্খ সুরেন্দ্রনাথ! এখনও তোমার সেই সন্দেহ?"

এই বলিয়া যোগিনী অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতা শৈলকে ক্রোড়ে লইয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে চলিল। শৈল জিজ্ঞাসা করিল "সুরেন্দ্র কোথায়?"

যোগিনী উত্তর করিল "কোন ভয় নাই, আমার কুটীরে সুরেন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্যায় সমর।

Come hither, you that could be combatants.

—*King Henry VI.*

সুরেন্দ্রনাথ ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীরে কমলপ্রভার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই চারি পদমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন একজন সুন্দরী যুবতী। সুরেন্দ্র বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কে?"

রমণী সহাস্যে কহিল "তুমি কি আমাকে চেন না?"

সুরেন্দ্র রমণীকে ভালরূপ নিরীক্ষণ করিয়া উত্তর করিলেন " ইতি-পূর্ব্বে আপনাকে দেখেছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় দেখেচি স্মরণ হচ্চে না !"

রমণী হাস্য করিয়া কহিল " এই বাটীতেই দেখেছ !"

সুরেন্দ্র কহিলেন " এই বাটীতে ? আমি ইতিপূর্ব্বে এ বাটীতে আর কখনত আসি নাই !"

রমণী কহিল " ভাল করে মনেকরে দেখ ! এক দিন সন্ধ্যার পর ঐ উদ্যান-সমীপস্থ কক্ষে আমাকে দেখেছিলে, স্মরণ নাই ?"

সুরেন্দ্র যেন অকস্মাৎ কোন আশ্চর্য্য স্বপ্ন হইতে উত্থিত হইলেন। সবিস্ময়ে কহিলেন " আমি কি স্বপ্ন দেখচি ? না আপনি আমার সঙ্গে ছলনা করচেন ? সত্য করে বলুন, আপনি পুরুষ না স্ত্রীলোক ?"

রমণী উচ্চহাস্য করিয়া কহিল "এই বয়সেই তোমার চক্ষু এতই কি জ্যোতিহীন হয়েছে ?"

সুরেন্দ্র অধিকতর বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন " তবে কি তুমি বাস্তবিক পুরুষ নও ? সে দিন কি তুমি পুরুষবেশ ধারণ করেছিলে ?"

শশীকলা কহিল " আমার এখন সমস্ত কথা প্রকাশ করবার অবকাশ নাই ! আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করো। আমি তোমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলবো ! এখন এইমাত্র জেন যে, আমি কমলপ্রভার নিতান্ত অনুরোধে পুরুষবেশ ধারণ করেছিলেম !"

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতলে পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিয়া বিকৃত-কণ্ঠে, উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন " নির্ব্বোধ, পাগল, পামর সুরেন্দ্র ! যোগিনী যা বলেছিল, সম্পূর্ণ সত্য ! তোমার ন্যায় মূর্খ শৈলবালার প্রেম কি বুঝবে ? শত বার ! সহস্র বার ! আমার ন্যায় মূর্খ জগতে আর নাই ! স্নেহময়ী, সুরসুন্দরী শৈলবালার চরণে ধরে আজ ক্ষমা চাইব ! শৈল কি ক্ষমা করবে না ? অবশ্য করবে। আমার

শৈল, আমার প্রাণপুত্তলিকা, আমার জীবিতেশ্বরী, আমার শৈশবসখী শৈল অবশ্যই আমায় ক্ষমা করবে!"

এই বলিয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে যোগিনীর কুটীরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। কিঞ্চিৎদূরমাত্র গিয়াছেন, এমন সময় একজন দীর্ঘাকৃতি, ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ সুরেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। এই ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষকে সুরেন্দ্র একবার কমলপ্রভার বাটীতে, বাতায়ন সমীপে দেখিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র সক্রোধে কহিলেন "তুমি কে? আমার পথ ছাড়, নচেৎ সমুচিত প্রতিফল পাবে।"

ভীষণমূর্ত্তি পুরুষ সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কহিল "তোমার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে।"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আমার সঙ্গে তোমার প্রয়োজন? আমার এখন নিমেষমাত্র অবকাশ নাই! ক্ষমা কর, যদি বাস্তবিক কোন প্রয়োজন থাকে, অন্য সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। আর যদি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার অভিপ্রায় হয়, শীঘ্র তরবারি উন্মোচন কর, বিলম্ব করো না!

বিকটমূর্ত্তি পুরুষ কহিল "সুরেন্দ্রনাথ! আমি তোমার মিত্র, শত্রু নই। মুহূর্ত্তমাত্র ধৈর্য্য অবলম্বন করে আমার কথা শোন।" সুরেন্দ্র অগত্যা কহিলেন "কি, শীঘ্র বল!"

ভীষণ-মূর্ত্তি পুরুষ বলিতে লাগিল "বিন্ধ্যগিরির উপর একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, মনে আছে? তিনি আপাততঃ কোন বিপদে পড়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেচেন। যদি বিশ্বাস না হয়, এই পত্র পাঠ কর।"

সুরেন্দ্র ব্যস্ততা সহকারে পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—

"সুরেন্দ্রনাথ! যদি কয়েক দিবসের মাত্র পরিচয়ে আমার সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র সৌহার্দ্দ জন্মে থাকে, আমি তোমাকে যেরূপ সদাশয় জ্ঞান করি, যদি সে বিষয়ে আমার ভ্রম না হয়ে থাকে, তবে ভরসা

করি, পত্রপাঠমাত্র এই পত্রবাহক যে স্থান দেখাইয়া দিবে, সেই খানে আমার জন্য একাকী অপেক্ষা করিবে! তোমার সঙ্গে আমার নিতান্ত প্রয়োজন আছে। সে প্রয়োজন তুমি বই অন্য কাহারও দ্বারা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি এক দণ্ডও বিলম্ব কর আমার মনোরথ সম্পূর্ণ বিফল হইবে। অধিক কি লিখিব আমার জীবন অথবা মৃত্যু তোমার হাতে!

বিন্ধ্যাচলবাসী সন্ন্যাসী।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন "চল কোথায় সে স্থান!" বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ উত্তর করিল "আমার সঙ্গে এস।"

সুরেন্দ্র বিকট-মূর্ত্তি পুরুষের সঙ্গে চলিলেন। আজি আর শৈল-বালার নিকট যাওয়া হইল না। কত দিন হইবে না, কে বলিতে পারে? কিঞ্চিৎ দূরে কাননাভ্যন্তরে দুইটী অশ্ব সুসজ্জিত ছিল। বিকট-মূর্ত্তি পুরুষ কহিল "অনেক দূর যেতে হবে, এই অশ্বে আরোহণ করিয়া চল।" সুরেন্দ্রনাথ ভীষণমূর্ত্তি পুরুষের সঙ্গে অশ্বারোহণে চলিলেন। অনেক দূর গিয়া একটী কানন সমীপে উপস্থিত হইয়া বিকটমূর্ত্তি পুরুষ কহিল "এই কাননে, অই বটবৃক্ষতলে অপেক্ষা কর, অনতিবিলম্বে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে! তোমাকে একাকী থাকৃতে বলেচেন, অতএব আমি বিদায় গ্রহণ করি!"

সুরেন্দ্রনাথ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সেই বটবৃক্ষতলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী গভীরতর হইতে লাগিল। কাহারও দেখা নাই! সুরেন্দ্রনাথ চিন্তিত হৃদয়ে পথপানে চাহিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ কে পশ্চাৎ হইতে আসিয়া বলপূর্ব্বক সুরেন্দ্রের হস্ত ও গ্রীবা ধারণ করিল। তিনি সভয়ে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন! সেই ঘোর অন্ধকারময় রজনীতেও চিনিতে বিলম্ব হইল না। এই সময়ে আর একজন তাঁহার কঙ্কালস্থ অসি আকর্ষণ করিয়া লইল! সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ! তরবার দাও, যুদ্ধ কর, একে একে

যুদ্ধ করতে সাহস না হয়, সকলের সঙ্গে একাকী যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি।"

গোবিন্দপ্রসাদ উত্তর করিল "আমি বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করি না! রক্ষীগণ, সাবধান! এবার যেন পলায়ন না করে।" সুরেন্দ্রনাথ বিদ্যুৎ-গতিতে উঠিয়া একজন রক্ষীর হস্ত হইতে তরবারি আকর্ষণ করিয়া লইলেন। সেই সময়েই গোবিন্দপ্রসাদের সহচরগণ সকলে এককালে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুরেন্দ্রনাথ নিরস্ত হইলেন না, যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; দুইজন রক্ষী আহত হইয়া ভূমিতলে শয়ন করিল। কিন্তু সুরেন্দ্র একাকী এত লোকের সঙ্গে কতক্ষণ যুঝিবেন? তিনি অদ্য এই অন্যায় সমরে জীবন দিবেন স্থির করিলেন। ক্রমে শরীর দুর্ব্বল হইয়া আসিল। দর্শনশক্তি বিলুপ্ত হইতে লাগিল। শত্রুগণের অস্পষ্ট জয়োল্লাস তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্র বুঝিলেন, আর যুদ্ধ করা অসম্ভব। এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন অশ্বা-রোহী দ্রুতবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রাজবেশ পরিধান! বীরত্বপূর্ণ পরম সুন্দর রাজকান্তি! আগন্তুক গম্ভীর স্বরে কহিলেন "ধিক্ যোদ্ধৃগণ! একজন বালকের প্রতি এককালে দ্বাদশ যোদ্ধার বলপ্রকাশ গৌরবের বিষয় বটে! যুদ্ধ করবার অভিলাষ থাকে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

এই বলিয়া অশ্বারোহী সুরেন্দ্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষীগণ মুহূর্ত্তমাত্র নিরস্ত থাকিয়া আগন্তুকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল! কিন্তু অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। আগন্তুকের অসাধারণ অমানুষিক, অস্ত্রশিক্ষা দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও ভীত হইয়া পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক কহিলেন যোদ্ধৃগণ তোমরা বুঝতে পেরেছ, আমি ইচ্ছা করলে এতক্ষণ তোমাদের সকলকে যমসদনে পাঠাতেম! অতএব যদি জীবনে আদর না থাকে, এস যুদ্ধ করি, নচেৎ পলায়ন কর।"

রক্ষীগণ পরস্পরের মুখের প্রতি চাহিয়া নীরবে প্রস্থান করিল।

ইনি কি কোন দেবতা? অন্যায় সমরে স্থরেন্দ্রকে রক্ষা করিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করিলেন?

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন বিপদ।

Come on refreshed, new added and encouraged.

—*Julius Ceasar.*

আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল "স্থরেন্দ্রনাথ! কোন স্থানে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়েছ কি?"

একি? এস্বর যে স্থরেন্দ্র অনেকবার শুনিয়াছেন! কথার স্বরে স্থরেন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, আগন্তুক বিন্ধ্যাচলবাসী সন্ন্যাসী। সে দয়ার্দ্র, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ অথচ স্থমধুর স্বর যে একবার শুনিয়াছে, সে কি ভুলিতে পারে? স্থরেন্দ্র সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দিতে ভুলিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি আপনার এবেশ কেন?" সন্ন্যাসী কহিলেন "এখনি তোমার বিস্ময় অপনীত কর্‌চি, প্রথমে যা জিজ্ঞাসা করি তার উত্তর দাও, কোন স্থানের আঘাত গুরুতর বোধ হচ্চে কি? আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর আমি এখনি আস্‌চি।"

এই বলিয়া নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্র লতা হইতে কয়েকটী পত্র লইয়া তাহাতে স্থরেন্দ্রের ক্ষত স্থান বাঁধিয়া দিয়া কহিলেন "আমি সন্ন্যাসাশ্রমে কয়েকটী অতি আশ্চর্য্য ঔষধ শিক্ষা করেচি! এ ঔষধের এরূপ গুণ যে, এখনি ক্ষতস্থানের বেদনা সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হবে।"

স্থরেন্দ্র কহিলেন "আমি অতি সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়েছি। এতে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হচ্চে না! আপনার এ বেশ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বল্‌চি।"

এই বলিয়া অনতিদূরস্থ একটী লতামণ্ডপের অন্তরালে গিয়া একজন অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকের হস্তধারণ করিয়া সুরেন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। যদিও রমণীর বদন-মণ্ডল প্রায় সম্পূর্ণরূপে অবগুণ্ঠনাবৃত, তথাপি সুরেন্দ্র চিনিতে পারিলেন; ইহাঁকে বিন্ধ্যাচলে সন্ন্যাসীর আশ্রমসমীপে সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে দেখিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "সুরেন্দ্রনাথ! তুমি আমার বেশ পরিবর্ত্তনে ও আমার সঙ্গে এই রমণীকে দেখে বিস্মিত হচ্চ! কিন্তু আমার পরিচয় প্রাপ্ত হলে সে বিস্ময় সম্পূর্ণ অপনীত হবে। আমি কি জন্য অকস্মাৎ তোমার সাহায্য প্রার্থনা করেছি, বুঝতে পারবে। আমি যোধপুর-মহারাজ ভীম সিংহের একমাত্র পুত্র। আমার নাম সুরজয় সিংহ। আমি কোন বিশেষ কারণবশতঃ দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস অবলম্বন করেছিলেম। কি কারণে আমি রাজভোগ পরিত্যাগ করে এ সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করলেম, তা তোমার এখন শোনবার আবশ্যক নাই। পিতা একমাত্র পুত্রের নিরুদ্দেশে যার পর নাই ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হলেন! দেশ বিদেশে আমার সন্ধানে লোক পাঠালেন। কিন্তু আমি সন্ন্যাসীবেশে গিরিগুহায়, গহন-কাননে, পরিভ্রমণ করতেম, কে আমার সন্ধান পাবে? অবশেষে পিতা আমার সন্ধান না পাওয়াতে যার পর নাই শোকাকুল হলেন ও রাজ্য সম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করে সংসারত্যাগী হবার কল্পনা করলেন। আমি সে সংবাদ পেলেম ও পিতাকে সান্ত্বনা করবার কোন উপায় অবধারণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করলেম; কিন্তু কি প্রকারে তাহাকে সংবাদ প্রেরণ করি? অবশেষে ঘটনাক্রমে এক অতি আশ্চর্য্য স্থানে, এই বিকট-মূর্ত্তি পুরুষের সঙ্গে; যে তোমার নিকটে আজ পত্র লয়ে গিয়েছিলো, সাক্ষাৎ হলো! কোন প্রকারে তাহাদ্বারা সংবাদ দিলেম, যে আমি দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস অবলম্বন করেছি। দ্বাদশ বৎসর শেষ হইবামাত্রেই পুনর্ব্বার প্রত্যাবর্ত্তন করবো! পিতা দিন গণনা করচেন! আজ দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে! আগামী কল্য পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে! যদি না

করি, তিনি সংসার ত্যাগ করবেন; এমন কি আত্মহত্যাও বিধান করতে পারেন! আমাকেও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পাপে নিমগ্ন হতে হবে!”

সুরেন্দ্র করযোড়ে কহিলেন “আপনি যেরূপ অনুমতি করেন এ দাস এখনি তাই সম্পাদন করতে প্রস্তুত আছে!”

যুবরাজ উত্তর করিলেন “শোন, এখনও আমার কথা শেষ হয় নাই! যখন বিন্ধ্যগিরিতে সেই পর্ণ-কুটীরে বাস করতেম, এই সুন্দরীর সঙ্গে আমার প্রণয় জন্মে! আমি প্রতিজ্ঞা করলেম দ্বাদশ বৎসর অতীত হলেই আমি এঁর সঙ্গে পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ হবো। ইনি অতি সম্ভ্রান্তবংশীয়া। এঁর পিতার নিকটে আমার এ প্রতিজ্ঞার কথা আজিও প্রকাশ করিতে পারি নাই, কেন না তা হলে আমার অজ্ঞাত বাসের নিয়ম ভঙ্গ হয়! কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে এঁর পিতা এঁর অসম্মতি সত্ত্বেও একজন বর পাত্র স্থির করেচেন। আগামী পরশ্ব বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হয়েছে! আজ যদি আমি এঁর পিতার নিকটে গিয়ে আত্মপরিচয় প্রদান করি, তিনি সে কথা বিশ্বাস না করতে পারেন, অথবা আমার সঙ্গে এ সময়ে বিবাহ দিতে অসম্মত হতে পারেন। আমিও দ্বাদশ বৎসর পরে রমণী সঙ্গে লয়ে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হতে পারি না! এই জন্য বিকটমূর্ত্তি পুরুষের নিকট তোমার সন্ধান পেয়ে তোমাকে এ স্থানে আহ্বান করেছি। তুমি এই তিন চারি দিবস এঁকে কোন নিভৃত স্থানে থাকৃতে সাহায্য কর, তার পর আমি পিতার চরণ দর্শন করে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো! ইহা ব্যতীত আমি অন্য কোন উপায় দেখি না।”

সুরেন্দ্রনাথ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এমন স্থান কোথায়? অবশেষে যোগিনীর কুটীর মনে পড়িল; সেখানে যে শৈলবালাও অবস্থিতি করিতেছে, তাহাও মনে পড়িল! তিনি কহিলেন “যুবরাজ এক স্থান আছে, আমার বিবেচনায় সে স্থানে থাকৃলে এঁর কোন প্রকার অসুবিধা হবার সম্ভাবনা নাই!”

এই বলিয়া যোগিনীর কুটীর সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতেন,

বলিলেন। যুবরাজ কহিলেন "অতি উত্তম। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমার সঙ্গে এস। আমি তোমার নিকটে চির-কৃতজ্ঞতা-ঋণে বদ্ধ হলেম। যদি কখনও এ ঋণ পরিশোধ করতে পারি, তবেই জীবন সফল জ্ঞান করবো! তুমি যে দিন বিন্ধ্যাচলে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ কর, সেই দিন অবধি ভীষণমূর্ত্তি পুরুষের দ্বারা গোপনে তোমার সংবাদ রাখতেম। জানতেম না, একদিন তোমা হ'তে এত উপকার সাধিত হবে।"

নিকটবর্ত্তী লতামণ্ডপপার্শ্বস্থ একটী বৃক্ষতলে তিনটী অশ্ব সুসজ্জিত ছিল। যুবরাজ কহিলেন "তোমরা এই দুইটী অশ্ব লয়ে সেইখানে যাও। তোমার সঙ্গিনীও অশ্বারোহণে সম্পূর্ণ নিপুণা! মতিমালা আমি তোমাকে পূর্ব্বেই তো বলেছি! এর নিকটে লজ্জা করবার কোন কারণ নাই। এঁকে আপন সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করো। আমি তবে সত্বর বিদায় লই!"

সুরেন্দ্রনাথ ও মতিমালা উভয়ে অশ্বারোহণে চলিলেন। যুবরাজও তৃতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া যোধপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

রজনী অবসান প্রায়। শরতের শুভ্র জ্যোৎস্না ক্রমে তেজোহীন হইয়া আসিতেছে! নিঃশব্দে শীতল সমীরণ বহিতেছে। শব্দের মধ্যে অকাল-প্রবোধিত বিহঙ্গের উচ্চ সঙ্গীত, আর সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গিনীর অশ্বের পদধ্বনি। সুরেন্দ্রনাথ মতিমালাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেবি. আপনি আমাকে দেখে কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হবেন না। আমাকে সহোদর জ্ঞান করবেন।"

মতিমালা মৃদুস্বরে কহিল "এ পথে তো কোন বিপদের আশঙ্কা নাই!"

সুরেন্দ্রনাথ এই প্রশ্নে চমকিয়া উঠিলেন। প্রকাশ্যে কহিলেন "আমি সঙ্গে থাক্‌তে আপনার কিসের বিপদ্! যদি আপনাকে রক্ষা করবার জন্যে এ জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, আমি তাতেও কিছুমাত্র কাতর হবো না!"

এই কথা সমাপ্ত হইতেই না হইতে সুরেন্দ্রের অশ্ব ভীষণ চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল; সুরেন্দ্রনাথ সেই মুহূর্ত্তেই লম্ফ দিয়া ভূমিতলে দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, অশ্বের মস্তকে একটী তীর বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন, কয়েকজন দস্যু আসিয়া মতিমালাকে আক্রমণ করিল! তাহাদের মধ্যে দুইজনকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন। একজন গোবিন্দপ্রসাদ, আর একজন কুমার অমরেন্দ্র! কুমার মতিমালার হস্ত ধারণ করিয়া ভূমিতলে নামাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন "পিশাচ! কাহাকে স্পর্শ করিস্!"

এই বলিয়া দ্রুতবেগে মতিমালাকে রক্ষা করিতে ধাবমান হইলেন। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কয়েকজন আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সুরেন্দ্রনাথ আবার বন্দী হইলেন। গোবিন্দপ্রসাদ সানন্দে কহিল "এতদিনের পর পাপাত্মাকে উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করতে সমর্থ হব! আবার এর সঙ্গে সঙ্গে কুমার এমন একটী অমূল্য নারীরত্নও লাভ করলেন।"

অমরেন্দ্র কহিলেন "এখন ইহাদিগকে কোথায় লয়ে যাওয়া যায়?" গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "কেন? শশীকলার বাটীতে?" রাজকুমার কহিলেন দুইজনকে এক স্থানে রাখা যুক্তিসিদ্ধ নয়! গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "তবে এক কাজ করুন, আপনি এই স্ত্রীলোককে কমলপ্রভার বাটীতে লয়ে যান, আর আমি দুরাত্মাকে শশীকলার গৃহে লয়ে যাই! আপনি কল্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তার পর যেরূপ কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় বিধান করা যাবে।"

রাজকুমার এ প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। মতিমালাকে আপন শিবিকায় লইয়া ও স্বয়ং মতিমালার অশ্বে আরোহণ করিয়া কমল-প্রভার গৃহাভিমুখে চলিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ সুরেন্দ্রকে লইয়া রক্ষীগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে শশীকলার গৃহাভিমুখে চলিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিভৃত কক্ষ।

* * * * * Fye Demetrius!
Thy wrongs do set a scandal on my sex,
We should be wooed and not made to woo!

—*Midsummer Night's dream.*

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। অমাবশ্যার নিশি, ঘোর অন্ধকারময়। প্রবল বাত্যা বহিতেছে ও তাহার সঙ্গে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, তাহাতে সেই ভয়ঙ্কর তামসী রজনী আরও ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। শব্দের মধ্যে কেবল বৃষ্টিধারা পতনের ঝন্ ঝন্ রব ও ঝটিকার শন্ শন্ শব্দ। সেই ভয়ঙ্কর নিশীথে সুরেন্দ্র কমলপ্রভার বাটীতে একটী নিভৃত তমোময় কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। গৃহের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ। শয্যার মধ্যে একখানি অতি পুরাতন, জীর্ণ কম্বল। সুরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত নহেন; নানা চিন্তা তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত করিতেছে। নিজের দুরদৃষ্টের কথা বার বার মনে পড়িতেছে। এ সংসারে তাঁহার কে আছে? নিজের পরিচয় অবধি নিজে জানেন না। তাঁহাকে স্নেহ করে, আত্মীয় বলিয়া সাহায্য করে, এ সংসারে এমন কেহ নাই! কেবল, কেবল মাত্র শৈলবালা! স্নেহময়ী, অমৃতমুখী, পবিত্রা শৈলবালা! এ ভীষণ মরুভূমে একমাত্র প্রস্রবণ! এ ভয়ঙ্কর, তমসাচ্ছন্ন নিশীথে একটী মাত্র উজ্জ্বল প্রদীপ! এ কণ্টকময় গহন বিপিনে একটী মাত্র পারিজাত! এ পিশাচপূর্ণ সংসার-নরকে একমাত্র সুরসুন্দরী! নিরাশয়ে আশা, বিপদে শান্তি, অন্তর্দাহে শীতল বারি! সেই শৈলবালা এখন কোথায়? তাঁহার অন্বেষণে, তাঁহাকে দেখিবার আশায় বালিকা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অকুল সাগরে ঝাঁপ দিল। কত

দিনের পর, কত বিপৎপাতের পর, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে আসিল, আর পাষাণহৃদয় সুরেন্দ্র কি করিল! সতিরস্কারে, কর্কশ বচনে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল! এই ক্লেশকর চিন্তা পুনঃ পুনঃ সুরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, সেই গৃহমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূতলে বসিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিয়া যেন যন্ত্রণা কিছু কমিল। আবার নূতন চিন্তার তরঙ্গ মনোমধ্যে উঠিতে লাগিল। গোবিন্দপ্রসাদের তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ অত্যাচার মনে হইতে লাগিল! তিনিত কখনও গোবিন্দপ্রসাদের কোন অনিষ্ট করেন নাই! তবে সে কেন তাঁহার চিরশত্রু! গোবিন্দপ্রসাদ শৈশবাবধি তাঁহার প্রতি যত প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল, একে একে সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। অবশেষে মতিমালাকে তাঁহার নিকট হইতে অপহরণের কথা মনে পড়িল। এই চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পক্ষে ক্লেশদায়ক বোধ হইল। যুবরাজ সুরজয় সিংহ শুনিয়া কি মনে করিবেন? তিনি কেন মতিমালার ভার লইয়াছিলেন? কেন বলিলেন না, এ সংসার তাঁহার বিপদরাশিতে পরিপূর্ণ? তাহাকে যে স্পর্শ করিবে, তাহারও বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী! আর কমলপ্রভা? অপ্সরী বেশে পিশাচী! তিনি কি মূর্খ! যোগিনী না থাকিলে হয়ত রাক্ষসীর কৌশলজালে বদ্ধ হইতেন! আর যোগিনী? এ যোগিনী কে? এ পৃথিবীতে দুইটী আশ্চর্য্য রমণী দেখিলেন; একজন যিনি মহারাজ জগৎ-নারায়ণের কারাগার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর একজন এই যোগিনী। শেষ চিন্তা, গোবিন্দপ্রসাদ ও রাজকুমার তাঁহাকে এস্থানে কেন লইয়া আসিল? প্রাণে বধ করিবার জন্য, আর কেন? না প্রাণে বধ করিবার ইচ্ছা হইলে, যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনিত করিতে পারিত। বোধ হয় কোন নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে প্রাণ হানি করিবে। প্রাণহানি? এত সুখের বিষয়! এ বিষময় জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুত শত

অংশে শ্রেয়স্কর। না! মৃত্যু হইলে শৈলবালার দশা কি হইবে? শৈলবালা তাঁহারই মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছে! তাঁহার মৃত্যু হইলে অনাথিনী শৈলবালা কোথায় যাইবে? পাপাত্মা গোবিন্দ-প্রসাদের হস্তে কখনই এ জীবন সমর্পণ করা হইবে না। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই তিমিরময় গৃহের দ্বার পর্য্যন্তও অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিলেন না। ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, সেই ঘোর অন্ধকারেও চক্ষু মুদিত করিয়া, বলিতে লাগিলেন "পরমেশ্বর! এ জীবনে কি পাপ করেছি যে এত দণ্ড!" সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ যেন কে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিল! সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন! এ নিভৃত রুদ্ধকক্ষে এ ঘোর অন্ধকারে কে আসিবে? তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। মুহূর্ত্ত পরেই আবার বোধ হইল, অতি কোমল রমণীবাহু তাঁহার গলদেশ স্পর্শ করিল। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" আগন্তুক সুরেন্দ্রের মুখে করস্পর্শ করিয়া কহিল "ভয় নাই! অত উচ্চৈঃস্বরে কথা কইও না।"

সুরেন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "বল তুমি কে?"

আগন্তুক বলিল "আমি শশীকলা?"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন "শশীকলা কে!"

রমণী কহিল "যাহাকে পুরুষবেশে শৈলবালার সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিলে!"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেন এখানে এসেছেন!"

শশীকলা কহিল "আপনি না, আমাকে তুমি সম্বোধন কর। আমি কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করচো? তবে শোন, তুমি এই নির্জ্জন অন্ধকারময় কক্ষে একাকী ভূমিশয্যায় শয়ন করে রয়েছ, এ কথা মনে হয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগলো। তোমার এই সুধাকর-নিন্দিত বদনমণ্ডল, তোমার এই ত্রিলোকদুর্লভ রূপরাশি, আর তোমার এই ভূমিশয্যায় একাকী শয়ন, মনে পড়ছিল, আর অন্তর

দগ্ধ হচ্ছিল। এতক্ষণ রাজকুমার জাগরিত ছিলেন, তাই আস্তে বিলম্ব হলো। অনেক পরে, তিনি নিদ্রিত হবা মাত্রই আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এই গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করে তোমার কাছে এলেম!” এই বলিয়া শশীকলা কুসুমকোমল বাহু সুরেন্দ্রের গলদেশে বেষ্টন করিল। সুরেন্দ্র রমণীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া ঈষৎ পরুষভাবে উত্তর করিলেন “আপনার কথার ভাব কিছুই বুঝতে পারলেম না।”

শশীকলা কহিল “যদি এততেও বুঝতে না পারলে, তবে আর কি কথায় বোঝাব?”

সুরেন্দ্র কহিলেন “আপনার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করে বলুন।” রমণী কহিল “আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার ক্লেশে ব্যথিত হয়ে তোমার সাহায্য করতে এলেম, আর তুমি আমাকে তিরস্কার করচো”

সুরেন্দ্র কহিলেন “আমি আপনাকে তিরস্কার করি নাই; আপনি আমার জন্য কেন এত ক্লেশ স্বীকার করলেন, আর কি উপায়ে আমার সাহায্য করতে চান, তাই জিজ্ঞাসা করচি।” শশীকলা কহিল “সুরেন্দ্রনাথ, তুমি কি জান না, কুমার কি জন্য তোমাকে এখানে এনেচেন? তোমাকে প্রাণে বিনাশ করাই তাঁর অভিপ্রায়? এতক্ষণ রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ উভয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। আমি সে সকলি শুনেছি। কিন্তু তোমার এই নবীন বয়সে যে জীবন অপহৃত হবে, তোমার এই সুরলোকদুর্লভ রূপ-রাশি যে জল্লাদের হস্তে অর্পিত হবে, একথা মনে হয়ে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো!”

সুরেন্দ্র কহিলেন “আপনি কি প্রকারে আমার সাহায্য করবেন?”

শশীকলা কহিল “শোন সুরেন্দ্রনাথ, আমি তোমার জীবন রক্ষা করতেই এখানে এসেছি। এই গুপ্তদ্বার পথে আমি তোমাকে বাহিরে লয়ে যাব, কেহই কিছু দেখতে পাবে না।”

সুরেন্দ্র কহিলেন "আপনি যদি আমার এত উপকার করেন, আমি আপনার নিকট চিরবাধিত হব।"

শশীকলা কহিল "আমি এর প্রতিদান আর কিছুই চাই না, কেবল তোমার ভালবাসা।"

সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "ক্ষমা করুন। আপনার এ সাহায্যে প্রয়োজন নাই, আমা হতে এ প্রতিদান অসম্ভব।" শশীকলা সুরেন্দ্রের করস্পর্শ করিয়া কহিল "কেন সুরেন্দ্র, তুমি কি আমাকে সে দিবস ভালরূপে দেখ নাই? আমার কি রূপ নাই? না যৌবন নাই? যদি ভালরূপে না দেখে থাক, আমি শপথ করে বলচি, আমি সুন্দরী। যথার্থ বল্‌তে কি, দেখতে পাবে শশীকলার সৌন্দর্য্য নারীকুলে দুর্লভ। যদি তোমার চক্ষে কুরূপা হই, আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করো। আর আমার যৌবন—সুরেন্দ্র আমার অঙ্গস্পর্শ করে দেখ, আমি নবযৌবনের সীমায় পদার্পণ করেচি মাত্র।"

সুরেন্দ্র হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত কর্কশবচনে কহিলেন "আমি স্বীকার করি, আপনার রূপরাশি এ জগতে অতুল। কিন্তু আমার পক্ষে এ প্রতিদান অসম্ভব।" শশীকলা কহিল "কেন কিসে অসম্ভব? তুমি শৈলবালাকে ভালবাস, সেই জন্য? বালিকা শৈল ভালবাসার কি জানে? আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসবো, নারীকুলে কেহ কখনও সেরূপ ভাল বাসে নাই! আমার প্রভূত অর্থ আছে, রত্নালঙ্কার আছে, উভয়ে পরমসুখে থাক্‌বো!"

সুরে। আপনি বৃথা আমাকে এসকল কথা বলচেন।

শশী। তবে কি জল্লাদের তরবারিই তোমার বাঞ্ছনীয়? শোন সুরেন্দ্রনাথ আপন ইচ্ছায় এ নবীন বয়সে কেন জীবন বিসর্জ্জন দেবে? আচ্ছা সুরেন্দ্র, যদি শৈলবালাকে পরিত্যাগ করা এতই তোমার পক্ষে ক্লেশদায়ক হয়, তুমি শৈলকে বিবাহ করো, আমাকে দাসীর ন্যায় অথবা বেশ্যার ন্যায় জ্ঞান করো। আমি তোমার জন্য তাতেও প্রস্তুত আছি।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন " শোন শশীকলা, আমি এ জীবন শৈলবালাকে উৎসর্গ করেছি। এতে শৈল বই আর কারও অধিকার নাই। তুমি জল্লাদের তরবারির কথা কি বল্‌চো ? আমি শৈলের জন্য শতবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত আছি। শেষ মুহূর্ত্তে শৈলবালার সেই পবিত্র মুখমণ্ডল স্মরণ করে, হাস্‌তে হাস্‌তে জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

সে নির্ম্মল হৃদয়ের পবিত্রতা, সে স্বর্গীয় প্রেমের গভীরতা, পাপীয়সী শশীকলা কি বুঝিবে ? সে উত্তর করিল "বুঝলেম, আসন্নকালে লোকের এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয়ে থাকে। তুমি আমার ঘোরতর অপমান করলে! আমি এ জন্মে পুরুষের নিকট কখনও এরূপ অপমানিত হই নাই। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেন আমি তোমাকে এর প্রতিফল প্রদান করবো। রাজকুমারকে নিবৃত্ত করা দূরে থাকুক, আমি তাঁকে প্রাণপণে সাহায্য করবো। কাল প্রভাতে দেখবে জল্লাদের তরবারি প্রাতঃসূর্য্যকিরণে কেমন উজ্জ্বল দেখায়। আর তোমার শৈলবালা কাল হতে নির্ব্বিঘ্নে রাজকুমারের অঙ্কে বিরাজ করবে।"

শশীকলা এই বলিয়া গুপ্তদ্বার-পথে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সুরেন্দ্রনাথ ভূতলে শয়ন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমি যে আমার স্বামী !

Poor worm ! thou art infected !—*Tempest.*

পরদিন কুমার অমরেন্দ্র, গোবিন্দপ্রসাদ ও শশীকলা তিন জনে শশীকলার গৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ মাত্র আমরা পাঠককে শুনাইব। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন " তবে এখন কি কর্ত্তব্য ?"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

নিভৃত কক্ষ।

* * * * * Fye Demetrius!
Thy wrongs do set a scandal on my sex,
We should be wooed and not made to woo!

—*Midsummer Night's dream.*

রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। অমাবশ্যার নিশি, ঘোর অন্ধকারময়। প্রবল বাত্যা বহিতেছে ও তাহার সঙ্গে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, তাহাতে সেই ভয়ঙ্কর তামসী রজনী আরও ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। শব্দের মধ্যে কেবল বৃষ্টিধারা পতনের ঝন্ ঝন্ রব ও ঝটিকার শন্ শন্ শব্দ। সেই ভয়ঙ্কর নিশীথে সুরেন্দ্র ~~কমলপ্রভার~~ বাটীতে একটী নিভৃত তমোময় কক্ষে একাকী শয়ন করিয়া আছেন। গৃহের দ্বার বাহির হইতে রুদ্ধ। শয্যার মধ্যে একখানি অতি পুরাতন, জীর্ণ কম্বল। সুরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত নহেন; নানা চিন্তা তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত করিতেছে। নিজের দুরদৃষ্টের কথা বার বার মনে পড়িতেছে। এ সংসারে তাঁহার কে আছে? নিজের পরিচয় অবধি নিজে জানেন না। তাঁহাকে স্নেহ করে, আত্মীয় বলিয়া সাহায্য করে, এ সংসারে এমন কেহ নাই! কেবল, কেবল মাত্র শৈলবালা! স্নেহময়ী, অমৃতমুখী, পবিত্রা শৈলবালা! এ ভীষণ মরুভূমে একমাত্র প্রস্রবণ! এ ভয়ঙ্কর, তমসাচ্ছন্ন নিশীথে একটী মাত্র উজ্জ্বল প্রদীপ! এ কণ্টকময় গহন বিপিনে একটী মাত্র পারিজাত! এ পিশাচপূর্ণ সংসার-নরকে একমাত্র সুরসুন্দরী! নিরাশয়ে আশা, বিপদে শান্তি, অন্তর্দাহে শীতল বারি! সেই শৈলবালা এখন কোথায়? তাঁহার অন্বেষণে, তাঁহাকে দেখিবার আশায় বালিকা পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, অকুল সাগরে ঝাঁপ দিল। কত

দিনের পর, কত বিপৎপাতের পর, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে আলিঙ্গন করিতে আসিল, আর পাষাণহৃদয় সুরেন্দ্র কি করিল! সতিরস্কারে, কর্কশ বচনে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিল! এই ক্লেশকর চিন্তা পুনঃ পুনঃ সুরেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল। তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া, সেই গৃহমধ্যে উন্মত্তের ন্যায় পদচারণা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ভূতলে বসিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিয়া যেন যন্ত্রণা কিছু কমিল। আবার নূতন চিন্তার তরঙ্গ মনোমধ্যে উঠিতে লাগিল। গোবিন্দপ্রসাদের তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ অত্যাচার মনে হইতে লাগিল! তিনিত কখনও গোবিন্দ-প্রসাদের কোন অনিষ্ট করেন নাই! তবে সে কেন তাঁহার চিরশত্রু! গোবিন্দপ্রসাদ শৈশবাবধি তাঁহার প্রতি যত প্রকার অত্যাচার করিয়াছিল, একে একে সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। অবশেষে মতিমালাকে তাঁহার নিকট হইতে অপহরণের কথা মনে পড়িল। এই চিন্তা সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার পক্ষে ক্লেশদায়ক বোধ হইল। যুবরাজ সুরজয় সিংহ শুনিয়া কি মনে করিবেন? তিনি কেন মতিমালার ভার লইয়াছিলেন? কেন বলিলেন না, এ সংসার তাঁহার বিপদরাশিতে পরিপূর্ণ? তাহাকে যে স্পর্শ করিবে, তাহারও বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী! আর কমলপ্রভা? অপ্সরী বেশে পিশাচী! তিনি কি মূর্খ! যোগিনী না থাকিলে হয়ত রাক্ষসীর কৌশলজালে বদ্ধ হইতেন! আর যোগিনী? এ যোগিনী কে? এ পৃথিবীতে দুইটী আশ্চর্য্য রমণী দেখিলেন; একজন যিনি মহারাজ জগৎ-নারায়ণের কারাগার হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, আর একজন এই যোগিনী। শেষ চিন্তা, গোবিন্দ-প্রসাদ ও রাজকুমার তাঁহাকে এস্থানে কেন লইয়া আসিল? প্রাণে বধ করিবার জন্য, আর কেন? না প্রাণে বধ করিবার ইচ্ছা হইলে, যখন বন্দী হইয়াছিলেন, তখনিত করিতে পারিত। বোধ হয় কোন নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে প্রাণ হানি করিবে। প্রাণহানি? এত সুখের বিষয়! এ বিষময় জীবন বহন করা অপেক্ষা মৃত্যুত শত

অংশে শ্রেয়স্কর। না! মৃত্যু হইলে শৈলবালার দশা কি হইবে? শৈলবালা তাঁহারই মুখ চাহিয়া জীবন ধারণ করিতেছে! তাঁহার মৃত্যু হইলে অনাথিনী শৈলবালা কোথায় যাইবে? পাপাত্মা গোবিন্দ-প্রসাদের হস্তে কখনই এ জীবন সমর্পণ করা হইবে না। সুরেন্দ্রনাথ উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই তিমিরময় গৃহের দ্বার পর্য্যন্তও অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিলেন না। ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া, সেই ঘোর অন্ধকারেও চক্ষু মুদিত করিয়া, বলিতে লাগিলেন "পরমেশ্বর! এ জীবনে কি পাপ করেছি যে এত দণ্ড!" সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেইভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ যেন কে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিল! সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন! এ নিভৃত রুদ্ধকক্ষে এ ঘোর অন্ধকারে কে আসিবে? তাঁহারই ভ্রম হইয়া থাকিবে। মুহূর্ত্ত পরেই আবার বোধ হইল, অতি কোমল রমণীবাহু তাঁহার গলদেশ স্পর্শ করিল। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" আগন্তুক সুরেন্দ্রের মুখে করস্পর্শ করিয়া কহিল "ভয় নাই! অত উচ্চৈঃস্বরে কথা কইও না।"

সুরেন্দ্র পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "বল তুমি কে?"

আগন্তুক বলিল "আমি শশীকলা?"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসিলেন "শশীকলা কে!"

রমণী কহিল "যাহাকে পুরুষবেশে শৈলবালার সঙ্গে কথা কইতে দেখেছিলে!"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কেন এখানে এসেছেন!"

শশীকলা কহিল "আপনি না, আমাকে তুমি সম্বোধন কর। আমি কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করচো? তবে শোন, তুমি এই নির্জ্জন অন্ধকারময় কক্ষে একাকী ভূমিশয্যায় শয়ন করে রয়েছ, এ কথা মনে হয়ে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগলো। তোমার এই সুধাকর-নিন্দিত বদনমণ্ডল, তোমার এই ত্রিলোকদুর্লভ রূপরাশি, আর তোমার এই ভূমিশয্যায় একাকী শয়ন, মনে পড়ছিল, আর অন্তর

দগ্ধ হচ্ছিল। এতক্ষণ রাজকুমার জাগরিত ছিলেন, তাই আস্‌তে বিলম্ব হলো। অনেক পরে, তিনি নিদ্রিত হবা মাত্রই আমি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে এই গুপ্ত দ্বার উদ্ঘাটন করে তোমার কাছে এলেম!" এই বলিয়া শশীকলা কুসুমকোমল বাহু সুরেন্দ্রের গলদেশে বেষ্টন করিল। সুরেন্দ্র রমণীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া ঈষৎ পরুষভাবে উত্তর করিলেন "আপনার কথার ভাব কিছুই বুঝতে পারলেম না।"

শশীকলা কহিল "যদি এততেও বুঝতে না পারলে, তবে আর কি কথায় বোঝাব?"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আপনার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করে বলুন।" রমণী কহিল "আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী, তোমার ক্লেশে ব্যথিত হয়ে তোমার সাহায্য করতে এলেম, আর তুমি আমাকে তিরস্কার করচো"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আমি আপনাকে তিরস্কার করি নাই; আপনি আমার জন্য কেন এত ক্লেশ স্বীকার করলেন, আর কি উপায়ে আমার সাহায্য করতে চান, তাই জিজ্ঞাসা করচি।" শশীকলা কহিল "সুরেন্দ্রনাথ, তুমি কি জান না, কুমার কি জন্য তোমাকে এখানে এনেচেন? তোমাকে প্রাণে বিনাশ করাই তাঁর অভিপ্রায়? এতক্ষণ রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ উভয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন। আমি সে সকলি শুনেছি। কিন্তু তোমার এই নবীন বয়সে যে জীবন অপহৃত হবে, তোমার এই সুরলোকদুর্লভ রূপ-রাশি যে জল্লাদের হস্তে অর্পিত হবে, একথা মনে হয়ে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হলো!"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আপনি কি প্রকারে আমার সাহায্য করবেন?"

শশীকলা কহিল "শোন সুরেন্দ্রনাথ, আমি তোমার জীবন রক্ষা করতেই এখানে এসেছি। এই গুপ্তদ্বার পথে আমি তোমাকে বাহিরে লয়ে যাব, কেহই কিছু দেখতে পাবে না।"

সুরেন্দ্র কহিলেন "আপনি যদি আমার এত উপকার করেন, আমি আপনার নিকট চিরবাধিত হব।"

শশীকলা কহিল "আমি এর প্রতিদান আর কিছুই চাই না, কেবল তোমার ভালবাসা।"

সুরেন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন "ক্ষমা করুন। আপনার এ সাহায্যে প্রয়োজন নাই, আমা হতে এ প্রতিদান অসম্ভব।" শশীকলা সুরেন্দ্রের করস্পর্শ করিয়া কহিল "কেন সুরেন্দ্র, তুমি কি আমাকে সে দিবস ভালরূপে দেখ নাই? আমার কি রূপ নাই? না যৌবন নাই? যদি ভালরূপে না দেখে থাক, আমি শপথ করে বলচি, আমি সুন্দরী। যথার্থ বল্‌তে কি, দেখতে পাবে শশীকলার সৌন্দর্য্য নারীকুলে দুর্লভ। যদি তোমার চক্ষে কুরূপা হই, আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করো। আর আমার যৌবন—সুরেন্দ্র আমার অঙ্গস্পর্শ করে দেখ, আমি নবযৌবনের সীমায় পদার্পণ করেচি মাত্র।"

সুরেন্দ্র হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া অপেক্ষাকৃত কর্কশবচনে কহিলেন "আমি স্বীকার করি, আপনার রূপরাশি এ জগতে অতুল। কিন্তু আমার পক্ষে এ প্রতিদান অসম্ভব।" শশীকলা কহিল "কেন কিসে অসম্ভব? তুমি শৈলবালাকে ভালবাস, সেই জন্য? বালিকা শৈল ভালবাসার কি জানে? আমি তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসবো, নারীকুলে কেহ কখনও সেরূপ ভাল বাসে নাই! আমার প্রভূত অর্থ আছে, রত্নালঙ্কার আছে, উভয়ে পরমসুখে থাক্‌বো!"

সুরে। আপনি বৃথা আমাকে এসকল কথা বলচেন।

শশী। তবে কি জল্লাদের তরবারিই তোমার বাঞ্ছনীয়? শোন সুরেন্দ্রনাথ আপন ইচ্ছায় এ নবীন বয়সে কেন জীবন বিসর্জ্জন দেবে? আচ্ছা সুরেন্দ্র, যদি শৈলবালাকে পরিত্যাগ করা এতই তোমার পক্ষে ক্লেশদায়ক হয়, তুমি শৈলকে বিবাহ করো, আমাকে দাসীর ন্যায় অথবা বেশ্যার ন্যায় জ্ঞান করো। আমি তোমার জন্য তাতেও প্রস্তুত আছি।"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন " শোন শশীকলা, আমি এ জীবন শৈলবালাকে উৎসর্গ করেছি। এতে শৈল বই আর কারও অধিকার নাই। তুমি জল্লাদের তরবারির কথা কি বল্‌চো ? আমি শৈলের জন্য শতবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত আছি। শেষ মুহূর্ত্তে শৈলবালার সেই পবিত্র মুখমণ্ডল স্মরণ করে, হাস্‌তে হাস্‌তে জীবন বিসর্জ্জন দিব।"

সে নির্ম্মল হৃদয়ের পবিত্রতা, সে স্বর্গীয় প্রেমের গভীরতা, পাপীয়সী শশীকলা কি বুঝিবে ? সে উত্তর করিল "বুঝলেম, আসন্নকালে লোকের এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি হয়ে থাকে। তুমি আমার ঘোরতর অপমান করলে ! আমি এ জন্মে পুরুষের নিকট কখনও এরূপ অপমানিত হই নাই। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জেন আমি তোমাকে এর প্রতিফল প্রদান করবো। রাজকুমারকে নিবৃত্ত করা দূরে থাকুক, আমি তাঁকে প্রাণপণে সাহায্য করবো। কাল প্রভাতে দেখবে জল্লাদের তরবারি প্রাতঃসূর্য্যকিরণে কেমন উজ্জ্বল দেখায়। আর তোমার শৈলবালা কাল হতে নির্ব্বিঘ্নে রাজকুমারের অঙ্কে বিরাজ করবে।"

শশীকলা এই বলিয়া গুপ্তদ্বার-পথে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সুরেন্দ্রনাথ ভূতলে শয়ন করিয়া পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমি যে আমার স্বামী !

Poor worm ! thou art infected !—*Tempest.*

পরদিন কুমার অমরেন্দ্র, গোবিন্দপ্রসাদ ও শশীকলা তিন জনে শশীকলার গৃহে বসিয়া আছেন। তাঁহাদের কথোপকথনের কিয়দংশ মাত্র আমরা পাঠককে শুনাইব। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন " তবে এখন কি কর্ত্তব্য ?"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "আমার ইচ্ছা, স্বহস্তে দুরাচারের মস্তক-চ্ছেদন করি।"

রাজকুমার কহিলেন " না! তা কোন মতেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। একথা প্রকাশ হলে পিতা বিরক্ত হবেন, পৃথিবীর সমস্ত লোকের চক্ষে আমাকে নিন্দনীয় হতে হবে! শশীকলা যা বল্‌চে তাই কর্ত্তব্য। কোন গুরুতর অপরাধে একে দোষী সাব্যস্থ করে রাজদণ্ড অনুসারে প্রতিফল দেওয়াই কর্ত্তব্য।"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল " আপাততঃ কি প্রকারে এরূপ অপরাধ সাব্যস্থ করা যায়? কেবল এই এক মাত্র উপায় আছে যে, কোন নির্দ্দোষী ব্যক্তির জীবন বধ করে প্রকাশ করা যাক্ যে, এই সুরেন্দ্রই হত্যাকারী।"

অমরেন্দ্র কহিলেন " একজন নীরপরাধীর প্রাণদণ্ড! আমি এতে অনুমোদন করি না। আর এমন লোকই বা কে, যার জীবন এরূপ মূল্যহীন?"

শশীকলা মৃদুহাস্য করিয়া কহিল " একজন আছে।"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন " কে?"

শশীকলা সহাস্যে কহিল " আজ কয়েক দিবস হতে একজন পূর্ব্ব-দেশ-বাসী পথিক, এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। সে প্রত্যহই আমার দিকে একদৃষ্টে মোহিতভাবে চেয়ে থাকে। আমি যেন দেখেও দেখি না! সে ব্যক্তির আকার প্রকারে বোধ হয় সে অতি নির্ব্বোধ। যদি আবশ্যক হয়, তার দ্বারা এ কার্য্য অনায়াসেই সিদ্ধ হতে পারবে!"

গোবি। এ অতি উত্তম পরামর্শ।

রাজ। কিন্তু অকারণ সে নির্দ্দোষী ব্যক্তির প্রাণদণ্ড বিধান করা গর্হিত বোধ হয় না?

গোবি। রাজকুমার আপনি কি বিস্মৃত হচ্চেন, যে স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য যখন যা আবশ্যক হবে, তাই করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ যখন অন্য কোন উপায় নাই, তখন একার্য্য কোন প্রকারেই গর্হিত

নয়। রাজারা রাজ্যলাভের জন্য সহস্র লোকের শোণিত-পাত করতে কুণ্ঠিত নন। আর আপনি একজন নিরপরাধীর প্রাণবধে অনুমোদন করতে কুণ্ঠিত হচ্চেন! আপনার হৃদয় এরূপ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হলে আপনি বিজয়পুরের সিংহাসন কি প্রকারে রক্ষা করবেন?

রাজ। গোবিন্দপ্রসাদ, তোমরা যা ভাল বিবেচনা কর, তাই কর! কিন্তু সে ব্যক্তিকে কি প্রকারে এখানে লয়ে আস্‌বে?

গোবি। আপনাকে সে বিষয়ে কিছুই করতে হবে না। যা যা আবশ্যক শশীকলা ও আমি সকলই সম্পাদন করবো।

শশীকলা মৃদুহাস্য করিয়া কহিল "রাজকুমার! যে রমণী বিজয়-পুরের যুবরাজকে বশীভূত করতে পেরেছে, তার পক্ষে এ অতি সামান্য কথা! তবে আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, সে ব্যক্তির আসবার সময় উপস্থিত!"

শশীকলা গোবিন্দপ্রসাদের কাণে কাণে কি বলিল। গোবিন্দ-প্রসাদ হাস্য করিয়া কহিল "এ অতি উত্তম কথা।" শশীকলা গৃহের বাহিরে আসিয়া, নিকটবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। অধিকক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল না। কিঞ্চিৎপরেই দেখিল, উদ্যান-সমীপস্থ ক্ষুদ্র পথে একজন প্রৌঢ়বয়স্ক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ আসিতেছে। শশীকলা ইহারই অপেক্ষা করিতেছিল। এ ব্যক্তির পরিচ্ছদ পূর্ব্বদেশ-বাসীর ন্যায়; শরীর খর্ব্ব ও স্থূল। শশীকলা তাহাকে দূর হইতে দেখিয়া মৃদুস্বরে গীত আরম্ভ করিল। শশীকলা যাহা বলিয়াছিল সত্য! পথিক অনিমিষ চক্ষে শশীকলার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। দুই তিন বার পদতলে প্রস্তরের আঘাত লাগিল। শশীকলা বক্রদৃষ্টিতে দেখিল, সে ব্যক্তি দুই তিন বার পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে রক্ষা পাইল। পথিক নিকটে আসিল। শশীকলা অকস্মাৎ বিস্ময়-বিহ্বলার ন্যায় চাহিয়া দেখিল! পথিকও রমণীর সেইভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল! শশীকলা কহিল "এত দিনের পর দুঃখিনীকে তোমার মনে পড়েছে?"

পথিক রমণীর এই আকস্মিক প্রশ্নের কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় উত্তর করিল "অ্যাঁ—অ্যাঁ কি বলচো ?" শশীকলা অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিল "একি ! তুমি কি আমাকে একেবারে ভুলে গিয়েছ ? চিন্‌তে পারচ না ? এই কদিনের অদর্শনে এতই হয়েছে ?"

পথিক কহিল "না—কই তোমাকে—হাঁ—তা—তা তোমাকে চিনি বই কি ! তাই—তাই বলছিলেম কি—"

শশীকলা কহিল "তবেই ভাল ! আমি বলি বুঝি তুমি আমাকে একেবারে ভুলে গেছ ! আমি তোমার অন্বেষণে কতস্থানে গেলেম, কত দেশে ভ্রমণ করলেম। অবশেষে এইখানে আজ তোমার দেখা পেলেম ! তা চল ঘরে চল, ওখানে অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ?"

পথিক কহিল "তা—তা—ওখানে !—ওখানে আর কেহ ত জানতে পারবে না ? আমার ভয় হচ্চে দিনের বেলা যদি—যদি—আর কেহ দেখতে পায় !"

শশীকলা কপালে করাঘাত করিয়া কহিল "ওমা সে কি ! তুমি যাবে তা আবার লোকে জান্‌তে পারবে কি ? তবে আমি যা মনে করছিলেম সত্য ! সত্য সত্যই তুমি আমাকে ভুলে গেছ ?"

পথিক কহিল "না—না—তা—তা—তা তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি ? তবে—তবে এই বলছিলেম—তা—তা না হয় সন্ধ্যার পর—তোমার সঙ্গে কোথায়—কোথায় আলাপ হয়েছিল ঠিক স্মরণ হচ্চে না !"

রমণী কহিল "ওমা সেকি কথা ! তুমি যে আমার স্বামী !" শশীকলা এই বলিয়া পথিকের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া চলিল। পথিকের শরীর কণ্টকিত হইল। মনে মনে বলিতে লাগিল "আজ সকালে কার মুখ দেখে উঠেছিলেম।"

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রত্যাখ্যান।

Lust hard by hate!—MILTON.

শশীকলা পথিককে সঙ্গে লইয়া গিয়া দ্বার সমীপে আসিয়া কহিল "তুমি এইখানে একটু অপেক্ষা কর আমি এখনি আস্‌চি!"

পথিক নূতন প্রেমিকের ন্যায় গদ্‌গদ্‌ স্বরে কহিল "তা তোমার বিলম্ব হবে না ত?"

শশীকলা কহিল "সে কি কথা! আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি? এতদিনের পর হারাধন পেয়েছি!"

এই বলিয়া শশীকলা পশ্চাৎ ফিরিল। পথিক পূর্ব্ববৎ গদ্‌গদ্‌ ভাবে কহিল "তা অবশ্য! অবশ্য! কিন্তু দেখিও আমাকে যেন আবার বিচ্ছেদ-সাগরে ভাসিও না!"

এই কথা মুখ হইতে নির্গত হইতে না হইতেই পথিক ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল। গোবিন্দপ্রসাদ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া পথিকের গলদেশে তরবারি আঘাত করিয়াছে! গোবিন্দপ্রসাদ মুহূর্ত্তমধ্যে আরও দুই তিনবার আঘাত করিল। পথিক চীৎকার করিবার সময় পাইল না, হত্যাকারীকে দেখিবার অবকাশ পাইল না। সেই মুহূর্ত্তে সেই খানেই প্রাণত্যাগ করিল। গোবিন্দপ্রসাদ সেই নররক্ত-লোহিত তরবারি হস্তে লইয়া সানন্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই গৃহে রাজকুমার পালঙ্কের উপর বসিয়াছিলেন ও তাঁহার নিকট শশীকলা দাঁড়াইয়াছিল। রাজকুমার ও শশীকলা গোবিন্দপ্রসাদকে দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে?"

গোবিন্দপ্রসাদ রক্তময় তরবারি দেখাইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে কহিল "এই দেখুন না!"

রাজকুমার কহিলেন " গোবিন্দপ্রসাদ, ধন্য তোমার হৃদয়! এই নির্দ্দোষীর শোণিতময় তরবারি দেখে আমার সমস্ত শরীর কণ্টকিত হচ্চে, আর তুমি—"

শশী। আমার দেখতে সাহস হলো না তাই পালয়ে এলেম।

গোবি। আমিও তরবারি গলায় বসিয়ে দিয়ে, যখন দেখলেম জীবনশূন্য দেহ নিস্পন্দ হয়েছে, তখন ভয়ে পালয়ে এলেম! সে যাহোক্ এখন উপায় অবধারণ করাই কর্ত্তব্য। আপাততঃ এই মৃতদেহ ঐখানে ঐরূপেই থাক্। যোধপুরের মহারাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করা যাক্ যে " স্বরেন্দ্রনাথ নামে যে একজন দুর্দ্ধর্ষ দুরাচার বালক এক বার বিজয়পুরের কারাগার থেকে পলায়ন করেছে, সে আজ আবার শশীকলানাম্নী একজন ব্রাহ্মণকুমারীর সতীত্ব অপহরণ কর্‌বার অভিলাষে, তার স্বামীর প্রাণবধ করেছে, আমরা স্বচক্ষে দেখেছি।"

রাজকুমার কহিলেন "এ সংবাদ আর কাহার দ্বারায় পাঠান যায়; তোমার স্বয়ং যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

গোবিন্দপ্রসাদ শোণিতাক্ত কলেবর ধৌত করিয়া রাজকুমারের দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া যোধপুরাভিমুখে চলিল। রাজকুমার ও শশীকলা উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে শশীকলা জিজ্ঞাসা করিল " রাজকুমার! আজ আপনি এরূপ বিষণ্ণ ভাবে বসে রয়েচেন কেন?" রাজকুমার শশীকলার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন "শশীকলা! বহুদিবসাবধি তোমার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করেছি ও অনেক দিন তোমার সহবাসে আনন্দ অনুভব করেছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ।" শশীকলা শুষ্কমুখে বিকৃতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "দাসীর অপরাধ?"

রাজকুমার উত্তর করিলেন " অপরাধ কি তা জানিনা; কিন্তু অকস্মাৎ আমার কি একপ্রকার চিত্ত বিকার জন্মেছে। যখন গোবিন্দপ্রসাদ সেই নির্দ্দোষী পথিকের রক্তে স্নান করে আমার সম্মুখে এল, সেই সময় থেকে কি একপ্রকার অননুভূতপূর্ব্ব হৃদয়বিকার অনুভব

করচি। আমি বুঝতে পারচি, কোন মতেই এ চিত্তবিকার দূর করতে সমর্থ হবো না! আমি নিজে সংগ্রামকালে স্বহস্তে শত শত লোকের শিরশ্ছেদ করেছি, হয়ত অনেক সময়ে অনেক নির্দ্দোষীর জীবন অপহরণ করেছি, এ জীবন বহুদিবসাবধি নানা অসৎকর্ম্মে কলুষিত করেছি, কিন্তু এ প্রকার মনের ভাব আর কখনও অনুভব করি নাই। তাই বলচি, আজ থেকে তোমার ও গোবিন্দপ্রসাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করলেম।”

রোরুদ্যমানা শশীকলা উত্তর করিল “আমার কি অপরাধ? আমি কেবল আপনার কার্য্যসাধনের জন্য এ বিষয়ে সহায়তা করেছি।”

রাজকুমার কহিলেন “সত্য! আমি সমস্তই বুঝতে পারচি! যদি এ কার্য্যের নিমিত্ত তুমি অপরাধিনী হও, তাহলে আমি তোমার অপেক্ষা শতগুণে অপরাধী তার সন্দেহ নাই। তথাপি কে যেন আমার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করে বলচে ‘শশীকলা ও গোবিন্দপ্রসাদের নিকট বিদায় লও।’ সে যা হোক গোবিন্দপ্রসাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমাকে এই খানেই অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনও হতে পারে। আমি এখন অন্য গৃহে শয়ন করি, দেখিও কেহ যেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না করে।”

এই বলিয়া রাজকুমার পার্শ্ববর্ত্তী শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। শশীকলা সেইখানেই বসিয়া রোদন করিতে লাগিল।

চারি,পাঁচ দিবস পরে গোবিন্দপ্রসাদ বহুতর রক্ষী-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। রণধীর সিংহ নামক একজন বৃদ্ধ সেনাপতির উপর এই হত্যাকাণ্ডের সত্যাসত্য পর্য্যবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। রণধীর সিংহ ও রক্ষীগণ শশীকলার গৃহসমীপস্থ উদ্যানে উপবেশন করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি উপস্থিত হইবামাত্রই ভৃত্যগণকে আহারের উদ্যোগ করিতে আদেশ করিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই আহার্য্য প্রস্তুত হইল। রণধীর সিংহ আহার করিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে বিচারে বসিলেন। মৃতদেহ পরীক্ষা করা হইল।

সুরেন্দ্রনাথ বিচারস্থলে আনীত হইলেন। শশীকলা ও গোবিন্দ-প্রসাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। শশীকলা কহিল "মৃতব্যক্তি আমার স্বামী ও এই যুবা তাঁকে হত্যা করেছে।" গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "আমিও রাজকুমারের সঙ্গে এই স্থান দিয়ে অশ্বারোহণে গমন করছিলেম, এমন সময়ে এই রমণীর চীৎকারধ্বনি আমাদের কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল। আমরা এসে দেখ্‌লেম এই সুরেন্দ্রনাথ তরবারি হস্তে, এই রমণীর স্বামীকে আক্রমণ করলে! আমরা তাকে রক্ষা করবার জন্য ধাবমান হলেম; কিন্তু আমরা নিকটবর্ত্তী হবার পূর্ব্বেই তরবারির আঘাতে সে ব্যক্তিকে ভূতলশায়ী করলে। এ সুরেন্দ্রনাথ নূতন অপরাধী নয়। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েক বার অনেক গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হয়েছে। সম্প্রতি বিজয়পুরের কারাগার থেকে পলায়ন করে এসেছে।"

রাজকুমার অমরেন্দ্রও বিচারস্থলে আসিলেন। রণধীরসিংহ সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "রাজকুমার যখন স্বয়ং এ অপরাধের বিষয় অবগত আছেন, নিজেই দণ্ডবিধান করতে পারতেন। বোধ হয় মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করবার কোন আবশ্যক ছিলনা।"

রাজকুমার কহিলেন "এস্থান পিতার সাম্রাজ্যের বহির্ভূত। বিশেষতঃ এই হত্যাকারী যুবককে আমি বাল্যকালাবধি বিশেষরূপে জানি, সেইজন্য পাছে আমার দ্বারায় সুবিচার না হয় সেই আশঙ্কায় আপনাদিগকে এত ক্লেশ দিতে বাধিত হয়েছি! গোবিন্দপ্রসাদ আপনাকে যেরূপ বলেছে সম্পূর্ণ সত্য।"

বৃদ্ধ রণধীরসিংহের নিকট সুরেন্দ্রের অপরাধ সাব্যস্থ হইল। তিনি কহিলেন "এ অতি গুরুতর অপরাধ। এরূপ অপরাধের শাস্তি অগ্নিদাহে প্রাণদণ্ড। কিন্তু মহারাজের আদেশ যে, যখন কোন অপরাধীর প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া যায়, তিনি স্বয়ং তার প্রমাণ গ্রহণ করে দণ্ডাজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করবেন। অতএব আমার সঙ্গে গোবিন্দ্রপ্রসাদের রাজসমীপে যাওয়া আবশ্যক।" গোবিন্দ্রপ্রসাদ কহিল "আমি এখনি

রাজসমীপে যেতে প্রস্তুত আছি!” পরদিবস রণধীরসিংহ গোবিন্দ-প্রসাদ, রক্ষীগণ ও শৃঙ্খলবদ্ধ সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া যোধপুরাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শশীকলা ও রাজকুমার সেই খানে সেই ভাবেই কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। শশীকলা জিজ্ঞাসা করিল “রাজকুমার, আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য কি এখনও অন্তর্হিত হয় নাই ?”

রাজকুমার গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন “আমি ত বলেছি তোমার ও গোবিন্দপ্রসাদের সঙ্গে এই শেষ সাক্ষাৎ। এ চিত্তবিকার এ জন্মে অপনীত হবার নয় !”

শশীকলা রাজকুমারের চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল “রাজকুমার আমাকে কোন অপরাধে পরিত্যাগ করবেন ?”

পশ্চাৎ হইতে কে কর্কশস্বরে উত্তর করিল “কোন অপরাধ ? তা আবার জিজ্ঞাসা করচিস ? তুই অবিশ্বাসিনী, নরঘাতিনী !”

রাজকুমার ও শশীকলা উভয়ে চাহিয়া দেখিলেন রহিম খাঁ !

রহিম খাঁ অগ্রসর হইয়া কহিল “রাজকুমার! এ পিশাচীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। আপনি নিতান্ত নীচ-প্রবৃত্তি, তাই হিন্দু-রাজাধিরাজ জগৎনারায়ণের পুত্র হয়ে এই নীচকুল-সম্ভবা যবনীর সঙ্গে এতকাল পত্নীভাবে ব্যবহার করছিলেন !” রাজকুমার বিরক্তি সহকারে উত্তর করিলেন “তুমি কি বলচো আমি বুঝতে পারচি না। শশীকলা সম্ভ্রান্তবংশীয়া হিন্দু !”

রহিম খাঁ কহিল “হিন্দু! আপনি এর প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপিও জান্‌তে পারেন নাই, এ অতি আশ্চর্য্য। এ আপনার নিকটে প্রকাশ করেচে, আমি এর স্বামীর দাসত্ব করতেম, কিন্তু সে কথা মিথ্যা ; আমিই এর স্বামী ! আমার সঙ্গে এর বিবাহ হবার পরে দেখলেম এর নানা কুকার্য্যে প্রবৃত্তি ! আমি একে নানা উপদেশ দিলেম, অনেক সৎপরামর্শ প্রদান করলেম ; কিন্তু দিন দিন এর ব্যভিচারদোষ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। দেখলেম আমার সঙ্গে

এর সম্প্রীতি থাকা কোন মতেই সম্ভব নয়! আমি ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে এরূপে গৃহে রাখা নিতান্ত অসম্মানজনক বিবেচনা করলেম ও একে পরিত্যাগ করবার বাসনা প্রকাশ করলেম। ব্যভিচারিণী স্ত্রী আমার চরণ ধারণ করে বলতে লাগলো 'সত্য, তোমাতে আমার পরিতৃপ্তি জন্মে না; কিন্তু আমাকে পরিত্যাগ করিও না! আমার দ্বারা তোমার অনেক উপকার হবে, কখনও অর্থের অনাটন থাক্‌বে না। তুমি অন্য বিবাহ কর, কিন্তু আমাকে স্ত্রীর ন্যায় গৃহে থাক্‌তে দাও, এতে তোমারও স্বার্থ সিদ্ধ হবে অথচ কোন ক্ষতি হবে না।' আমি দেখ্‌লেম একথা সত্য, এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই কর্ত্তব্য বিবেচনা করলেম। তারপর যে প্রকারে শশী আপনার নয়ন-পথে পতিত হলো ও আপনার সঙ্গে যে প্রকারে পরিচিতা হলো সে সকলি আপনি জানেন।"

রহিম খাঁ শশীকলার দিকে চাহিয়া কহিল "শশি, আমি একথা রাজকুমারের নিকটে প্রকাশ করতেম না কিন্তু তুমি আমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলে মনে আছে? যদি তোমাকে রাজকুমারের নিকটে রেখে আমার কোন লাভ নাই, তবে এ রহস্য গোপনে রেখে ও তোমাকে এত সাবধানে রেখে আমার কি লাভ? বিশেষতঃ আজিকার ঘটনায় আমি তোমার উপর যার-পরনাই অসন্তুষ্ট হয়েছি। এ নির্দ্দোষী বালক তোর নিকটে কি অপরাধ করেছে যে, তুই তার প্রাণহানির জন্য আর একজন নিরপরাধীর প্রাণদণ্ড করলি? জান্‌তেম এতে কিছু অর্থলাভ হতো, সে স্বতন্ত্র কথা!" শশীকলা উত্তর করিল না। চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন করিতে লাগিল। রাজকুমারের মনোমধ্যে বিরক্তি, ঘৃণা, অনুতাপ, যুগপৎ উত্থিত হইতে লাগিল। তিনি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রহিম খাঁ রাজকুমারের বসনাগ্র ধারণ করিয়া কহিল "তুমি যাও যে? আমার সমস্ত কথা শুনে যাও! আমি কি এতক্ষণ শূকরের পদতলে মুক্তা বর্ষণ করছিলেম? আমার এ সকল কথা প্রকাশ করবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি তোমার পিতার নিকট গিয়া

প্রকাশ করবো যে, এতদিন আপনার অমরেন্দ্রনাথ একজন নীচকুল-সম্ভবা মুসলমান-পত্নীর সঙ্গে স্ত্রী-পুরুষের ন্যায় অবস্থান করছিলেন। আর তারি সাহায্যে, একজন নির্দ্দোষীর প্রাণবধ করবার অভিপ্রায়ে আর একজন নিরপরাধীর প্রাণ বিনাশ করেচেন।”

অন্য সময়ে কেহ এইরূপ গর্ব্বিত রাজকুমারের অঙ্গস্পর্শ করিয়া সম্বোধন করিলে তিনি তাহাকে পদাঘাত করিতেন। তিনি উত্তর করিলেন “রহিম খাঁ, এ সকল কথা প্রকাশ করে তোমার কি লাভ?”

রহি। কিছুই না! কিন্তু প্রকাশ না করলে কি লাভ?

রাজ। তুমি কি চাও?

রহি। যদি দুই শত স্বর্ণমুদ্রা কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানে পাঠিয়ে দিতে পার, তবেই আমি এ সকল কথা গোপন করবো। আমি শশীকলাকে কল্যই এ স্থান হতে লয়ে যাব।

রাজ। তুমি কি মনে কর, পিতা এ কথা বিশ্বাস করবেন?

রহি। এ কথা যেন বিশ্বাস না করলেন, কিন্তু কমলপ্রভা সম্বন্ধে ভয়াবহ রহস্য বিশ্বাস করবেন কি?

অকস্মাৎ দংশনোন্মুখ কালফণী দেখিয়া পথিক যেরূপ সভয়ে দূরে গিয়া দাঁড়ায়, রাজকুমার সেইরূপ চমকিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রাচীরে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইলেন! তিনি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কি প্রকারে জান্‌লে?”

রহিম খাঁ উত্তর করিল “রাত্রিচর, কাননপর্য্যটক রহিম খাঁর নিকট তোমার কোন্ রহস্য অবিদিত আছে?”

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন “অকুতোভয় অমরেন্দ্রের নির্ভীক হৃদয় আজ অর্থপিশাচ নীচাশয় রহিম খাঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করলে। তোমার প্রস্তাবে সম্মত হলেম, কিন্তু সাবধান!”

রাজকুমার চিন্তিত অন্তঃকরণে বিজয়পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ সাক্ষাৎ!

My hour is almost come,
When I to sulphurous and tormenting flames
Must render up myself.—*Hamlet.*

যোধপুর-মহারাজের নিকটও সুরেন্দ্রনাথের অপরাধ সাব্যস্ত হইল! তাঁহারও মতে সুরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কোন মতেই বিধি-বিরুদ্ধ বোধ হইল না।

সুরেন্দ্রনাথ নির্জ্জন কারাগারে একাকী বসিয়া আছেন। আগামী সপ্তাহে অগ্নিদাহে তাঁহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। শৈলবালার স্নেহময় আদরময় মুখমণ্ডল বারম্বার তাঁহার হৃদয়মধ্যে উত্থিত হইতেছে! একবার যদি শৈলের সঙ্গে তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হইত! তিনি পিশাচী কমলপ্রভার ছলনায় ভুলিয়া শৈলকে বলপূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেই কি শৈলবালার অকৃত্রিম স্নেহের পুরস্কার? সুরেন্দ্রনাথ দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে কারাগারের দ্বাররক্ষক আসিয়া কহিল "একজন স্ত্রীলোক তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার অভিলাষ করে। তোমার ইচ্ছা হয় তো তাকে এইখানে লয়ে আসি।"

দ্বাররক্ষকের প্রশ্ন শেষ হইতে না হইতেই একজন মলিনবসনা আলুলায়িতকুন্তলা বালিকা, পাগলিনীর ন্যায় উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিয়া সুরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিল। বালিকাকে পাঠক চিনিয়াছেন। বালিকা পাগলিনীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল সুরেন্দ্রনাথ, তুমি নাকি আমাকে জন্মের মত ছেড়ে যাবে? আমি কোথায় যাব? তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে জীবন ধারণ করবো? আমি যে আজ তোমার জন্য পথের ভিখারিণী!"

সুরেন্দ্রনাথ শৈলবালার বাহুপাশ হইতে কণ্ঠ বিমুক্ত করিয়া দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "শৈলবালা! সুরসুন্দরি! আমাকে স্পর্শ করো না! নরাধম পিশাচ সুরেন্দ্রকে স্পর্শ করলে তোমার পবিত্রদেহ কলুষিত হবে।"

শৈলবালা অগ্রসর হইয়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কেন সুরেন্দ্র? আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি?"

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "তুমি অপরাধ করেছ? তুমি দেববালা, তুমি অপরাধের কি জান?"

বলিতে বলিতে দ্বাররক্ষকের দিকে চাহিয়া কহিলেন "প্রহর! একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার হস্তের শৃঙ্খল খুলে দাও?"

প্রহরী অবাক্ হইয়া ইহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল; জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

সুরেন্দ্র কহিলেন "কেন? তুমি তার কি বুঝবে? একবার সুরসুন্দরী শৈলবালার চরণ ধারণ করে ক্ষমা চাইব।"

পাষাণহৃদয় প্রহরী উচ্চ হাস্য করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্তের ন্যায় ভূমিতলে, শৈলবালার চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন "শৈল, আমি মূর্খ, পামর, পিশাচ! তাই তোমাকে একদিন অবিশ্বাস করেছিলেম! তাই তোমার পারিজাত-সুকুমার পবিত্র দেহ, একদিন এই পাপাত্মার হস্তে আঘাত পেয়েছিল।"

শৈলবালা সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "কেন সুরেন্দ্র, এ সকল কথা বলে আমার দগ্ধ হৃদয়ে যন্ত্রণা দিচ্চ? আমি যে এর কিছুই বুঝতে পারচি না?" বালিকা এই বলিয়া সস্নেহে সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া ভূমিতল হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল। সুরেন্দ্রনাথ ভূমিতল হইতে দেহ উত্থিত করিয়া ভূতলে জানু পাতিয়া, শৃঙ্খলযুক্ত করদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া, বলিতে লাগিলেন "শৈল, বল আমাকে ক্ষমা করলে, আমার জীবনের পরিণাম উপস্থিত! তুমি যদি ক্ষমা কর আমি হাসতে হাসতে জীবন বিসর্জ্জন করবো।

তোমার পবিত্র মুখ মনে করে আনন্দে অগ্নি-প্রবেশ করবো। কিন্তু তুমি ক্ষমা না করলে আমি অনন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত হবো! প্রেত সঙ্গে পিশাচ সহবাসে আমাকে অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।”

শৈলবালা অঞ্চলে অশ্রুমোচন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল “কেন সুরেন্দ্র? তুমি কি করেছ?”

সুরেন্দ্র কহিলেন “কি করেছি? আমি তোমাকে অবিশ্বাস করেছি! তোমাকে প্রহার করেছি! একদিন তোমাকে ভুলে, তোমার পবিত্র প্রেম বিস্মৃত হয়ে, পাপীয়সী কমলপ্রভার রূপে মোহিত হয়েছিলেম! পাপীয়সীর কুহকজালে পড়ে, তোমাকে বিস্মৃত হবার জন্যে মদ্যপায়ী হয়েছি! তাই বলচি শৈল, তুমি ক্ষমা না করলে, আমার অদৃষ্টে অনন্ত নরক।”

শৈলবালা কাঁদিতে কাঁদিতে সুরেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল “সুরেন্দ্র! তুমি কেন সে সকল কথা মনে করচো? উঠ! উঠ! আমি ক্ষমা করেছি!”

সুরেন্দ্র সানন্দে উঠিয়া শৈলবালাকে আলিঙ্গন করিলেন। শৈল সস্নেহে, সুরেন্দ্রের গলা ধরিয়া বক্ষে মস্তক রাখিয়া দাড়াইল। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ এইরূপ দাঁড়াইয়া রহিল। সুরেন্দ্র কহিলেন “তবে শৈল! আজি এই শেষ সাক্ষাৎ!” শৈল সুরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক উঠাইয়া বলিল “কেন? তুমি এসংসারে কার নিকট কি অপরাধ করেছ?” সুরেন্দ্র কহিলেন “এখন সে আক্ষেপ বৃথা! অদৃষ্টের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে।”

শৈল সাশ্রু নয়নে কহিল “কি অপরাধে তোমাকে এখানে লয়ে এসেছে?”

সুরেন্দ্র কহিলেন “আমার চিরশত্রু রাজকুমার ও গোবিন্দপ্রসাদ একজনকে হত্যা করে প্রকাশ করেছে যে আমিই হত্যাকারী! তাই রাজদণ্ডে যোধপুরমহারাজের অনুমতি ক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছে! আগামী সপ্তাহে অগ্নিদাহে আমার প্রাণ বিনষ্ট হবে!”

বালিকা চীৎকার করিয়া উঠিল "আগ্নিদাহে? আমি তা কখনই হতে দিবনা। আমি এখনি যোধপুরমহারাজের নিকট যাব।' তাঁর চরণ ধারণ করে রোদন করবো। তাঁর কাছে বল্‌বো হয় তরবারি আঘাতে আমার প্রাণ বিনষ্ট করুন, নচেৎ আমার স্থুরেন্দ্রকে রক্ষা করুন! তিনি কি শুন্‌বেন না? তিনি কি অনাথিনী অবলার উপর একটুও দয়া করবেন না?" স্থরেন্দ্র কহিলেন" শৈল এ বৃথা আশা! তিনি যখন একবার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়েছেন, নিশ্চয়ই সে অনুমতি কার্য্যে পরিণত হবে। বিশেষতঃ তোমার সঙ্গে মহারাজের সাক্ষাৎ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়!" শৈলবালা স্থুরেন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল "তবে কি সত্য সত্যই তোমাকে অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করতে হবে? আমি তা কখনই হতে দিবনা। আমি জীবন থাক্‌তে কখনই তা সহ্য করবো না। আমিও তোমার সঙ্গে অগ্নিপ্রবেশ করবো। আমি এ জীবনে তোমাকে ছাড়বো না!"

শৈলবালা পুনরপি স্থরেন্দ্রের বিশাল উরসে মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিল। স্থরেন্দ্রনাথের আরক্তিম নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি হৃদয়ের স্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে প্রহরী আসিয়া কর্কশস্বরে কহিল "কারাবাসীর সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ কারাগারের নিয়মবিরুদ্ধ। আমি অনুগ্রহ করে এতক্ষণ তোমাকে এখানে থাক্‌তে দিয়েছি। আর তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পারবে না।" এই বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বলপূর্ব্বক শৈলবালার হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরে লইয়া গেল। স্থরেন্দ্রনাথ আলুলায়িতকুন্তলা উন্মাদিনী প্রায় শৈলবালাকে যতক্ষণ দেখা গেল, অনিমিষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। শৈল দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে সংজ্ঞাহীনের ন্যায় ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। বাহিরে যোগিনী শৈলবালার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। শৈলবালাকে দেখিয়া ক্রোড়ে লইবার জন্য বাহু প্রসারণ করিল। শৈল যোগিনীর ক্রোড়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য ভেদ।

——What art thou, that darest
Appear thus unto us !

—*Antony and Cleopatra.*

মহারাজ জগৎনারায়ণ অন্তঃপুরে রজতবেদীতে বসিয়া আছেন। সম্মুখে পালঙ্কের উপর রাজমহিষী ও স্বর্ণপ্রভা আসীনা। একপার্শ্বে কুমার অমরেন্দ্র দণ্ডায়মান। অমরেন্দ্রনাথ করযোড়ে কহিলেন " পিতঃ! অমাত্যগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার অপেক্ষা করচে।"

রাজা অমরেন্দ্রের কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বর্ণপ্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন " আজ আচার্য্যের এত বিলম্ব হচ্চে কেন, কিছুই বুঝতে পারচি না।"

রাজমহিষী কহিলেন "আচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করবার কি প্রয়োজন? যখন দিন স্থির হয়েছে তখন আচার্য্যের অভিপ্রায় না হলেও এ বিবাহ দিতে হবে। আর যখন কন্যা মনোনীতা হয়েছে তখন আচার্য্যেরও অমত হবার কোন কারণ নাই।"

স্বর্ণপ্রভা রাজমহিষীর দিকে চাহিয়া উত্তর করিল " আবার যদি এ বালিকাও বিবাহের ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করে?"

মহিষী বিরক্ত ভাবে উত্তর করিলেন "তুমি বুঝি তাই কামনা করচো?" স্বর্ণপ্রভা কহিল "অমঙ্গলকে কি কামনা করতে হয়? অমঙ্গল যখন আসে, আপনিই এসে থাকে! বিজয়গড়ের রাজকন্যার সঙ্গে যখন সম্বন্ধ হয়েছিল, কে কামনা করেছিল যে সে বালিকা বিবাহের ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করে পলায়ন করবে? সুরপতিসিংহের কন্যার

সঙ্গে যখন সম্বন্ধ হয়েছিল, তখন কে জান্‌তো যে, সে বালিকা তার পিতার গৃহ পরিত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হবে! তুমি এমনি রত্নগর্ভা যে, দেশের বালিকা নাম শুনেই পলায়ন করে।”

রাজমহিষী কহিলেন “দেখুন মহারাজ! অকারণ আমার সঙ্গে কলহ করবার চেষ্টা করচে! শেষে আপনি বল্‌বেন যে সমস্ত দোষ আমার।”

রাজা দেখিলেন ইহাঁদের কলহ আরম্ভ হয়, সুতরাং অন্য বিষয় আলোচনায় উভয়কে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন “অমরেন্দ্র! তুমি না বলছিলে, সুরেন্দ্রনাথ নামে যে গর্ব্বিত বালক আমার কারাগার থেকে পলায়ন করেছিল, সে একজন নিরপরাধীকে হত্যা করেছে?

রাজমহিষী ও স্বর্ণপ্রভা উভয়ে কৌতূহলের সহিত কুমারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। রাজকুমার উত্তর করিলেন “যোধপুর-মহারাজের নিকটে প্রমাণীকৃত হয়েছে যে সুরেন্দ্রনাথ অকারণ সেই নির্দ্দোষীর প্রাণ নাশ করেছে!”

স্বর্ণপ্রভার মুখমণ্ডল অকস্মাৎ রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল! কিন্তু আর কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন “কেন? এই সুরেন্দ্রনাথ অকারণ কেন একজন নির্দ্দোষীকে হত্যা করলে?”

রাজকুমার কহিলেন “এই সুরেন্দ্রের ন্যায় দুরাচার বিজয়পুরে আর কেহ ছিল না! আপনি কি শোনেন নাই, একবার ঐ ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হয়ে আমাদের কারাগারে রক্ষিত হয়েছিল? তার পক্ষে একজন নিরপরাধীর প্রাণ বিনাশ করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়!”

স্বর্ণপ্রভা অতি কর্কশস্বরে কহিলেন “তার না তোমার?” কুমার স্বর্ণপ্রভার একথার কিছুই অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি অনুমতি করচেন!”

স্বর্ণপ্রভা রাজমহিষীর দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন “না কিছু নয়!”

মহারাজ স্বর্ণপ্রভার কথায় মনোনিবেশ না করিয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "যোধপুররাজ কি অনুমতি দিয়েচেন ?" এই সময়ে ব্রহ্মানন্দস্বামী উপস্থিত হইলেন। রাজা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া ব্রহ্মানন্দস্বামীকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি উপবেশন করিলেন না। মহারাজ জগৎনারায়ণ পূর্ব্বস্থানে উপবেশন করিয়া কহিলেন "আচার্য্য আপনি শুনেচেন, যে সুরেন্দ্রনাথ আমার কারাগার থেকে পলায়ন করেছিল, সেই দুরাচার বালক আবার যোধপুররাজের নিকট হত্যা অপরাধে বিচারে নীত হয়েছে ?" স্বর্ণপ্রভা অমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া পূর্ব্ববৎ কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমারই পরামর্শে না ?"

অমরেন্দ্র কহিলেন "আপনি কি অনুমতি করেচেন, কিছুই বুঝতে পারচি না।"

ব্রহ্মানন্দস্বামী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া স্বর্ণপ্রভার দিকে চাহিয়া কহিলেন "স্বর্ণ ! কি কর ?"

জগৎনারায়ণ কুমারকে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন "যোধপুররাজ এ অপরাধের জন্য কি অনুমতি দিয়েচেন ?"

ব্রহ্মানন্দস্বামী ব্যস্ততার সহিত কহিলেন "মহারাজ ! এ সংবাদ আমি অবগত আছি, এক্ষণে কিজন্য আমাকে আহ্বান করেচেন, অনুমতি করুন।"

স্বর্ণপ্রভা অকস্মাৎ উন্মাদিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল পুনরপি রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল। তিনি আরক্ত লোচনে তীব্র কটাক্ষে অমরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি অনুমতি দিয়েচেন—যোধপুররাজ সুরেন্দ্রের প্রতি কি অনুমতি দিয়েচেন ? বল—বল অমরেন্দ্র ! শীঘ্র বল কি অনুমতি দিয়েচেন ?"

রাজকুমার স্বর্ণপ্রভার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণমাত্র তাহার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন "তিনি ঐই দুরাচার বালকের প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিয়েচেন। আগামী পরশ্ব অগ্নিদাহে তার প্রাণ বিনষ্ট হবে !"

স্বর্ণপ্রভা পূর্ব্বাপেক্ষা কর্কশভাবে কহিলেন "অ্যাঁ, অ্যাঁ, কি বল্‌লে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা! অগ্নিদাহে! অকারণ, নিরপরাধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা! তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা না হয়ে, তোমার ন্যায় নরাধম মহাপাতকী পিশাচের প্রাণদণ্ড না হয়ে, সুরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা"—

ব্রহ্মানন্দস্বামী কহিলেন "স্বর্ণপ্রভা! তুমি কি উন্মত্তা হলে নাকি? একেবারে কি তোমার সহজ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে?"

স্বর্ণপ্রভা উপবেশন করিয়া বলিলেন "না! না! আমি আর কথা কইব না!"

রাজ্ঞী কহিলেন "এখন মহারাজ দেখ্‌তে পান না! অকারণ আমার অমরেন্দ্রকে কত কটূক্তি করচে তা শুনতে পাচ্চেন না।" জগৎনারায়ণ ঈষৎ ক্রোধে উত্তর করিলেন "স্বর্ণপ্রভা! তোমার হৃদয় অত্যন্ত কোমল! এই দুরাচার রাজদ্রোহী বালকের প্রাণবধাজ্ঞা হয়েছে, এতেই তোমার হৃদয়ে এত ক্লেশ হলো!"

স্বর্ণপ্রভা কহিল "আমার হৃদয় কোমল? না—না—না দাদা! তুমি জান না! আমার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষা কঠিন!"

ব্রহ্মানন্দস্বামী অতীব ব্যস্ততা সহকারে কহিলেন "স্বর্ণপ্রভা! এই না তুমি আর কথা কইবে না বল্‌লে?"

স্বর্ণপ্রভা কহিলেন "না না, আর আমি কথা কইব না; এই আমি চুপ করলেম! এ সংসারে আপনি আমার দেবতা, আপনি আমার ইষ্টগুরু! আমি কখন আপনার আদেশ লঙ্ঘন করি? কিন্তু চুপ করে যে থাক্‌তে পারি না, বুক যে ফেটে যায়!"

রাজা বিস্মিতভাবে কহিলেন "একি! স্বর্ণপ্রভার এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারচি না!" স্বর্ণপ্রভা উত্তর করিল "তুমি কি বুঝবে দাদা? তুমি তো কিছুই জান না। কেহই জানে না! কেবল একজন জানেন, যিনি এ সংসারে আমার ইষ্টদেবতা, তিনি বই এ পৃথিবীতে আর কেহই জানে না—"

পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে কে উচ্চৈঃস্বরে উত্তর করিল আর "আমি জানি!"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই গৃহের দ্বার উন্মোচিত হইল। যোগিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল!

রাজা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কে?"

যোগিনী রাজার দিকে চাহিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিল "মহারাজ আর কেহ জানে না কিন্তু আমি জানি! আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত জানি।"

স্বর্ণপ্রভা যোগিনীকে দেখিবামাত্র পাগলিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া যোগিনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিতে লাগিল "পার্ব্বতি! এতদিন পরে তুই এসেছিস্? আমার বাছাকে, আমার হৃদয়-রতনকে, আমার জীবন-ধনকে কোথায় রেখে এলি? একবার নিয়ে আয়! আমি কোলে করে বাছার মুখচুম্বন করি! আমি যে আমার সাধের ধনকে, আমার প্রাণের রতনকে তোর কাছে সমর্পণ করেছিলেম! তুই রাক্ষসী আমার বাছাকে আগুনে ফেলে দিলি! তুলে আন—তুলে আন! বাছার আমার কোমল দেহ আগুনে ভস্ম হয়ে গেল! অইযে! অইযে আমার বাছা আগুনে পুড়চে; অই, অই, কি হলো! কি কর্‌লি! কি কর্‌লি!"

বলিতে বলিতে স্বর্ণপ্রভা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। মহারাজ জগৎনারায়ণ উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যবর্গকে আহ্বান করিলেন। রাজমহিষী মহারাজের আদেশানুসারে বিলুপ্তচেতনা স্বর্ণপ্রভার দেহলতা ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন ও তাঁহার মুখে, অধরে বারি সিঞ্চন করিতে লাগিলেন! রাজকুমার স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দাসীগণ পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া ব্যজন করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ব্রহ্মানন্দস্বামীর অধিকতর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোন অনির্ব্বচনীয় ভাব প্রকটিত হইল। সমস্ত শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তিনি কিছুতেই সে ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎপরে স্বর্ণপ্রভার যেন কিয়ৎপরিমাণে চেতনা সঞ্চার হইল। নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল, কিন্তু সে জবাকুসুমের ন্যায়

আরক্ত নয়নদ্বয় দেখিয়া মহারাজ আরও ভীত হইলেন। তিনি সে স্থান হইতে উঠিয়া নিজস্থানে উপবেশন করিলেন ও রাজবৈদ্যের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণপ্রভা আরক্ত নয়নে সকলের দিকে চাহিয়া বিকারাভিভূত রোগীর ন্যায় বলিতে লাগিলেন “তোরা কি রাক্ষস? তোরা কি পিশাচ?” বাছার আমার চাঁদমুখ খানি দেখে তোদের কি একটু দয়া হয় না, তাই তোরা বাছার কোমল দেহ আগুনে পোড়াচ্চিস্? তোদের পায়ে পড়ি, তোদের কাছে যুক্তকরে মিনতি করি, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, আর আমার বাছা সহ্য করতে পারে না! শুন্‌লি না? শুন্‌লি না? তবে দেখ্‌বি আমার দাদাকে বলে দিব। দাদা তরবারি দিয়ে তোদের মস্তকচ্ছেদন করবেন! না—না—দাদাকে বলবো না। তিনি এ কথা শুন্‌লে রাগ করবেন। আমার লজ্জা করবে! তবে কাকে বল্‌বো—তাঁকে? তাঁকে? না—না—তিনি যে নিষ্ঠুর! তবে কি হবে? তবে কি হবে?

স্বর্ণপ্রভা পুনরপি সম্পূর্ণরূপে মূর্চ্ছিতা হইলেন! দাসীগণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। মহারাজ মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তিতভাবে থাকিয়া যোগিনীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে?”

যোগিনী কহিল “মহারাজ! আপনি আমাকে অনেক দিবস দেখেন নাই বলে চিন্‌তে পারচেন না, কিন্তু পরিচয় দিলে সমস্ত বুঝতে পারবেন! আমি আপনারই রাজসংসারে প্রতিপালিত হয়েছিলেম। আমার পিতার নাম সুরদাস। তিনি এই নগরপ্রান্তে বাস করতেন। তিনি বৈদ্যশাস্ত্রজ্ঞ বলে আপনার স্বর্গীয় পিতার নিকটে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। মাতার নাম সুরলতা। তিনি ধাত্রী-বিদ্যায় অদ্বিতীয়া বলে রাজসংসারে পরিচিতা হয়েছিলেন। এক্ষণে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন স্বর্ণপ্রভার এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ কি, আর আমিই তা কি প্রকারে জানলেম? আমি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবৃত করচি শ্রবণ করুন।”

ব্রহ্মানন্দস্বামী কম্পিত কলেবরে প্রায় অবরুদ্ধকণ্ঠে করযোড়ে

কহিলেন "পার্ব্বতি! ক্ষমা কর! ক্ষমা কর! তোমার চরণে ধরি আমার সর্ব্বনাশ করো না।"

মহারাজ বিরক্তভাবে কহিলেন "একি? আচার্য্য আপনিও কি উন্মত্ত হলেন নাকি?"

পার্ব্বতী বলিতে লাগিল "ব্রহ্মানন্দ! তুমি অতীব নিষ্ঠুর, পাষাণ-হৃদয়, ক্ষমার অযোগ্য! মহারাজ তবে শুনুন।"

ব্রহ্মানন্দস্বামীর চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। তিনি ভূতলে বসিয়া নয়ন আবরণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

যোগিনী বলিতে লাগিল "মহারাজ! আজ পঞ্চবিংশতি বৎসরের কথা! আপনার স্মরণ থাকতে পারে আপনার পিতার মৃত্যুর পর আপনার রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আপনি সেই সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ গ্রহণ করবার জন্য আপনার আত্মীয় যোধপুর-মহারাজের নিকটে সর্ব্বদাই গমনাগমন করতেন, ও আপন রাজ্যে সুনিয়ম বিস্তারের জন্য সর্ব্বদা রাজ্যের সকল স্থানে যাতায়াত করতেন! সময়ে সময়ে রাজমহিষীও আপন পিত্রালয়ে অবস্থিতি করতেন। সেই সময়ে আপনার এই রাজপ্রাসাদে আপনার ভগিনী স্বর্ণপ্রভা একাকিনী দাস দাসীগণ সমভিব্যাহারে বাস করতেন। রাজপ্রাসাদের ও স্বর্ণপ্রভার তত্ত্বাবধারণের ভার ব্রহ্মানন্দস্বামীর পিতার উপর সমর্পিত হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর এ ভার ব্রহ্মানন্দস্বামীর উপর অর্পিত হলো। ব্রহ্মানন্দস্বামী স্বর্ণপ্রভার তত্ত্বাবধারণ করতেন ও তাঁকে সংস্কৃত পড়্তে শিখাতেন। তখন ব্রহ্মানন্দস্বামী নবীন যুবা পুরুষ, স্বর্ণপ্রভাও যৌবনের সীমায় পদার্পণ করেছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয় সঞ্চার হলো! উভয়ের একত্র সহবাসে ক্রমে সেই প্রণয় পরিপুষ্ট হতে লাগ্‌লো! স্বার্থপর ব্রহ্মানন্দ গোপনে গান্ধর্ব্বমতে স্বর্ণ-প্রভার গলে বরমাল্য প্রদান করলে। আপনি এ সকল কিছুই জান্‌তে পারলেন না। পৃথিবীর কেহই জান্‌লে না। কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ! কিছু দিনের মধ্যেই স্বর্ণপ্রভার গর্ভসঞ্চার হলো। নবদম্পতি

উভয়েই যারপর নাই ভীত হলেন। কি উপায়ে গুপ্ত পরিণয় অপ্রকাশিত থাকবে? ক্রমে প্রসব বেদনা উপস্থিত! রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি আপন গৃহে নিদ্রিতা আছি, এমন সময়ে ব্রহ্মানন্দস্বামী দ্বারে করাঘাত করে আমাকে ডাকলেন। তখন আমার পিতা, মাতা, স্বামী, সকলের মৃত্যু হয়েছে। আমি মাতার নিকটে ধাত্রীবিদ্যা শিখেছিলেম, ব্রহ্মানন্দস্বামী তা জান্‌তেন। আমার নিকট অতি ব্যস্ততা সহকারে সকল কথা প্রকাশ করলেন ও আমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করে সে সকল কথা গোপনে রাখতে মিনতি করলেন। আমি সমস্ত গোপন করবো প্রতিজ্ঞা করলেম! তারপর আমাকে স্বর্ণপ্রভার গৃহে অপর পার্শ্বস্থ গুপ্ত দ্বার দিয়ে লয়ে গেলেন। স্বর্ণপ্রভা আমার সাহায্যে অল্পক্ষণ মধ্যেই পরম সুন্দর পুত্র প্রসব করলেন। ব্রহ্মানন্দ ও স্বর্ণপ্রভার অনুরোধে সেই রাত্রেই আমি সেই নবপ্রসূত শিশুকে আপন গৃহে লয়ে গেলেম ও আপন সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করতে লাগলেম। তারপর যা যা ঘটলো ও আমি যে কারণে দেশ-ত্যাগিনী হলেম তা বর্ণনা অনাবশ্যক। সেই শিশু এখন দ্বাবিংশতি-বর্ষ-বয়স্ক সুরেন্দ্রনাথ!

রাজা জগৎনারায়ণের বিশাল নয়ন-যুগল রক্তিমাবর্ণ ধারণ করিল! ললাটের শিরা শোণিত প্রবাহে স্ফীত হইল। গর্ব্ববিস্ফারিত ওষ্ঠাধর ঈষৎ কাঁপিতে লাগিল। তিনি আসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুদীর্ঘ বীরদেহ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল। মস্তক হইতে উষ্ণীষ ভূতলে পড়িয়া গেলে। তিনি কঙ্কালস্থ কোষবদ্ধ অসি বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন। মহারাজের সেই ভাব দেখিয়া সকলে ভীত ও স্তম্ভিত হইল। তিনি যেন সেই উচ্ছলিত ক্রোধাবেগ উপশমিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ দন্তে অধর দংশন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ওষ্ঠাধরে শোণিত প্রবাহ বহিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পুনরপি উপবেশন করিয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্রহ্মানন্দস্বামী! এ রমণী যা বল্‌লে, সত্য?"

ব্রহ্মানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং করযোড়ে কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর করিলেন "মহারাজ! এ ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য! আমি মহাপাতকী বিশ্বাসঘাতক। আমার যে শাস্তি আবশ্যক বিবেচনা করেন প্রদান, করুন, আমি অক্ষুব্ধচিত্তে সহ্য করবো!"

জগৎনারায়ণ উত্তর করিলেন "তোমার অপরাধ অতীব গুরুতর! তুমি নিষ্কলঙ্ক ভুবনবিখ্যাত বিজয়পুরের রাজবংশে কলঙ্ক আরোপিত করেছ।"

রাজকুমার অমরেন্দ্র এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি কহিলেন "কেন পিতঃ! আপনি কি বিস্মৃত হচ্চেন, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী অতি পবিত্র ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত! তাঁর সঙ্গে বিজয়পুর-মহারাজের ভগিনীর বিবাহ কোনক্রমেই অসম্মানজনক নয়! আর আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মধ্যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ অনেক দিন হতে প্রচলিত আছে!"

মহারাজ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে উত্তর করিলেন "এখন সে বিষয়ের বিচারের সময় নয়! ব্রহ্মানন্দ! তোমার প্রাণদণ্ডবিধান কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি তোমাকে ক্ষমা করলেন এবং তোমাকে এই আদেশ করচি, কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তুমি বিজয়পুর পরিত্যাগ করে অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করবে। যদি আর কখন বিজয়পুরে কেহ তোমার কোন সন্ধান পায়, আমি তোমার শিরশ্ছেদের অনুমতি দিব। পৃথিবীর অন্য কেহ এ কথা অবগত নয়; সাবধান! যেন এ রহস্য প্রকাশিত না হয়। অমরেন্দ্র! কোষাধ্যক্ষকে অনুমতি কর ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে অজ্ঞাতবাসের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করে। আর দেখ অমরেন্দ্র! যে কোন উপায়েই হোক্ এই দুর্ভাগ্য সুরেন্দ্রনাথের জীবন রক্ষা করতে হবে! কবে প্রাণদণ্ডের দিন অবধারিত হয়েছে?"

অমরেন্দ্র কহিলেন "আগামী কল্য সন্ধ্যার সময়!"

মহারাজ কহিলেন "তবে আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করবার সময় নাই। তুমি আমার স্বাক্ষরিত এক পত্র লয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতি

অশ্বে আরোহণ করে যোধপুরদুর্গের সেনাপতির নিকটে যাও। আমিও স্বয়ং যোধপুর-মহারাজের নিকটে গিয়ে এই হতভাগ্য যুবকের জীবন দানের অনুরোধ করব। যাও আর বিলম্ব করোনা, শীঘ্র একটী দ্রুতগতি অশ্ব সজ্জিত করতে আদেশ কর।”

রাজকুমার ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী বাহিরে গেলেন।

মহারাজ তখন যোগিনীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে কোন্ দিকে গিয়াছে, কখন গিয়াছে, কোন সন্ধান পাইলেন না।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিশোধ।

Arise black vengeance from thy hollow cell.—*Othello.*

আমরা পাঠককে আর একবার কমলপ্রভার সুসজ্জিত সুবাসিত গৃহে লইয়া যাইব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজকুমার মতিমালাকে কমলপ্রভার গৃহে লইয়া আসিয়া ছিলেন। একটী সুন্দর পালঙ্কের উপর কমলপ্রভা ও মতিমালা বসিয়া আছেন। মতিমালা কহিল “তোমার এই সুন্দর সুসজ্জিত গৃহটী দেখ্‌লে, তোমাকে আশ্রয়হীনা বনবাসিনী রমণী বলে বোধ হয় না! বোধ হয় যেন অতি উন্নত রাজবংশে তুমি এ সুরুচি শিক্ষা করেছ।”

অকস্মাৎ কমলপ্রভার মুখমণ্ডলে শোণিতপ্রবাহ বহিল! কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া মৃদুহাস্যের সহিত উত্তর করিল “তুমি যখন রাজমহিষী হবে, আমাকে ঘর সাজাবার জন্য পরিচারিকা নিযুক্ত করিও!”

মতিমালা কিছু অপ্রতিভ হইল। কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল “ভাল মতিমালা, একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যাকে এত ভালবাস,

যার জন্য পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করেছ, তোমার কি এই বিশ্বাস যে, তিনি তোমাকে চিরকাল অকপট হৃদয়ে স্নেহ করবেন ও তাঁর সঙ্গে চিরজীবন সম্প্রীতি থাক্‌বে?" মতিমালা মৃদুহাস্য করিয়া কহিল "তবে কি তুমি মনে কর, আর কিছুদিন পরে আবার একজন ভালবাসার পাত্র অন্বেষণ করে লব?"

কম। তোমার যেন ইচ্ছা তিনি চিরজীবন তোমার সঙ্গে প্রেম-পাশে বদ্ধ থাকেন; কিন্তু যখন তাঁর তোমার রূপযৌবন উপভোগের তৃষা পরিতৃপ্ত হবে, তখন তো তোমাকে পুনঃ পুনঃ আঘ্রাত, হৃত-সৌরভ কুসুমের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করবেন!

মতি। আমি কি খেলার সামগ্রী, আমি কি ফুল?

কম। অন্ততঃ পুরুষেরা আমাদিগকে এইরূপ মনে করে থাকে।

মতি। যদি তা হতো তবে এজগতে পবিত্র প্রণয় কারও অদৃষ্টে কি ঘটতো? এই সংসার কেবল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পরিপূর্ণ হতো।

কম। তবে কি তুমি বিবেচনা কর, এই পুরুষের সঙ্গে তোমার অকৃত্রিম প্রণয় জন্মেছে?

মতি। সখি! তুমি যদি তাঁকে একবার দেখতে, তাঁর আনন্দময় প্রেমজ্যোতিঃপূর্ণ মুখমণ্ডল একবার দেখতে, তবে বুঝতে পারতে, কপটতা কাকে বলে তিনি তা জানেন না।

কম। তাঁর সঙ্গে প্রথমে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হয়েছিল?

মতি। আমরা মধ্যে মধ্যে আমাদের কুলদেবতা বিন্ধ্যাচল-বাসিনী অষ্টভুজা দেবীর পূজা দিতে সেখানে গিয়া থাকি, সেই মন্দিরের নিকটে একদিন এই তরুণতপনতুল্য বিভূতিভূষিত নবীন সন্ন্যাসীকে দেখতে পেলেম।

কম। তিনি কি সন্ন্যাসী?

মতি। এতদিন সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু এখন আর সন্ন্যাসী নন। কোন বিশেষ ব্রতপালনের জন্য দ্বাদশ বৎসর সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছিলেন! এখন সে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে!

কমলপ্রভা চমকিয়া কহিল "দ্বাদশ বৎসর!" কিঞ্চিৎপরে জিজ্ঞাসা করিল "এখন তিনি কিরূপ অবস্থায় আছেন?"

মতি। সখি! ক্ষমা কর। তিনি সে কথা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। আর দুইদিন পরে সমস্তই জানতে পারবে।

কম। তিনি কি দেখ্‌তে বড়ই রূপবান?

মতি। আমি বললে তুমি মনে করবে, আমি তাঁকে ভালবাসি বলে তাঁর রূপেরও প্রশংসা করচি। কিন্তু যদি একবার তাঁকে দেখতে তো বুঝতে পারতে যে, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। সেরূপ বিশাল উজ্জ্বল লোচন, সেরূপ আয়তনশীল শান্তিপূর্ণ ললাট, সেরূপ প্রশস্ত বীরত্বপূর্ণ উরস এ পৃথিবীতে কি আর কাহারও আছে? সেরূপ কারুণ্যপূর্ণ মধুর স্বর কি অন্য পুরুষের সম্ভব?"

কমলপ্রভা বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তাঁহার যেন কোন পূর্ব্ব কথা স্মৃতিমধ্যে উদয় হইল! মতিমালা কহিল "সখি! তুমি যে বলছিলে তাঁর নিকট সংবাদ প্রেরণ করবে? তা বল কি প্রকারে তাঁর নিকট এ সংবাদ পাঠাবে?" কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল "তাঁর কোন স্মরণচিহ্ন তোমার নিকট নাই? তা হলে কোন বিশ্বস্ত লোক দ্বারা পাঠিয়ে দিতে পারতেম!"

মতিমালা কহিল "বিন্ধ্যাচলে যে দিবস তিনি আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাসূত্রে বদ্ধ হন, সেইদিন আমাকে একটী অঙ্গুরীয় দিয়েছিলেন। সেই অঙ্গুরীয় এখনও আমার নিকটে আছে।" কমলপ্রভা কহিল "কই? দেখি সে অঙ্গুরীয়?"

মতিমালা আপন অঙ্গুলি হইতে একটা বিচিত্র হিরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া কমলপ্রভার হস্তে দিল। কমলপ্রভা অঙ্গুরীয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিবামাত্র চমকিয়া, উন্মাদিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। যেন হঠাৎ তাহাকে কালসর্পে দংশন করিল। সে বহুক্ষণ সেই অঙ্গুরীয়ের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। মতিমালা দেখিল, কমলপ্রভার মুখমণ্ডলে শত মনোবৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব হইতেছে। একবার

মুখমণ্ডল মৃত মনুষ্যের মত পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল, এক বিন্দুও রক্ত নাই! আবার সেই মুহূর্ত্তেই মুখমণ্ডল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল; সমস্ত শরীরের রক্ত যেন এককালে মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হইতে লাগিল! মতিমালা বিস্মিতা ও ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "একি কমলপ্রভা! এরূপ কর্‌চো কেন?"

কমলপ্রভা অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পেলে?"

মতিমালা কহিল "আমি তো তোমাকে এইমাত্র বল্‌লেম যে আমার প্রাণনাথ আমাকে এ অঙ্গুরীয় প্রণয়ের নিদর্শন-স্বরূপ দিয়েছিলেন।"

কমলপ্রভা পূর্ব্ববৎ ভাবে উত্তর করিল "তোমার প্রাণনাথ? তোমার প্রাণনাথ কি যোধপুরের যুবরাজ সুরজয় সিংহ?"

মতিমালা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি প্রকারে জান্‌লে?"

কমলপ্রভা পাগলিনীর ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। সে হাস্য দেখিয়া মতিমালার হৃদয় কম্পিত হইল। কমলপ্রভা কহিল "আমি কি প্রকারে জান্‌লেম? শুন্‌লে? রাক্ষসীর কথা শুন্‌লে? আমি নাকি কি প্রকারে জান্‌লেম? আমার স্বামীকে আমি কি প্রকারে জান্‌লেম?"

এই বলিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে গৃহমধ্যে পদচারণা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অপেক্ষাকৃত স্থিরভাবে বলিল "শোন মতিমালা! যুবরাজ সুরজয় সিংহ আমার স্বামী!"

মতিমালা শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সে কি কথা? আমি এর কিছুই বুঝতে পারচি না।"

কমলপ্রভা কহিল "তবে শোন! আমার পূর্ব্বকথা তোমাকে সমস্ত বলচি! আমার যখন দ্বাদশ বৎসর মাত্র বয়স, কুমার সুরজয় সিংহের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। তখন কুমার দ্বাবিংশ বৎসর বয়স্ক সুন্দর

যুবা পুরুষ। আমি তখন প্রণয়ের কি বুঝতেম ?, কুমার আমাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসতেন, কিন্তু আমি পাপীয়সী রাক্ষসী তাঁর দেবতা-দুর্লভ প্রেম কি বুঝবো ? দুই বৎসর এইরূপ স্বামী-সহবাসে কাটালেম। তখন একদিন পাপিষ্ঠ অমরেন্দ্র আমার নয়ন-পথে পতিত হলো ; যে মুহূর্ত্তে উভয়ের চারি চক্ষু সম্মিলিত হলো, সেই মুহূর্ত্ত হতেই হৃদয়ে নূতন বাসনা জন্মিল! এই দুরাত্মা তখন সর্ব্বদা যোধপুর-মহারাজের নিকট যাতায়াত করতো, কেন না যোধপুর-মহারাজের সঙ্গে তার কোন নিকট সম্বন্ধ ছিল। তখন এর বয়ঃক্রম অষ্টবিংশতি বৎসর মাত্র। আমি অষ্টবিংশতি বৎসর বয়স্ক বালকের নিকট লজ্জা করতেম না, বিশেষতঃ সে সম্পর্কে আমার দেবর। সুতরাং সর্ব্বদা তার সঙ্গে গল্পচ্ছলে হাস্য পরিহাস করতেম! সেই বয়সেই এ দুরাচারের চরিত্র ঘোরতর পাপে কলুষিত! এই দুরাত্মা আমাকে নানা প্রলোভন প্রদর্শন করতে লাগলো। সেই বয়সেই দুরাত্মা সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ পারদর্শী! আমি শৈশবাবধি সঙ্গীত ভাল বাস্‌তেম। আমি পাপীয়সী সেই সুন্দর নবীন যুবকের রমণী-মুখের ন্যায় সুকুমার মুখমণ্ডল দেখে, তার সেই কিন্নর-কণ্ঠ-বিনিন্দিত সুকণ্ঠ শুনে, মুগ্ধ হলেম। পাপাত্মার পাপ-চেষ্টা সফল হলো! পিশাচী কমলপ্রভা পিশাচ অমরেন্দ্রকে আত্মসমর্পণ করলে! সে প্রতিজ্ঞা করলে এজন্মে কখনও অন্য নারীর প্রতি অনুরক্ত হবে না! আমি পাপমোহে তার কথায় বিশ্বাস করলেম। কিছুদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে যাবার ছলনা করে পথিমধ্য হতে পাপাত্মার সঙ্গে পলায়ন করলেম! রাষ্ট্র হলো আমাকে শিবিকা হতে ব্যাঘ্রে লয়ে গিয়েছে! সে কথা সকলে বিশ্বাস করলে। আপনি গোপনে সংবাদ নিলেম। কিন্তু দূরদর্শী পণ্ডিত-প্রধান স্বামী যথার্থ কথা জান্‌তে পেরে, বিষাদে অভিমানে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করলেন! দয়ার সাগর, ক্ষমাশীল স্বামীর মহত্ত্বের কথা এ পাপ-মুখে কত বল্‌বো! এই ঘটনার পরেও তিনি আমার সন্ধান অবগত হয়ে, রহিম খাঁ নামক তাঁর একজন অনুচরের দ্বারা আমাকে সংবাদ

পাঠালেন যে, যদি আমি পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করি, তিনি ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন। আমি রাক্ষসী তাতেও অসম্মতা হলেম।”

বলিতে বলিতে কমলপ্রভা উন্মাদিনীর ন্যায় ভূতলে বসিয়া পড়িল।

মতিমালা শুনিয়া সিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল “তবে কি হবে?” কমলপ্রভা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর করিল “কি হবে? দেখবে কি হবে? এই দেখ!” এই বলিয়া একখানি উজ্জ্বলফলক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিল। চমকিয়া মতিমালা জিজ্ঞাসা করিল “ওকি? আত্মহত্যা করবে?”

কমলপ্রভা হাস্য করিয়া কহিল “আত্মহত্যা? আমি কি উন্মাদিনী? যে আমার এ দশা করেছে, যে আমাকে রাজরাণী থেকে পথের ভিখারিণী করেছে, আগে তাকে প্রতিফল না দিয়ে আত্মহত্যা করবো?”

কমলপ্রভা মুহূর্ত্তমাত্র নীরবে থাকিয়া পুনরপি আনন্দে করতালি দিয়া বলিতে লাগিল “আজ তার এখানে আসবার কথা আছে। আমার কাছে নয়; তোমার জন্য আজ তার এখানে আসবার কথা আছে। দেখি আস্‌চে কি না? তুমি অপেক্ষা কর, আমি এলেম বলে!”

কমলপ্রভা ছুরিকা হস্তে লইয়া নীচে আসিল। মতিমালা ভীতা ও স্তম্ভিতা হইয়া নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই অন্ধকারময় রজনীতে কমলপ্রভা ছুরিকা হস্তে লইয়া বাপীতীরস্থ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্রমে শব্দহীন সুপ্ত জগৎ আরও নিস্তব্ধ হইতে লাগিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে একাকিনী বহুক্ষণ সেইভাবে পদচারণা করিয়া কমলপ্রভার শ্রান্তি বোধ হইল। সে সরোবর-সোপানে আসিয়া উপবেশন করিল। পাঠক! কমলপ্রভাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, এই অন্ধকারময় নিশীথে আর একবার তাহার নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখুন! দেখুন, কমলপ্রভার রূপ-সাগরে কি অনুপম সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ উঠিতেছে! সুন্দর ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তারাশির ন্যায় শোভা পাইতেছে; নাসারন্ধ্র

ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাসে ঈষৎ স্ফীত হইতেছে! সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভিন্ন হইয়া, দুই একটী শুভ্র দশনের কিয়দংশ মাত্র দেখা যাইতেছে! উচ্চ উরসের অর্দ্ধাংশ বসনাবৃত রহিয়াছে, অপর অর্দ্ধাংশের বসন স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। উচ্চ স্তনদ্বয় ক্লান্তিবশতঃ ঈষৎ কম্পিত হইতেছে! বেণী-বন্ধন কিঞ্চিৎ স্খলিত হওয়াতে কেশরাশি ললাটে, গণ্ডস্থলে ও উরসে আসিয়া পড়িয়াছে! মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা রহিয়াছে, বাম হস্ত যেন কম্পিত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য বক্ষঃস্থলে অর্পিত হইয়াছে! কমলপ্রভা এইভাবে কিয়ৎক্ষণ সোপানোপরি বসিয়া, উচ্চকণ্ঠে গীত আরম্ভ করিল। সেই সুধাময় উচ্চ সঙ্গীত তমোময় আকাশে উঠিতে লাগিল। অকস্মাৎ দ্রুতগামী অশ্বের পদধ্বনি কমলপ্রভার কর্ণে প্রবেশ করিল। চমকিয়া কমলপ্রভা নিস্তব্ধ হইল ও সে স্থান হইতে উঠিয়া উদ্যানপার্শ্বস্থ পথিমধ্যে দাঁড়াইল। অশ্বারোহীও সেইখানে আসিয়া বলপূর্ব্বক রশ্মি আকর্ষণ করিয়া অশ্বের বেগ সংযত করিলেন। অশ্বারোহী কুমার অমরেন্দ্রনাথ। অমরেন্দ্র কমলপ্রভাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে? কমলপ্রভা? একি? তুমি এত রাত্রে এখানে একাকিনী রয়েছ যে!"

কমলপ্রভা হাস্য করিয়া কহিল "তোমারই জন্য!"

অমরেন্দ্র কমলপ্রভার সেরূপ হাসি আর কখনও দেখেন নাই। সেই শব্দহীন তমোময় নিশীথে সে হাসি দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন "একি কমলপ্রভা? আজ তোমার মুখ-মণ্ডলে যেন কোন নূতন ভাবের আবির্ভাব দেখচি। আজ তোমার প্রকৃতিতে যেন কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হচ্চে! এর কারণ কি?" কমলপ্রভা কহিল "এখনি সমস্ত জান্‌তে পারবে! অশ্ব হতে অবতরণ কর।"

অমরেন্দ্র কহিলেন "কমলপ্রভা! কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে যোধপুরে যাচ্চি। ক্ষণমাত্র বিলম্ব হলে কার্য্য বিফল হবে! আজ ক্ষমা কর। দুই তিন দিবসের মধ্যেই আবার সাক্ষাৎ হবে!"

কমলপ্রভা কহিল "সে কি? তোমার নূতন প্রণয়িনীর সঙ্গে এক বার সাক্ষাৎ করবে না? যোধপুরে এখন কি প্রয়োজন?"

রাজকুমার কহিলেন "যোধপুর-রাজ সুরেন্দ্রনাথ নামে একজন যুবাপুরুষের অগ্নিদাহে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়েচেন। পিতার ইচ্ছা রাজাজ্ঞা কার্য্যে পরিণত না হতে পারে। সেইজন্য আমাকে এত শীঘ্র যোধপুরে যেতে অনুমতি করেছেন। আগামী কল্য প্রাণদণ্ডের সময় অবধারিত হয়েছে! মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব হলে সমস্ত চেষ্টা বিফল হবার সম্ভাবনা!"

কমলপ্রভা জিজ্ঞাসা করিল "কার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়েছে?"

রাজকুমার কহিলেন "সুরেন্দ্রনাথ নামে একজন বিজয়পুর-নিবাসী যুবকের! কমলপ্রভা কহিল "তা তোমাকে এত ক্লেশ স্বীকার করে, অতদূর যেতে হবে না; আমিই যোধপুরে গিয়ে বিজয়পুর-রাজের অনুমতি প্রকাশ করবো! তুমি এইখানে বিশ্রাম কর!"

অমরেন্দ্র কহিলেন "তুমি কি বল্‌চো! তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারচি না।"

কমলপ্রভা কহিল "আমি তো বলচি এক মুহূর্ত্তের জন্য একবার অশ্ব হতে অবতরণ কর এখনি সমস্ত বুঝতে পারবে।"

এই বলিয়া কমলপ্রভা রাজকুমারের হস্ত ধারণ করিল! রাজকুমারের হৃদয়মধ্যে ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। বলিলেন "কি বল।"

কমলপ্রভা কহিল "এই শোন! আমি রাজরাণী ছিলেম তুমি আমাকে পথের ভিখারিণী করেছ, তার প্রতিশোধ এই।"

তীক্ষ্ণধার ছুরিকা কুমার অমরেন্দ্রের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল।

"রমণীর সর্ব্বস্বধন সতীত্ব অপহরণ করে আমাকে ত্রিদিব কুলস্বামীর প্রণয়ে বঞ্চিত করেছ তার প্রতিশোধ এই।

আমাকে হৃদয়েশ্বরী করবে প্রতিজ্ঞা করে শতফুলের মধুপানে প্রবৃত্ত হয়েছ তার প্রতিশোধ এই এই।"

এই বলিয়া বারম্বার কুমারের বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া কমলপ্রভা আপন গৃহে প্রবেশ করিল। কুমার হতচেতন হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেলেন। কমলপ্রভার গৃহে মতিমালা নিদ্রিতা ছিল, কমলপ্রভা তাহাকে জাগাইল। মতিমালা তাহার শোণিতাক্ত কলেবর দেখিয়া সভয়ে সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কমলপ্রভা উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চ হাস্য করিয়া কহিল "মতিমালা আমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েচে। এই দেখ আমার ছুরিকা মনের সাধে অমরেন্দ্রের শোণিত পান করেছে ; কিন্তু এখনও আর এক অভিলাষ সফল হতে বাকী আছে।" মতিমালা সভয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "আবার কি ?" কমলপ্রভা কহিল "শোন মতিমালা ! কমলপ্রভার এ জীবনে যখন যা অভিলাষ হয়েছে, সে তখনি তা পরিতৃপ্ত করতে সমর্থা হয়েছে। কেবল একটীমাত্র অভিলাষ পূর্ণ করতে পারে নাই ! আমি সুরেন্দ্রনাথ নামে একজন পরমসুন্দর যুবাপুরুষকে দেখে তার রূপে মোহিত হয়ে, তার সঙ্গে প্রেমাভিলাষ প্রকাশ করেছিলেম কিন্তু অভিলাষ পূর্ণ করতে পারি নাই। আজ শুন্‌লেম যোধপুর-দুর্গে অগ্নিদাহে তার প্রাণদণ্ড হবে ! আমিও সেই চিতায় তার সঙ্গে প্রাণত্যাগ করবো। দুইজনে একচিতায় পুড়বো ! যে বাসনা জীবন থাকৃতে পরিতৃপ্ত হলো না, মৃত্যুকালে, শেষ মুহূর্ত্তে সে অভিলাষ পূর্ণ হবে ! অতএব আমি চল্‌লেম, বিদায় দাও ! আর একটী কথা ! তোমার প্রাণনাথকে প্রাণের অধিক ভালবেস ! তিনি ভালবাসার উপযুক্ত স্বামী ! এ সংসারে তাঁর মতন স্বামী আর কেহ কখন পাবে না ! তাঁকে জন্মের মত দেহ মন সমর্পণ করিও ! দেখিও যেন পাপীয়সী পিশাচী কমলপ্রভার মত অভাগিনী হইও না ! জন্মের মত বিদায়।" এই বলিয়া কমলপ্রভা ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইল। মতিমালা ভয়ে বিস্ময়ে বিহ্বলা হইয়া চিত্রার্পিতার ন্যায় বসিয়া রহিল !

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষ অভিলাষ।

I pant for life ; some good I mean to do,
Despite of mine own nature.—*King Lear.*

রজনীশেষে রাজকুমার যেখানে হতচেতন হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন, সেইপথ দিয়া কয়েক জন বাহক একখানি শূন্য শিবিকা লইয়া আসিতেছিল। শিবিকা রাজকুমার অমরেন্দ্রের জন্যই আসিতেছিল। রাজকুমার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, দূরদেশে যাইতে হইলেই সঙ্গে একখানি শিবিকা লইয়া আসিতেন। অশ্বারোহণে ক্লান্ত হইলেই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া শিবিকায় আরোহণ করিতেন। সেই ঘোর অন্ধকারে বাহকগণ, বিজন কানন-মধ্যস্থ অতি সঙ্কীর্ণপথ দিয়া, নিঃশব্দে শিবিকা লইয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ তাহাদের হৃদয়মধ্যে যেন ভয়ের আবির্ভাব হইল। সেই জনহীন কাননের ভীষণ অন্ধকার যেন আরও ভীষণতর হইল। সেই আকস্মিক ভয় দূর করিবার জন্যই তাহারা যেন পরস্পরে কথোপকথন আরম্ভ করিল। বাহকগণের কথোপকথনের কিয়দংশ আমরা নিম্নে অনুবাদ করিলাম!

প্র। ওঃ আজ কি ভয়ানক রাত্রি! এরূপ ভয়ানক অন্ধকার ত আর কখন দেখি নাই!

দ্বি। তাই ত রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তবুও যেন অন্ধকার ক্রমে বাড়তে লেগেছে!

তৃ। আজ রাত্রে চোর ডাকাত অথবা হত্যাকারীদের বড়ই সুবিধা।

দূর হইতে কমলপ্রভার গৃহ দেখিতে পাইয়া প্রথম বাহক কহিল " ওরে একবার এই জায়গাটায় দেখে যেতে হবে। যদি এই খানেই থাকেন!"

চতু। দূর শেষরাত্রে এখানে কি কর্‌তে আস্‌বেন ?

প্র। তা তাঁর আটক নাই, সেদিন দেখ্‌লি না, রাত্রি দুই প্রহরের সময় উঠে এসে বল্‌লেন এখনি যেতে হবে।

তৃ। সেদিনকার কারণ ছিল, তিনি সেদিন একজন স্ত্রীলোককে ধরে এনে এই বাটীতে রেখেছিলেন ; তারি জন্যে সে দিন তিনি—

চতু। যুবরাজের কিন্তু ঐটী বড় দোষ! মেয়ে মানুষ ছাড়া এক দণ্ড থাকতে ভালবাসেন না।

প্র। তা যাই হোক্ অমন প্রভু কিন্তু আর আমরা কখনও পাব না।

তৃ। শুধু আমরা কেন ? এ পৃথিবীতে আর কেহ কখনও অমন প্রভু পাবে না। আজ দশ বৎসর রাজকুমারের চাকরি করচি, কখনও শুন্‌লেম না যে রাগ করে একটী কথা বল্‌লেন অথবা কোন বিষয়ে কখন অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

দ্বি। শুধু আমাদের সঙ্গে কেন ? হাঁসিমুখ ছাড়া তাঁর কখনও অন্যভাব দেখেচো ?

চতু। আর দেওয়া থোয়ার বিষয় ? আমি তো দুই তিনটা রাজার বাড়ী চাকরি করেছিলেম। এঁর মতন দাতা দয়াময় প্রভু আরত কখনও দেখি নাই।

প্র। ঐ একটী দোষ যদি না থাকতো।

তৃ। (ক্রুদ্ধভাবে) দোষ আবার কি ? তুই বড় নিমকহারাম।

দ্বি। ওরে তা নয়, এ যা বলচে তা বুঝতে পারচিস্ না, স্ত্রীলোকের সঙ্গে এতটা দিবা রাত্রি থাকা কি ভাল দেখায় ?

তৃ। তা, যৌবনকাল, রাজার ছেলে, বিবাহ হয় নাই !

প্র। তা বলে অতটা কিছু নয়! আমার ভয় হয়, হয়তো এই দোষেই রাজকুমার প্রাণ হারাবেন।

চতু। দূর অমন অমঙ্গলসূচক কথা বলিসনে। অই যে রাজকুমারের সেই শাদা ঘোড়াটা অইখানে দাঁড়য়ে রয়েছে।

প্র। তবে আমি যা বলছিলেম সত্য, তিনি এইখানেই বিশ্রাম করচেন।

বাহকগণ যেখানে অশ্ব দাঁড়াইয়াছিল সেইখানে শিবিকা লইয়া আসিল। কিন্তু যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের শোণিত শুখাইয়া গেল! দেখিল রাজকুমার শোণিতপ্রবাহে ভাসমান! অচেতন অবস্থায় ভূমিতলে পড়িয়া আছেন! বাহকগণ উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। মুমূর্ষু রাজকুমার তাহাদিগকে হস্ত তুলিয়া ইঙ্গিতে চীৎকার করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "আপনার এ দশা কে করলে?"

রাজকুমার অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন "আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করোনা। যদি প্রভু বলে আমার উপর তোমাদের কিছুমাত্র স্নেহ থাকে, তবে একটী কাজ কর!"

বাহকগণ সরোদনে করযোড়ে কহিল "অনুমতি করুন আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।"

রাজকুমার কহিলেন "আমার মুমূর্ষু দেহ শিবিকার ভিতর উঠাও। আর যত শীঘ্র পার আমাকে যোধপুর-মহারাজের দুর্গে লয়ে চল।"

বাহকগণ কহিল "এ সময়ে আপনার চিকিৎসা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।"

রাজকুমার কহিলেন "স্বয়ং মহাদেব এলেও আমার জীবন রক্ষা করতে পারবেন না। তবে যদি যোধপুর-দুর্গে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত জীবিত থাকি, তবেই এ অকিঞ্চিৎকর জীবনে কিঞ্চিৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হবে! তা তোমরা আর বিলম্ব করিও না।"

বাহকগণ অতি সাবধানে রাজকুমারকে শিবিকার মধ্যে উঠাইয়া অতি দ্রুতবেগে লইয়া চলিল।

ক্রমে উষার রজতময় উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে অন্ধকার রাশি অন্তর্হিত হইল। প্রভাতে দুইজন অশ্বারোহী কমলপ্রভার গৃহসমীপে উপস্থিত হইল। একজন যোধপুরের যুবরাজ সুরজয় সিংহ, অপর

ব্যক্তি রোহিম খাঁ! আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি রহিম খাঁ পূর্ব্বাবধি যুবরাজ সুরজয় সিংহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল। সে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত ও নানাস্থানের সংবাদ রাখিত। রাজকুমার মতিমালাকে কমলপ্রভার গৃহে লইয়া আসিলেন এই সংবাদ রহিম খাঁ জানিতে পারিল। সে যুবরাজ সুরজয় সিংহকে এ সংবাদ প্রদান করিল। যুবরাজ সংবাদ পাইবামাত্র রহিম খাঁর সঙ্গে আসিলেন। রহিম খাঁ কমলপ্রভার গৃহসমীপে উপস্থিত হইয়া যুবরাজকে কহিল "এই সেই বাটী!" যুবরাজ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সেই সময়ে একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। একটী সুন্দর শ্বেতবর্ণ অশ্ব দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার চরণ আঘ্রাণ করিয়া পুনরপি কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া দাঁড়াইল ও সকরুণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তিনি অশ্বের নিকটে গেলেন। দেখিলেন যেথানে অশ্বটী দাঁড়াইয়া আছে, সে স্থান শোণিতে প্লাবিত! তিনি রহিমখাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "বোধ করি অশ্বের প্রভুকে কেহ হত্যা করেচে, তাই প্রভুভক্ত অশ্ব এরূপ ভাব প্রকাশ করচে? ওকি? একখানি লিপি না?" যুবরাজ সেই স্থান হইতে একখানি শোণিতাক্ত লিপি উঠাইয়া লইলেন। তাহার অনেকগুলি অক্ষর শোণিতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। আগ্রহ-সহকারে পত্র উন্মোচন করিয়া অতি কষ্টে এই কয়েকটী অক্ষর পাঠ করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ যে অপরাধী......দাহে......প্রাণদণ্ড......বিজয়পুরে ......সে সম্পূর্ণ নিরপরাধী......আমার অনুরোধ তাহার প্রাণ রক্ষা। স্বয়ং যোধপুর-যুবরাজ......বিজয়পুরের...

যুবরাজ পত্রের মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ বুঝিতে পারিলেন। রহিমখাঁকে কহিলেন "আর আমার মতিমালার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ করা হলো না। অতি গুরুতর কার্য্যের ভার আমার উপর অর্পিত হলো।"

রহিম খাঁ "কহিল অধিকদূর যেতে হবে না। সে বাটী এই সম্মুখে, আপনি একবার মাত্র সাক্ষাৎ করে স্বকার্য্যে যেতে পারেন।"

যুবরাজ কহিলেন "রহিম খাঁ! আমি সমস্ত বুঝতে পারচি। নির্দ্দোষী সুরেন্দ্রনাথ আমারই কার্য্য সাধন করতে গিয়ে এই বিষম বিপদে পড়েচে। যদি তার জীবনরক্ষা না করতে পারি, দেবতারা আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করতে পারি না। তুমি মতিমালার নিকটে যাও। তাকে আশ্বাস প্রদান কর, আর বল আমি তিন দিবসের মধ্যে এখানে প্রত্যাগমন করবো। তোমাকে অঙ্গীকৃত অর্থের চতুর্গুণ প্রদান করবো। কিন্তু যদি তোমার অনবধানতায় মতিমালার কিছুমাত্র ক্লেশ হয়, তবে নিশ্চয় জেন যে, যোধপুর-যুবরাজের ভীষণ তরবারি তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করবে!" যুবরাজ এই বলিয়া লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উঠিলেন। অশ্ব পবন-গতিতে চলিল। প্রত্যুপকার-প্রিয় উদারচেতা যুবরাজ সুরজয় সিংহ নিরপরাধী সুরেন্দ্রের জীবনরক্ষার আশায় প্রাণপণে যোধপুরাভিমুখে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন! সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন কি?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বধ্যভূমি।

——Reverse thy doom
And in thy best consideration, check
This hideous rashness.—*King Lear.*

যোধপুর-দুর্গের পশ্চিম পার্শ্বস্থ বধ্যভূমিতে আজি বহুলোকের সমাগম। একজন হত্যাকারীর অগ্নিদাহে প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অপরাধী সুরেন্দ্রনাথের হস্ত ও চরণদ্বয় শৃঙ্খলবদ্ধ। চতুষ্পার্শ্বে সশস্ত্র সৈন্যগণ দণ্ডায়মান। কিঞ্চিৎ দূরে বৃদ্ধ সেনাপতি রণধীর সিংহ পদচারণা করিতেছেন। অপর পার্শ্বে রাজপথের সন্নিকটস্থ বৃহৎ

প্রান্তরে দর্শকগণ দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রের অতি নিকটে অগ্নি-রাশি জ্বলিতেছে। এখনও প্রায় দুই দণ্ড দিবস অবশিষ্ট আছে, তথাপি সে প্রচণ্ড অগ্নিরাশির ভীষণ উজ্জ্বলতা দিনকরের কিরণ ভেদ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে। সুরেন্দ্রনাথ একবার সেই অগ্নিরাশির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সেই প্রচণ্ড হুতাশন, সহস্র কাল ভুজঙ্গের ন্যায় জিহ্বা বিস্তার করিয়া শূন্যমার্গে তেজোরাশি বিকীর্ণ করিতেছে। এখনি এই প্রচণ্ড হুতাশনের ক্রোড়ে তাঁহাকে শয়ন করিতে হইবে। মুহূর্ত্তের জন্য সুরেন্দ্রের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার নয়নদ্বয় নিমীলিত হইল। কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তিনি সেই অনলরাশি আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। দর্শকগণের মধ্যে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্তও নাই। তাহারা নিস্তব্ধভাবে সেই ভীষণ অনলরাশি ও সেই অপরাধীর সুন্দর সুকুমার পাপ-চিন্তাশূন্য মুখমণ্ডল দেখিতেছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই হৃদয়-মধ্যে দয়ার উদ্রেক হইতেছিল। দুই চারিটী রমণী নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। দুই একজন বৃদ্ধ বিষাদে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিল। কিন্তু কেহ কেহ সানন্দে সকৌতূহলে, সেই নিষ্ঠুর রাজদণ্ড কখন কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

ক্রমে সহস্র-রশ্মি আপনার তেজোরাশি হুতাশনকে সমর্পণ করিয়া বিদায় লইলেন। বৃদ্ধ রণধীর সিংহ সুরেন্দ্রনাথের নিকটবর্ত্তী সেনা-গণকে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন "তবে আর বিলম্ব কেন? উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে।" তাহারা ইঙ্গিত পাইবা মাত্র সানন্দে সুরেন্দ্রের সম্মুখবর্ত্তী হইল। একজন তাহার হস্ত ধারণ করিয়া কর্কশ-স্বরে কহিল "ওঠ্ ওঠ্ আর ভাবচিস কি? তোর সময় উপস্থিত।"

সুরেন্দ্র উঠিয়া স্থিরভাবে উত্তর করিলেন "আমি প্রস্তুত আছি।" প্রহরীগণ ক্ষিপ্রহস্তে সুরেন্দ্রের হস্ত ও চরণের শৃঙ্খল উন্মুক্ত করিল ও তাঁহাকে বল পূর্ব্বক অগ্নিরাশির দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল।

এমন সময়ে দর্শকমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন রমণী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল "অপেক্ষা কর! অপেক্ষা কর!"

রণধীর সিংহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিলেন "কে বলে অপেক্ষা কর?"

যোগিনী উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল "আমি বলি অপেক্ষা কর। অই চেয়ে দেখ কে আস্‌চে!"

রণধীর সিংহ সবিস্ময়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন একজন অশ্বারোহী পবনগতিতে সেই দিকে আসিতেছে। দেখিলেন সে ব্যক্তি হস্ত তুলিয়া অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিতেছে। মুহূর্তমধ্যে অশ্বারোহী বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন "রণধীর সিংহ! আমি আদেশ করচি সুরেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ কর।"

অশ্বারোহী যুবরাজ সুরজয় সিংহ। রণধীর যুবরাজকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন "যুবরাজ! আপনি কি আমাকে মহা-রাজের আদেশ অবহেলা করতে অনুমতি করেন?" সুরজয় সিংহ কহিলেন "আমি নিশ্চয় জানি এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিরপরাধী! আমি কল্য তোমাকে পিতার স্বাক্ষরিত আদেশ প্রদান করবো!"

রণধীর সিংহের আপত্তি করিতে সাহস হইল না। প্রহরীগণ তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া সুরেন্দ্রনাথকে পরিত্যাগ করিল। যুবরাজ সুরেন্দ্রকে নিকটে আসিতে বলিলেন। দর্শকগণের মধ্যে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। "যুবরাজের জয়" এই শব্দ আকাশে উঠিতে লাগিল। দর্শকগণ কোলাহল করিতে করিতে বধ্যভূমি হইতে প্রস্থান করিল। অকস্মাৎ দর্শকমণ্ডলীর শ্রবণভেদী কোলাহল অতিক্রম করিয়া কাহার উচ্চ সঙ্গীত গগনে প্রতিধ্বনিত হইল। একজন উন্মাদিনী রমণী উচ্চৈঃস্বরে সঙ্গীত করিতে করিতে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইল। উন্মাদিনীর সমস্ত অবয়ব রুধিরাক্ত! যুবরাজ সুরজয় সিংহ উন্মাদিনীকে দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দেবদারু বৃক্ষে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে কহিলেন "একি! এ যে কমলপ্রভা!"

কমলপ্রভা করতালি দিয়া হাস্য করিয়া কহিল "এই যে সুরেন্দ্র! তুমি কি জান না সুরেন্দ্র! আজ যে আমাদের ফুলশয্যা? আমি কেবল তোমার সঙ্গে ফুলশয্যায় শোবার আশায় এতদূর এলেম! তোমার আশা কি আমি এজন্মে পরিত্যাগ করতে পারি? হাঃ হাঃ হাঃ।"

পাগলিনী কমলপ্রভা যুবরাজ সুরজয় সিংহকে দেখিতে পাইয়া বলিতে লাগিল "ইনি কে? ইনি আবার কোথা থেকে এলেন? ওমা কি লজ্জার কথা? হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি একে চেন না সুরেন্দ্র? আমি এঁকে খুব চিনি। ইনি সেই—সেই দেবরাজ ইন্দ্র। সেই যে—সেই এক দিন পারিজাত বনে শচীর হাত ধরে ইনি ফুল তুলছিলেন! তারপর সেখানে সুন্দ নামে এক জন দৈত্য এল। পাপীয়সী শচী সুন্দের রূপে মোহিত হয়ে তার সঙ্গে নন্দন বন ত্যাগ করে, পালয়ে এসে পাতালে বাস করতে লাগলো! দুরাত্মা সুন্দ শচীকে ভুলিয়ে পাতালে লয়ে গিয়ে তার গলায় ছুরী বসিয়া দিলে! হাঃ হাঃ হাঃ! বেস হয়েচে! বেস হয়েচে! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! তা হ্যাঁগা শচীপতি! তুমি চোক বুজ্যে রয়েছ কেন? শচী মরেচে মরেচে! তোমার অমন কত শচী মিলবে! না! না! বুঝেছি বুঝেছি! আমাকে দেখবে না বলে!"

বলিতে বলিতে পাগলিনী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিল। পুনরপি বলিতে লাগিল "না না দেখো না দেখো না! রাক্ষসী কমলপ্রভাকে দেখলে তোমার পবিত্র আত্মা কলুষিত হবে। তবে একটি কাজ কর, তোমার পায়ে পড়ি একটী কাজ কর!" পাগলিনী সুরজয় সিংহের চরণতলে পড়িয়া সরোদনে বলিতে লাগিল "একটি কাজ কর, ভয় নাই, সরে যেওনা! আমি তোমার পবিত্র দেবশরীর স্পর্শ করবো না। আমি পাগলিনী তবু আমার এ জ্ঞান আছে! তোমার অই কঙ্কালবদ্ধ তরবারি খুলে এ পিশাচীর বক্ষে আমূল সমারোপিত কর। তোমার পায়ে পড়ি অভাগিনীর এই অনুরোধটী রাখ, আমি আর সহ্য করতে পারি না! হৃদয় জ্বলে গেল! আমার হৃদয় মধ্যে সহস্র

বৃশ্চিক দংশন করচে। তোমার অই শীতল তরবারি হৃদয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হলে প্রাণ শীতল হবে, সব জ্বালা জুড়াবে। কই শুনলে না? তা শুনবে কেন?" কমলপ্রভা উঠিয়া দাঁড়াইল, পুনরপি করতালি দিয়া বিকট হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল "তা শুনবে কেন? তুমি কি এখন আর আমার? তুমি যে মতিমালার! হাঃ হাঃ হাঃ! এস সুরেন্দ্র! আমরা দুজনে যাই! আমাদের পরের কথায় কাজ কি? অই দেখতে পাচ্চোনা আগুনের কেমন সুন্দর উজ্জল শিখা উঠ্‌চে? এস—শীঘ্র এস!"

এই বলিয়া পাগলিনী কমলপ্রভা উচ্চৈঃস্বরে গীত আরম্ভ করিয়া সেই অগ্নির মধ্যে লম্ফ দিয়া প্রবেশ করিল! সৈন্যগণ অগ্নি নির্ব্বাণ করিবার জন্য ধাবমান হইল কিন্তু সে প্রচণ্ড অনল কমলপ্রভাকে পাইয়া প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিল। ক্রমে গীতধ্বনি হুতাশনের প্রচণ্ড হুঃ হুঃ শব্দে বিলীন হইল ও তাহার সঙ্গে কমলপ্রভার অতুল রূপরাশি ভস্মসাৎ হইল।

এই ঘটনায় সকলে স্তম্ভিত ও বাকশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল! কিন্তু তখনি আরও একটি ভীষণতর দৃশ্য তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল! কয়েক জন বাহক একখানি শিবিকা লইয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইল। শিবিকার দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সকলে সভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার ভিতর কুমার অমরেন্দ্র মুমূর্ষু অবস্থায় শয়ান! তাঁহার সর্ব্বশরীর রুধিরে প্লাবিত। সেনাপতি রণধীর সিংহ বলিলেন "যুবরাজ! একি?"

অমরেন্দ্র অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন "সেনাপতে ক্ষমা কর, কোন প্রশ্ন করোনা—আমি উত্তর দিতে অক্ষম। বিশেষ প্রয়োজন—জল দাও।"

সেনাপতি অমরেন্দ্রের মুখে জল দিলেন। মুমূর্ষু রাজকুমার বলিতে লাগিলেন "সুরেন্দ্র নামে এক জন প্রাণদণ্ড—তাকে আজ রক্ষা কর। পিতা কাল যোধপুর-মহারাজের—"

সেনাপতি কহিলেন "সে ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করা হয়েছে।" অমরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন "জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল—সুরেন্দ্রকে একবার আমার সম্মুখে—"

সেনাপতি সুরেন্দ্রকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সুরেন্দ্র রাজকুমারের সম্মুখে আসিলেন। অমরেন্দ্র বলিলেন—"কই সুরেন্দ্রনাথ আমি দৃষ্টিহীন—ভাই—ধর্ম্মাত্মা আমাকে ক্ষমা—আমি পাপাত্মা তোমার প্রতি অন্যায় অত্যাচার—অকারণ—ক্ষমা কর—তার প্রতিফল—ভাই একবার হস্ত দাও।"

সুরেন্দ্রনাথ কুমার অমরেন্দ্রের করস্পর্শ করিলেন। সেনাপতি পুনরায় কুমারের মুখে জল দিলেন। কুমার বলিতে লাগিলেন "যদি কখন যুবরাজ সুরজয় সিংহ—সাক্ষাৎ—বলিও—পাপত্মাকে ক্ষমা—আর তুমি—ক্ষমা—আশীর্ব্বাদ—তুমি স্বর্গে—আমি নরকে—চল্লেম।"

রাজকুমার অমরেন্দ্র প্রাণত্যাগ করিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বিষাদে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি রণধীর সিংহ আজিকার নানা ঘটনায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যেন ক্লান্তিবশতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। যুবরাজ সুরজয় সিংহ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া সুরেন্দ্রনাথকে সম্ভাষণ করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন "সুরেন্দ্রনাথ! আজিকার এ বধ্যভূমি কি ভয়ানক!"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অন্ত্যেষ্টি!

A perfect form in perfect rest!—TENNYSON.

বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। যোগিনীর জনসমাগমশূন্য নিস্তব্ধ কুটীরে একটি বালিকা ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। কেশরাশি সম্পূর্ণ আলুলায়িত, দেহলতা বসুধালিঙ্গনে ধূসরবর্ণ; শরীরে এক খানিও অলঙ্কার নাই। অলঙ্কাররাশি চারিদিকে

ভূতলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। শরীর স্পন্দহীন শীতল; মুখমণ্ডলে এক বিন্দু রক্ত নাই। দেখিলে বোধ হয় বালিকা প্রাণত্যাগ করিয়াছে। কেবল মাত্র ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস শব্দে অনুভূত হয় যে, বালিকার দেহ হইতে এখনও প্রাণ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

শৈলবালা জানিত যে, আজি সুরেন্দ্রনাথের প্রাণদণ্ডের দিন অবধারিত হইয়াছে। শৈলবালা সমস্ত দিন কখনও রোদন করে, কখনও ভূমিতলে শয়ন করে, কখনও উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ মধ্যে পদচারণা করিতে করিতে উচ্চকণ্ঠে সুরেন্দ্রকে আহ্বান করে। অকস্মাৎ তাহার স্মরণ হইল যোগিনী যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিল "শৈল! তুমি কাতর হইও না, আমি যে কোন উপায়েই পারি সুরেন্দ্রর জীবন রক্ষা করবো।" এই কথা স্মরণ হইবামাত্র শৈলের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। শৈল রোদন পরিত্যাগ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল "যোগিনী যখন এরূপ কথা বলেছে তখন অবশ্যই সে কোন উপায় অবধারণ করে থাকবে। কি উপায়! কই আমাকে তো তা কিছু বললে না? তবে হয়ত আমাকে আশ্বাস দিবার জন্যই এরূপ বলেছিল।" শৈলবালা পুনরপি রোদন করিয়া বলিতে লাগিল "হে দেবাদিদেব মহাদেব! অভাগিনী, চিরদুঃখিনী, মাতৃহীনা বালিকা তোমার নিকটে যুক্তকরে এই ভিক্ষা চাচ্চে, দয়া করে নিরপরাধ সুরেন্দ্রের জীবন দান কর। লোকে বলে তুমি দয়ার সাগর, এ অভাগিনীর উপরে কি একটু দয়া করবেনা? বল বল, একবার বল যোগিনীর কথা সত্য হবে? আর সহ্য হয় না। তুমি একবার আশ্বাস দিলে আর আমার সন্দেহ থাকবে না!"

শৈলবালা উত্তরের প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ যুক্তকরে মুদিতনয়নে উর্দ্ধে চাহিয়া রহিল! কিন্তু কে কবে দুঃখের রোদনে বিধাতার উত্তর পায়? দেবাদিদেব উত্তর দিলেন না দেখিয়া, বালিকা আবার ভূতলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিল। ক্রমে দিনকর অদৃশ্য হইল। কুটীরসমীপস্থ ঝাউ বৃক্ষশ্রেণীর সকরুণ শব্দ শৈলবালার কর্ণকুহরে

প্রবেশ করিল। শৈলবালা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। যেন অকস্মাৎ তাহার হৃদয়ে সাহস সঞ্চার হইল। পুনর্ব্বার করযোড়ে ঊর্দ্ধনয়নে বলিতে লাগিল "দেবাদিদেব! তুমিত দুঃখিনীর উপর দয়া করলে না! কিন্তু আর একটি ভিক্ষা, যেন সুরেন্দ্রনাথ এ সময় কাতর না হয়! যেন অক্ষুব্ধ চিত্তে অকাতরে জীবন দিতে পারে!"

শৈল একটি একটী করিয়া সমস্ত অলঙ্কার উন্মোন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল "সুরেন্দ্র! তুমিত চললে! এ জগতে তোমার আর দেখা পাবনা। কিন্তু পরলোকে অবশ্য পাব!"

এই বলিয়া বালিকা ভূমিশয্যায় শয়ন করিল। শৈল স্থির করিয়াছে এ ভূমিশয্যা হইতে আর উঠিবে না। ক্রমে সংজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল। সেই অচেতন অবস্থায় শৈলবালা স্বপ্ন দেখিল যেন সে বিজয়পুরের উচ্চ প্রাসাদের ছাদের উপর শয়ন করিয়া আছে। যেন সুরেন্দ্র তাহার মালা পরিবার ভয়ে গঙ্গার জলে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। যেন শৈল একাকিনী শয়ন করিয়া সুরেন্দ্রের প্রীতি-প্রফুল্ল মুখ খানি ভাবিতেছে। ক্রমে যেন গঙ্গার কুল কুল ধ্বনিতে তাহার নিদ্রা আসিল। ঈষৎ তন্দ্রা আসিয়াছে এমন সময়ে যেন সুরেন্দ্র আসিয়া তাহার চরণ প্রান্তে বসিয়া চরণ ধারণ করিয়া বলিল "শৈল, আমাকে ক্ষমা কর, আর আমি তোমাকে পরিত্যাগ কর্‌বোনা।" যেন শৈল জিজ্ঞাসা করিল "তুমি না গঙ্গায় ডুবে গিয়েছিল?" যেন সুরেন্দ্র উত্তর করিল "না শৈল! আমি তোমার কল্যাণে অগ্নিদাহ হতে জীবন রক্ষা পেয়েছি।"

অকস্মাৎ শৈলবালা চেতনা পাইয়া নয়ন উন্মীলন করিল! কি দেখিল? চরণসমীপে বসিয়া সুরেন্দ্রনাথ! সুরেন্দ্র বলিলেন "উঠ শৈল! আমি তোমার কল্যাণে অগ্নিদাহ হতে রক্ষা পেয়েছি।" সেই প্রেমময় অমৃতময় কথাগুলি শুনিতে শুনিতে, সেই স্নেহময় আদরময় মুখখানি দেখিতে দেখিতে, শৈল পুনর্ব্বার চেতনা হারাইল। সুরেন্দ্রনাথ সস্নেহে শৈলবালার মস্তক আপন ঊরুদেশে স্থাপন

করিলেন। শৈল পুনরায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া একদৃষ্টে সুরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল " আমি এ কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।"

সুরেন্দ্র কহিলেন " স্বপ্ন নয় শৈল,সত্য! সত্য সত্যই নানা আশ্চর্য্য ঘটনা-সঙ্ঘটনে আমার জীবন রক্ষা হয়েছে!"

শৈল উঠিয়া বসিল ও সাদরে সুরেন্দ্রের গলা ধরিয়া বক্ষে মস্তক রাখিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সুরেন্দ্রও অশ্রুবর্ষণ করিলেন। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ উভয়ের মুখ নিরীক্ষণ করেন ও রোদন করেন। তাহার পর উভয়ে কত কথা হইল। সুরেন্দ্র কত বিপৎপাতের কথা বলিলেন, শৈল সুরেন্দ্রের দর্শন-লালসায় কতবার কত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সমস্ত বলিল। দিন গেল, সন্ধ্যা আসিল।-এখনও উভয়ে সেই ভাবে বসিয়া সেইরূপ কথোপকথন করিতেছেন। কে বলে এ সংসার বিষাদময়! রমণীর পবিত্র প্রেম এ সংসার-মরুভূমে সুখের প্রস্রবণ।

সন্ধ্যার সময় যোগিনী কুটীরে আসিয়া উভয়কে সেই ভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া ঈষৎ তিরস্কার-সূচক-ভাবে কহিল " সুরেন্দ্র! তোমার কি এ জ্ঞান নাই, যে শৈলবালা আজ তিন দিবস জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই? তুমিও আজ দুই দিবস অনশনে রয়েছ?"

তখন শৈলবালার জ্ঞান হইল, সুরেন্দ্রের মুখমণ্ডল অনশনে পথশ্রমে শুষ্ক ও মলিন! তখন সুরেন্দ্র দেখিতে পাইলেন শৈলবালার শরীর কয় দিবসের অনশনে পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিয়াছে ও দুর্ব্বলতাবশতঃ দেহলতা কম্পিত হইতেছে। যোগিনী তাহাদের সম্মুখে পানীয় ও আহার্য্য স্থাপন করিয়া কহিল " সুরেন্দ্র! আরও দুই চারি দিবস এই খানে অপেক্ষা কর। শৈলবালার শরীর নিতান্ত ক্ষীণ। দুই চারি দিবসের মধ্যে যথেচ্ছা গমন করতে সমর্থা হবে না। উভয়ের সম্পূর্ণ শারীরিক সুস্থতা বিধান করে, তারপর যাবার উদ্যোগ করিও। আমি এখন চল্‌লেম!"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি এখনি আবার কোথায় যাবেন?"

যোগিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল “আমার এখনও ব্রত সম্পূর্ণ হয় নি। যে কয়দিন সম্পূর্ণ না হয়, আমার অবকাশ নাই।” এই বলিয়া যোগিনী চলিয়া গেল।

দুই দিবস পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কুটীরসমীপস্থ কাননের নিকট দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্র ও শৈলবালা একটী বনের পাখীর গান শুনিতেছিলেন, এমন সময়ে একজন অপরিচিত বৃদ্ধ আসিয়া সুরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ‘বিজয়পুরের মহারাজ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিলাষে এইখানে এসেচেন। তিনি কুটীরের অপর-পার্শ্বে অপেক্ষা করচেন।” সুরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া বৃদ্ধের সঙ্গে চলিলেন। দেখিলেন মহারাজ জগৎনারায়ণ দণ্ডায়মান। তাঁহার মুখমণ্ডলে গুরুতর শোকচিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে; অথচ স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যগুণে কেহ হঠাৎ তাহা অনুভব করিতে পারে না। পরিধান এক খানি পট্টবস্ত্র ও এক খানি শ্বেত উত্তরীয় গলদেশে ও বক্ষঃস্থলে বেষ্টিত রহিয়াছে। পদদ্বয় পাদুকাশূন্য। বিজয়পুরের গর্ব্বিত রাজার এইরূপ মলিন বেশ দেখিয়া সুরেন্দ্র বিস্ময় সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিলেন “একি? নরনাথ! আপনার এ বেশ কেন?”

জগৎনারায়ণ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন “তুমি কি জান না আজ তিন দিবস মাত্র হলো আমার জীবনসর্ব্বস্ব, প্রাণাধিক, একমাত্র তনয় আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করেছে?” সুরেন্দ্র অপ্রতিভ হইলেন। মহারাজ বলিতে লাগিলেন “এখন তোমার নিকট আমার বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত, তাই অনেক অনুসন্ধানের পর তোমার অন্বেষণ পেয়ে এই খানে এসেছি।”

সুরেন্দ্র করযোড়ে কহিলেন “অনুমতি করুন।”

মহারাজ কহিলেন “একবার তোমাকে আমার সঙ্গে নদীতীরস্থ শ্মশানে যেতে হবে। কিন্তু এ বেশ ত্যাগ কর। যে দৃশ্য দেখাতে

তোমাকে লয়ে যাচ্ছি, এ বেশ সে দৃশ্যের অনুপযুক্ত! ঠিক্ আমার ন্যায় বেশ তুমিও পরিধান কর।”

নিকটস্থ ভৃত্য নূতন বেশ আনিয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথ আদেশমত সেই মলিন বেশ পরিধান করিয়া, বিজয়পুর মহারাজের সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন। শ্মশান-ভূমে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী চিতা সজ্জিত ও চিতা সমীপে কাষ্ঠের পালঙ্কের উপর একটী শব শয়ান। একখানি শুভ্রবসনে শবের আপাদমস্তক আবৃত রহিয়াছে। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন “এখন বুঝতে পেরেছ তোমাকে কিজন্য এখানে এনেছি। তোমাকে এই শবের মুখাগ্নি করতে হবে।”

এই বলিয়া শবের উত্তরীয় উন্মোচন করিলেন। সুরেন্দ্র দেখিলেন একজন রমণী! এ রমণী কে? সুরেন্দ্র কি ইহাঁকে জানেন না? দেখিবামাত্র সুরেন্দ্র চিনিতে পারিলেন, ইনিই বিজয়পুরের কারাগার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন “মহারাজ! ইনি কে?”

মহারাজ উত্তর করিলেন “সুরেন্দ্র! বিস্মিত হইও না; ইনি তোমার জননী, আমার ভগিনী স্বর্ণপ্রভা! তোমার পরিচয় পরে জান্‌তে পারবে। তুমি সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত! কিন্তু এখন সে সকল পরিচয়ের সময় নয়!”

সুরেন্দ্রনাথ সবিস্ময়ে সবিষাদে গতপ্রাণা জননীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিজয়পুরের কারাগার হইতে যখন তাঁহার স্নেহময়ী জননী, তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তখনও ঠিক্ এইরূপ দেখিয়াছিলেন। এখনও যেন মুখমণ্ডলে সেইরূপ কোন অননুভবনীয় ভাব, স্নেহ অথবা দয়া অথবা কোন মর্ম্মভেদী যাতনা, প্রকাশ পাইতেছে। সুরেন্দ্র অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মহারাজ ও সুরেন্দ্রনাথ উভয়ে শবকে চিতায় শয়ান করাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ সাশ্রুনয়নে চিতারূঢ়া জননীর চরণ-ধূলি মস্তকে লইয়া মুখে অগ্নি দিলেন। ক্রমে চিতা জ্বলিয়া উঠিল, সাধ্বী স্বর্ণপ্রভার পবিত্র দেহ

ভস্মাবশেষ হইল! মহারাজ সুরেন্দ্রকে কহিলেন "তোমার সঙ্গে আমার এ সম্বন্ধ পৃথিবীর কেহই অবগত নয়! সুতরাং এ কথা এখন প্রকাশ করবার আবশ্যক নাই! আমি তোমার নামে এক দানপত্র লিখে দিব। তাতে আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবে। আমারও জীবনের অধিক দিন অবশিষ্ট নাই! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ক্ষত্রকুল-গৌরব তনয়ের অকাল মৃত্যুতে, শৈশবাবধি সমদুঃখভাগিনী স্নেহময়ী ভগিনীর চিরবিচ্ছেদ,——"

বলিতে বলিতে মহারাজের বিশাল লোচনদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। ইতিপূর্ব্বে কেহ কখনও তাঁহার চক্ষে জল দেখে নাই! সুরেন্দ্র পাছে তাঁহার শোক চিহ্ন দেখিতে পান এই আশঙ্কাতেই যেন, পশ্চাৎ ফিরিয়া কহিলেন "সুরেন্দ্র, আজ যাও, তিন চারি দিবস পরে বিজয়-পুরে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।

সুরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে যোগিনীর কুটীরাভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময় গতপ্রাণা জননীর মুখমণ্ডল পুনঃ পুনঃ মনে পড়িতে লাগিল। সে স্নেহপূর্ণ মুখমণ্ডলের অবিকল ছবি, মৃত্যুকালাবধি সুরেন্দ্রের হৃদয়ে চিত্রিত রহিল।"

উপসংহার।

এই গ্রন্থের অন্যান্য চরিত্র-সমূহের কথা কিছু না লিখিলে আমাদের পাঠক বর্গের মধ্যে অনেকেরই নিকট এ উপন্যাস অঙ্গহীন অনুভূত হইবে। অতএব উপসংহারে সংক্ষেপে তাহাদের বিষয় লিখিলাম। যুবরাজ সুরজয় সিংহ বধ্যভূমি হইতে পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ করিলেন। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বদিবস তাঁহার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়াছিল। তিনি মতিমালার পিতার নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিলেন। মতিমালার পিতা হৃষ্টচিত্তে মহাসমারোহে কুমারের সঙ্গে তনয়ার বিবাহ দিলেন। সুরপতি সিংহ, শৈলবালা গৃহ পরিত্যাগ করিলে, নানাস্থানে তাহার অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ না পাইয়া সতত বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার উন্মাদরোগ সঞ্চার হইল। তিনি চিত্তের বিকৃত অবস্থায় একদিন স্বয়ং কন্যার অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। কিন্তু কোথা গেলেন কেহ কিছুই জানিতে পারিল না। শৈলবালা সুরেন্দ্রের সঙ্গে বিজয়পুরে আসিয়া নানাস্থানে লোক পাঠাইল কিন্তু কেহ কোন সংবাদ দিতে পারিল না। রহিমখাঁ শশীকলাকে কোথায় লইয়া গেল, কেহ জানিতে পারিল না; সে মধ্যে মধ্যে সুরজয় সিংহের নিকট আসিত; কিন্তু কোথা হইতে আসিত, কোথায় যাইত, কেহ জানিতে পারিত না। কোন কোন ইতিবৃত্ত-লেখক বলেন, রহিম খাঁ শশীকলাকে রাজকুমারের নিকট হইতে লইয়া আসিয়া কিছুদিন পরে এক দিবস তাহার গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া তাহাকে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের ইতিহাসে আমার তাদৃশ বিশ্বাস নাই।

একবৎসর পরে সুরেন্দ্রের সঙ্গে শৈলবালার বিবাহ-বিধি সম্পন্ন হইল। কুমার সুরজয় সিংহ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া স্বয়ং তত্ত্বাবধারণ করিয়া বহুব্যয়ে মহাসমারোহে শৈল ও সুরেন্দ্রের পরিণয় উৎসব সম্পন্ন করিলেন।

বিবাহের তিন দিবস পরে নবদম্পতী সুরপতি সিংহের প্রাসাদের ছাদের উপর বসিয়া আছেন। নীচে কলনাদিনী গঙ্গা বহিতেছে, মৃদু সমীরণ কুসুমের সুবাস সঞ্চালিত করিতেছে। শৈলবালা বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, সুরেন্দ্র নাথ নিবিষ্ট চিত্তে শৈলবালার কুসুমসুকুমার অঙ্গুলি সঞ্চালন দেখিতেছেন। এমন সময় বৃদ্ধা পরিচারিকা লছমণি আসিয়া সংবাদ দিল "একজন বৃদ্ধ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ অভিলাষ করে।" সুরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধকে সেইখানে লইয়া আসিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য গোবিন্দপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া আসিল। শৈলবালা গোবিন্দ-প্রসাদকে দেখিয়া সিহরিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন "গোবিন্দপ্রসাদ! কি সংবাদ?" গোবিন্দ্রপ্রসাদ সুরেন্দ্রের চরণ স্পর্শ করিয়া কহিল "আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে এলেম। আমি আপনার সঙ্গে অনেক কুব্যবহার করেছি। কিন্তু আপনি মহাত্মা উদারচেতা, এ পাপাত্মাকে ক্ষমা করবেন এই আশায় ক্ষমা প্রার্থনা করতে এলেম। আমি এখন এদেশ পরিত্যাগ করে দূরদেশে যাব স্থির করেছি।"

সুরেন্দ্র কহিলেন "কেন?"

গোবিন্দপ্রসাদ কহিল "এখানে থাক্‌লে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমার জীবনের আশঙ্কা! ব্রহ্মানন্দ স্বামী গণনা করে স্থির করেছিলেন যে, আমার ও রাজকুমার অমরেন্দ্রের জীবনের পরিণাম একই প্রকার। তাই আমার মনে ভয় আছে, পাছে অতি ত্বরায় আমারও রাজকুমারের দশা ঘটে।"

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার নিকট কি চাও?"

গোবিন্দ প্রসাদ আশ্বস্ত হইয়া উত্তর করিল "ভগবানের কৃপায়

আপনার এখন কিছুরই অপ্রতুল নাই। যদি আমাকে কিছু অর্থ প্রদান করেন, আমি চিরদিন বিধাতার নিকট আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করবো।"

উদারচেতা সুরেন্দ্র উত্তর করিলেন "আচ্ছা তুমি অপেক্ষা কর, আমি তোমাকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করবো।"

এই কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নীচে কে বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। সুরেন্দ্র সোপানের দিকে চাহিয়া দেখেন যোগিনী! গোবিন্দ প্রসাদ যোগিনীকে দেখিয়া সভয়ে চীৎকার করিয়া কহিল "সুরেন্দ্রনাথ রক্ষা করুন রক্ষা করুন।" নিমেষমধ্যেই যোগিনীর শাণিত ছুরিকা গোবিন্দপ্রসাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিল। যোগিনী বিকট হাস্য করিয়া কহিল "এতদিনের পর আমার ব্রত উদযাপন হলো। এই পাপাত্মা যৌবনকালে আমার সতীত্ব নষ্ট করে! আমিও এ পাপাত্মাকে এক কালে ভালবেসেছিলাম কিন্তু ক্রমে জানতে পারলেম এ দুরাত্মার হৃদয় পাষাণ, কেবল অর্থলোভে আমার সঙ্গে বাহ্যিক প্রণয় প্রকাশ করতো! আমি এক দিন বললেম, যে আমার যা অবশিষ্ট আছে সুরেন্দ্রকে প্রদান করবো। সেইদিন থেকে পাপাত্মা তোমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখ্‌তে লাগলো। আমি দেখলেম পাপাত্মা তোমার ও আমার প্রাণবিনাশের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলো। আমি তখন ব্রহ্মানন্দ স্বামীর নিকট তোমাকে সমর্পণ করে দেশত্যাগিনী হলেম ও করালবদনীর নিকট প্রতিজ্ঞা করলেম যে পাপাত্মার শোণিত তাঁকে একদিন উৎসর্গ করে তাঁর চরণে আত্মবলি প্রদান করবো। আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা সফল হলো। কালিকা দুরাত্মাকে প্রতিফল দিলেন। এখন যাই করালবদনীর সম্মুখে গিয়া এই অপবিত্র আত্মাকে মুক্তি প্রদান করি।"

যোগিনী এই বলিয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে সোপানাবলি হইতে অবতরণ করিয়া বেগে প্রস্থান করিল। সুরেন্দ্রনাথ জল লইয়া গোবিন্দ-প্রসাদের মুখে সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। শৈলবালা অঞ্চল দিয়া

ব্যজন করতে লাগিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! যোগিনীর ছুরিকা গোবিন্দ প্রসাদের হৃদয়ে আমূল সমারোপিত হইয়াছিল! গোবিন্দ-প্রসাদ নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

এতক্ষণে পাঠক অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন, আমরা কি জন্য এই ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিলাম। পাপ-পুণ্যের মহা সংগ্রামে পাপের সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। আমরাও এইখানে যবনিকা নিক্ষেপ করিলাম।

সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	অষ্টবিংশতি	অষ্টাদশ
৩১	৫	অভিমানে রাজার এবার বাস্তবিক	এবার বাস্তবিক
ঐ	৬	ক্রোধে দিকে চাহিয়া	ক্রোধে অভিমানে রাজার দিকে চাহিয়া
৩৬	১১	কপালকল্পিত	কপোলকল্পিত
৮৯	১৯	অনুরোধ! অনুরোধ!!	অনুরোধ!!! অনুরোধ!
১১০	৪	একবিংশ পরিচ্ছেদ।	একবিংশ পরিচ্ছেদ। যোগিনী অঙ্কে।
১১২	৮	উন্মুক্তা	উন্মুক্ত
১৪২	৯	প্রহর	প্রহরি
১৬১	২৬	ত্রিদিবকুলস্বামীর	ত্রিদিবদুর্লভ স্বামীর
শেষ পৃষ্ঠা	৫	পাপ পুণ্যের সঙ্গে সংগ্রামে	পাপপুণ্যের সংগ্রামে

শৈলবালা।

উপন্যাস।

একজন পরিব্রাজক প্রণীত।

কলিকাতা।

জি, সি, বসু কোম্পানী কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৩০৯ নং ভবনে
বসু প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৮।

বদান্যবর বিদ্যোৎসাহী

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সুহৃৎ-প্রধানকে

এই গ্রন্থ

প্রণয়োপহার

প্রদত্ত হইল।